স্বপ্নাবস্থাবিমর্শ : স্বপ্নের স্বরূপ বিষয়ে অদ্বৈতমত বিচার

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় দর্শনশাস্ত্রে
এম. ফিল. উপাধিপ্রাপ্তির আবশ্যিক অংশরূপে প্রদত্ত
বর্ষ ২০১৮-১৯

শর্মিষ্ঠা চক্রবর্ত্তী
রোল নং- MPPH194017
রেজি নং- ১২৪৪৩৮ বর্ষ- ২০১৩- ১৪

দর্শন ভবন
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কোলকাতা - ৩২

Certified that the thesis entitled স্বপ্নাবস্থাবিমর্শ : স্বপ্নের স্বরূপ বিষয়ে অদ্বৈতমত বিচার, submitted by me towards the partial fulfillment of the degree of Master of Philosophy (Arts) in Philosophy of Jadavpur University, is based upon my own original work and there is no plagiarism. This is also to certify that the work has not been submitted by me for the award of any other degree/diploma of the same institution where the work is carried out, or to any other institution. A paper out of this dissertation has also been presented by me at a seminar/conference at Department of Philosophy, Jadavpur University, thereby fulfilling the criteria for submission, as per the M.Phil Regulation (2017) of Jadavpur University.

Sharmistha Chakraborty

Name : SHARMISTHA CHAKRABORTY

Roll No. MPPH194017

Reg. No. 124438 of 13-14

On the basis of academic merit and satisfying all the criteria as declared above, the dissertation work of SHARMISTHA CHAKRABORTY entitled স্বপ্নাবস্থাবিমর্শ : স্বপ্নের স্বরূপ বিষয়ে অদ্বৈতমত বিচার , is now ready for submission towards the partial fulfillment of the degree of Master of Philosophy (Arts) in Philosophy of Jadavpur University.

P. Sarkar. 14/05/19

Head

Department of Philosophy

Head
Department of Philosophy
Jadavpur University
Kolkata-700 032

Supervisor & Convener of RAC

PREETAM GHOSHAL
Associate Professor
Department of Philosophy
Jadavpur University

Member of RAC

Professor
Department of Philosophy
Jadavpur University
Kolkata-700 032

ওঁ অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্ম্মাঽমৃতং গময়।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

প্রস্তাবনা

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুবিষ্ণুঃ গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরমব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

শ্রী কৃষ্ণের কৃপায় 'স্বপ্নাবস্থাবিমর্শ- স্বপ্নের স্বরূপ বিষয়ে অদ্বৈত মত বিচার' শীর্ষক গবেষণানিবন্ধের লিখনকর্ম সমাপ্ত হল।

অদ্বৈত দৃষ্টি থেকে স্বপ্নের লক্ষণ, স্বরূপ, অধিষ্ঠান এবং উপাদান এই চারটি মূল বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করেই এই গবেষণানিবন্ধটি রচিত হয়েছে। কোন নতুন মত উপস্থাপন করা এখানে আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা প্রাচীন আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই স্বপ্নবিষয়ে অদ্বৈতীর অভিমত প্রদর্শন করেছি।

এই গবেষণানিবন্ধের তত্ত্বাবধায়ক ড. প্রীতম ঘোষাল মহাশয়ের অসীম ধৈর্যের ফলে এই কর্ম সম্ভব হল। তিনি ধৈর্য ধরে যদি বেদান্তপরিভাষা, সিদ্ধান্তবিন্দু, বিন্দুপ্রপাতটীকা, ব্রহ্মসূত্র, বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, মাণ্ডূক্যোপনিষৎ, ইত্যাদি গ্রন্থগুলি না পড়াতেন তবে এই কর্ম সমাপ্ত করা সম্ভব হত না। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ব্যতিরেকে আমার বেদান্তের এই কঠিন বিষয়গুলি থেকে অজ্ঞানতা দূরীভূত হত না। ড. প্রীতম ঘোষাল মহাশয়ের পাদপদ্মে ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদন করছি।

যাঁর মূল্যবান মতামত ব্যতিরেকে এই গবেষণানিবন্ধ অসম্পূর্ণ থেকে যেত, আমার সেই গুরু ড. গঙ্গাধর ন্যায়াচার্য মহাশয়ের পদকমলে ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদন করছি।

আমার প্রথম গুরু যিনি আমাকে দর্শণ বিষয়টিকে ভালোবাসতে শিখিয়েছেন শ্রী অশোক কুমার মণ্ডল মহাশয়কে আমি ভক্তিভরে প্রণাম জানাছি।

আমার মা শ্রীমতি ইতি চক্রবর্ত্তী আমার পিতা ৺শ্রী মনোজিৎ চক্রবর্ত্তী-কে আমি করজোড়ে প্রণাম জানাছি। তাঁদের সমর্থন ও ভালোবাসা না থাকলে আমি এই কর্ম সম্পূর্ণ করতে পারতাম না।

আমার বোন শর্মিলা চক্রবর্ত্তী-কেও ধন্যবাদ জানাছি। আমার স্বামী শ্রী সমীর অধিকারী মহাশয়কেও আমি ধন্যবাদ জানাছি, তাঁর ব্যস্ত সময়ের মধ্যেও আমার গবেষণানিবন্ধটির মুদ্রণ কর্মে সাহায্য করার জন্য।

সবশেষে আমার বন্ধু-বান্ধব, আমার সহপাঠী সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার নিবন্ধটির রচনা সমাপ্ত করছি।

অক্ষয় তৃতীয়া, বিনীতা

বৈশাখ, ১৪২৫ শর্মিষ্ঠা চক্রবর্ত্তী

সূচীপত্র

ভূমিকা		পৃ- ১-১৯
প্রথম অধ্যায়	স্বপ্নের লক্ষণ	পৃ- ২০-৩৩
দ্বিতীয় অধ্যায়	স্বপ্নের স্বরূপ	পৃ- ৩৬-৪৫
তৃতীয় অধ্যায়	স্বপ্নের অধিষ্ঠান	পৃ- ৪৭-৭৮
চতুর্থ অধ্যায়	স্বপ্নের উপাদান	পৃ- ৭৯-১০৩
উপসংহার		পৃ- ১০৪-১০৬
গ্রন্থপঞ্জী		পৃ- ১০৭-১১০

ভূমিকা

শাস্ত্রে জীবের চারটি অবস্থা প্রসিদ্ধ যথা- জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এবং তুরীয়। তন্মধ্যে তুরীয় শব্দের অর্থ হল চতুর্থ, এর কারণ হল এই অবস্থায় যিনি গমন করেছেন তিনি আর প্রত্যাবর্তন করেন না বলে, এই অবস্থার স্বরূপ কী তা জানা যায়নি। এই হেতুই বোধ হয় এই অবস্থার কোন নামকরণ করা সম্ভব হয়নি। যিনি তুরীয় অবস্থার স্বরূপ বুঝেছেন তিনি আসল অদ্বৈতবাদের রহস্যে উপনীত হয়েছেন। বাকি তিনটি অবস্থার মধ্যে দিয়ে সাধারণ জীব প্রতিনিয়তই গমনাগমন করে। এই গবেষণা নিবন্ধে আমরা কেবল স্বপ্নাবস্থা নিয়ে আলোচনা করব। স্বপ্নাবস্থার স্বরূপ বিষয়ে ন্যায়-বৈশেষিক-যোগ-মীমাংসা-বৈদান্তিক সকলেই বহু বিচার করেছেন। আমরা এখানে বেদান্তের মতগুলির মধ্যে কেবল অদ্বৈত-বেদান্তের মতটিই আলোচনা করব। তাঁরা স্বপ্নের লক্ষণ, স্বরূপ, উপাদান, অধিষ্ঠান বিষয়ে যে মত সকল উপস্থাপন করেছেন তাই এই নিবন্ধের বিশেষ আলোচ্য বিষয়। উপনিষৎ-ই সমস্ত আস্তিক দর্শনের মূল বলে, সেই উপনিষৎ-এ স্বপ্নের স্বরূপ কীভাবে ব্যক্ত হয়েছে তা প্রথমে বলা হচ্ছে।

মাণ্ডূক্যোপনিষৎ বলছেন-

"ওঁমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং"[১]

মাণ্ডূক্যোপনিষৎ-র আগম প্রকরণে, ওঁ-কারই যে পর ও অপর ব্রহ্মের প্রতীক তা শ্রুতিতে বর্ণনা করা হয়েছে। এই শ্রুতিতে ওঁ-কারের সর্বাত্মকত্ব স্থাপন করা হয়েছে। বলা হয়েছে –

"ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমঙ্কারং এব"।[২]

অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যত, বর্তমান সকল বস্তুই ওঁ-কার স্বরূপ, তদতিরিক্ত কিছু নয়। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের মন্ত্রেও[৩] ভূত, ভবিষ্যত, বর্তমান সকল বস্তুই পুরুষ বা পরমাত্মা স্বরূপ তার ইঙ্গিত আছে। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি বোঝা যাবে- রজ্জুতে সর্প ভ্রমকালে সর্পটি যেমন আভাস মাত্র, রজ্জু বা অধিষ্ঠানের জ্ঞান হলে সর্প ও সর্পের জ্ঞান চলে যায়, তেমন ব্রহ্মের জ্ঞান হলেও প্রপঞ্চের জ্ঞান ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যায়।

১।মাণ্ডূক্যোপনিষৎ, পৃ-৫

২। তত্রৈব

৩।শ্বেতাশ্বেতরোপনিষৎ, ৩/৩/১৫ ,পৃ-১২৮

"পুরুষ এবেদ ভসর্ব্বংযদ্ ভূতং যদ্ চ ভব্যম।
উতামৃতত্ত্বস্যেশানো যদ্ অন্নেন অতি রহতি"।।

এখনে প্রপঞ্চ কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, এখানে প্রপঞ্চ বলতে কেবল ঘটপটাদি প্রপঞ্চকে বোঝান হয় নি, বাক্ প্রপঞ্চ বা শব্দরাশিকেও বোঝান হয়েছে, অর্থাৎ বাক্ প্রপঞ্চ ওঁ-কার স্বরূপ বা বলা য়ায় যাবতীয় শব্দ ঐ ওঁ-কারের বিকল্প। ওঁ অক্ষরটির তিনটি বর্ণ যথা- অ, উ এবং ম। সুতরাং সকল বিষয় যথা ঘটপটাদি প্রপঞ্চ ও বাক্ প্রপঞ্চ ব্রহ্মাত্মক হওয়ায় এবং ওঁ-কার ব্রহ্মের প্রতীক হওয়ায় বলা যায় ওঁ-কার এবং ব্রহ্ম অভিন্ন। অর্থাৎ সকল বিষয় ওঁ-কার ময়।[৪]

"সোঽয়মাত্মা চতুস্পাৎ"[৫]

মাণ্ডূক্যোপনিষৎ শ্রুতিতে বলা হয়েছে 'অয়মাত্মা চতুস্পাৎ', অর্থাৎ সেই আত্মা চার পাদ বিশিষ্ট। এখানে সেই আত্মা কথাটি বলার মধ্যে দিয়ে জীব আত্মাকে বোঝান হয়েছে। জীব আত্মা মূলত তিনটি পাদ বিশিষ্ট-

১। বৈশ্বানর বা বিশ্ব

২। তৈজস

---

৪ ।মাণ্ডূক্যোপনিষৎ, পৃ-৬

"তস্যোপব্যাখ্যানং – ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব। যচ্চান্যং ত্রিকালাতীতম্, তদপ্যোঙ্কার এব"।।

৫ ।মাণ্ডূক্যোপনিষৎ, পৃ-৭

৩। প্রাজ্ঞ

এই তিনটি পাদের অতিরিক্ত পাদ হল তুরীয় পাদ। ওঁ- কারের চতুর্থ বর্ণ যথা নাদ বিন্দু বা ঁ উচ্চারিত হয় না। বাকি তিনটি বর্ণ যথা অ-উ-ম উচ্চারিত হয়। পূর্বেই ওঁ- কারের সাথে ব্রহ্মের সাদৃশ্য বর্ণিত হয়েছে এবং জীবাত্মা পরমাত্মাই বিবর্তিত রূপ হওয়ায় তাঁর অতিরিক্ত সত্তা না থাকায় জীবাত্মা চতুর্থ পাদ বা তুরীয় পাদটিও অনভিলাপ্য তা মাণ্ডূক্যোপনিষৎ বর্ণনা করা হয়েছে। এই স্থলে পাদ কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ- এই পাদ কথাটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে-

১। পদ্যতে যেন অর্থাৎ যার দ্বারা পাওয়া যায়, এরূপ করণ বাচ্যে

২। পদ্যতে যঃ সঃ পাদঃ - অর্থাৎ যা পাওয়া যায় তাই পাদ। এই রূপ কর্ম বাচ্যে।

প্রথম অর্থটির দ্বারা বিশ্বাদি পাদকে বোঝান হয়েছে। কারণ বিশ্বাদি পাদ হল ব্রহ্ম প্রাপ্তির করণ বা সাধন। দ্বিতীয় অর্থটির দ্বারা তুরীয় পাদকে বোঝান হয়েছে। কারণ তুরীয় পাদই ব্রহ্মজ্ঞান স্বরূপ। ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির করণ বা সাধন নয়।

প্রশ্ন হয় এই চারটি পাদ কল্পনার প্রয়োজনীয়তা কোথায়?[৬] উত্তরে বলা যেতে পারে, মানুষ তাঁর স্বভাববশতঃ কোন বিষয় মনের সামনে উপস্থিত হলেই তা নিয়ে চিন্তা করতে থাকে। কিন্তু মানব মন ব্রহ্মের মত অখণ্ড বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে পারে না। সর্বদা বড় কোন বিষয়কে খণ্ডে বিভক্ত করে চিন্তা করে। তাই অখণ্ড ব্রহ্মে সখন্ডভাব আরোপ করে তাকে চারটি পাদে বা অংশে বিভক্ত করা হয়েছে এবং ওঁ-কারের এক একটি মাত্রা কে ব্রহ্মের এক একটি পাদ-রূপে গণ্য করা হয়েছে।

উপনিষদে সুক্ষ, স্থূল ও কারণ ভেদে শরীরকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। ছান্দোগ্যোপনিষৎ-এ মন্ত্রে[৭] বলা হয়েছে পরমাত্মা অশরীরি। এই আত্মা অবিদ্যা বশতঃ আমিই শরীর বা শরীরই আমি এইরূপ দেহাত্মভাব প্রাপ্ত হলে, শরীরত্ব বা জীবাত্মার রূপ লাভ করে থাকেন। জীবের এই সূক্ষ্মশরীর সতেরোটি অবয়ব দ্বারা গঠিত, যথা- পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রান, মন ও বুদ্ধি।[৮]

---

৬ ।মাণ্ডূক্যোপনিষৎ, ভূমিকাংশ

৭। ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৮/১২/৬১৯/১, পৃ- ৯৬৪

“মঘবন্মর্ত্ত্যং বা ইদঁ শরীরমাত্তং মৃত্যুনা তদস্যামৃত্যুস্যা শরীরাস্যাত্মনোঽধিষ্ঠানম্। আত্তো বৈ সশরীরঃ প্রিয়াপ্রিয়ভ্যাং ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপরহতীরস্ত্যশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ”।।

৮ ।বেদান্তসার, পৃ-১০২

মন ও বুদ্ধিকে অন্তঃকরণ বলা হয়। কথাও কথাও উক্ত দুটির সাথে চিত্ত এবং অহংকারকেও অন্তঃকরণ বলা হয়ে থাকে। মন হল সংশয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তি; বুদ্ধি হল নিশ্চায়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তি; স্মরণাত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তি হল চিত্ত এবং গর্বাত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তি হল অহংকার।

মাণ্ডূক্যোপনিষদ-এ সূক্ষশরীর উনিশটি অবয়ব দ্বারা গঠিত বলা হয়েছে।[৯] এই প্রসঙ্গে সূক্ষশরীর সম্পর্কে আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা হল স্বপ্নকালে যখন স্থূলশরীর কার্য করতে পারে না তখন সুক্ষশরীর দ্বারাই জীব স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের ভোগ করে থাকেন। কারণ শরীর একটি অবয়ব দ্বারা গঠিত, তা হল অজ্ঞান। অদ্বৈত মতে বলা হয়েছে অজ্ঞান হল সমস্ত কিছু সৃষ্টির কারণ। অতএব তা সুক্ষশরীরের সৃষ্টিরও কারণ। তাই এই শরীরকে কারণ শরীর বলা হয়। অতএব বলা য়ায় সুক্ষশরীর হল কারণ শরীরের কার্য।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের শ্রুতিভাষ্যে[১০] পরমাত্মাকে "সর্ব্বতঃপাণিপাদন্তৎ" বলা হয়েছে। কারণ সকলের হাত পা তাঁর হাত ও পা। তাঁকে

---

৯ ।মাণ্ডূক্যোপনিষৎ, মন্ত্র-৪, পৃ-১৪
"একনবিংশতিমুখ ..."

১০ ।শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ, ৩/৩/১৬ পৃ-১২৯
"সর্ব্বতঃপাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।

"সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্" বলা হয়েছে। কারণ সকলের মাথা মুখই তাঁর মাথা ও মুখ। তাঁকে "সর্ব্বতঃশ্রুতিমল্লোকে" বলা হয়েছে, কারণ সকলের শ্রবণেন্দ্রিয়ই তাঁর শ্রবণেন্দ্রিয় এবং এই পরমাত্মাই প্রানীদেহে সর্বত্র বিরাজমান।

পূর্বে ওঁ-কারের তিনটি মাত্রার কথা বলা হয়েছে যথা অ-উ-ম এবং মাণ্ডূক্যোপনিষৎ-এ জীবের তিনটি অবস্থার কথা বলা হয়েছে যথা জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি এবং উপনিষদে বর্নিত শরীরের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে, এইস্থলে আমরা প্রথমত তিনটি অবস্থার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেব এবং দ্বিতীয় মাত্রাত্রয় অবস্থাত্রয় ও শরীরত্রয়ের মধ্যে সম্বন্ধ দেখানোর চেষ্টা করব।

মাণ্ডূক্যোপনিষৎ-এর আগম প্রকরণে, জাগ্রদবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে-

"জাগরিতস্থানো বহিঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ স্থূলভুগ্ বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ"।।[১১]

অর্থাৎ জাগ্রদবস্থাকে 'বহিঃপ্রজ্ঞঃ' বলা হয়েছে, কারণ বাহ্য বিষয়ে তাঁর প্রজ্ঞা বা জ্ঞান হয় বলে, অর্থাৎ আত্মা অতিরিক্ত বিষয়ে তাঁর জ্ঞান হয় বলে তাঁকে 'বহিঃপ্রজ্ঞঃ' বলা হয়েছে। এই অবস্থায় বাহ্যবিষয় গ্রহণের জন্য কর্তার সাতটি

সর্ব্বতঃশ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্টতি"।।

[১১] ।মাণ্ডূক্যোপনিষৎ, পৃ-১০, শ্রুতি-৩

অঙ্গ এবং উনিশটি মুখ থাকে। স্থূল বিষয়ের ভোগ হয় বলে, এই অবস্থায় জীবকে স্থূলভুক বলা হয়েছে। সমস্ত নরগণের বা জীবের সুখ সম্পাদন করে বলে বা সবই নরস্বরূপ বলে তাঁকে বৈশ্বানর বা বিশ্ব বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বৈশ্বানর এবং বিশ্ব কথা দুটির মধ্যে সুক্ষপার্থক্য আছে, ব্যাষ্টি স্থূলশরীরাবচ্ছিন্ন চৈতন্যকে বিশ্ব আর সমষ্টি স্থূলশরীরাবচ্ছিন্ন চৈতন্যকে বৈশ্বানর বা বিরাট বা সর্বত্র বিরাজমান বলা হয়েছে। অন্য স্তরকে জানার পূর্বে এই স্তরকে জানতে হয় বলে এই স্তরকে প্রথম পাদ বলা হয়েছে।

এই বৈশ্বানর যেমন সমগ্র জগতে বিরাজমান অ-কার তেমন সকল বাক্যের মূল এবং এই অবস্থায় জীবের স্থূলশরীর ক্রিয়াশীল থাকে, তাই এই জাগ্রদবস্থা, বৈশ্বানর, স্থূলশরীর নিয়ে হল ওঁ-কারের প্রথম মাত্রা অ-কার।[১২]

১২।তত্রৈব, পৃ-১১

"কথং চতুষ্পাত্ত্বমিত্যাহ-জাগরিতস্থান ইতি। জাগরিতং স্থানমস্যেতি জগরিতস্থানঃ, বহিঃপ্রজ্ঞঃ, স্বাত্মব্যতিরিক্তে বিষয়ে প্রজ্ঞা যস্য স বহিঃপ্রজ্ঞঃ; বহির্ব্বিষয়া ইব প্রজ্ঞা যস্য অবিদ্যাকৃতা অবভাসত ইত্যর্থঃ। তথা সপ্ত অঙ্গান্যস্য; "তস্য হ বা এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূদ্ধৈব সুতেজাশ্চক্ষর্ব্বিশ্বরূপঃ প্রাণঃ পৃথগ্বর্ত্মাত্মা সন্দেহো বহুলো বস্তিরেব রয়িঃ, পৃথিব্যেব পাদৌ" ইত্যগ্নিহোত্রাহুতিকল্পনাশেষত্বেন অগ্নির্মুখত্বেনাহবনীয় উক্তঃ, ইত্যেবং সপ্ত অঙ্গানি যস্য, স সপ্তাঙ্গঃ। তথা একোনবিংশতিঃ মুখান্যস্য; বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ দশ, বায়বশ্চ প্রাণাদয়ঃ পঞ্চ, মনো বুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তমিতি মুখানীব মুখানি, তানি; উপলব্ধিদ্বারাণীত্যর্থঃ। স এবংবিশিষ্টো বৈশ্বানরো যথোক্তৈর্দ্বারৈঃ শব্দাদীন্ স্থূলান্ বিষয়ান্ ভুঙক্ত ইতি স্থূলভুক্। বিশ্বেষাং নরাণামনেকধা সুখাদিনয়ানাৎ বিশ্বানরঃ; যদ্বা, বিশ্বশ্চাসৌ নরশ্চেতি বিশ্বানরঃ, বিশ্বানর এব

মাণ্ডূক্যোপনিষৎ-এর আগম প্রকরণে, আমরা স্বপ্নাবস্থার কথা পাই, যথা-

"স্বপ্নস্থানোঽন্তঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ"।।[১৩]

স্বপ্নাবস্থাকে অন্তঃপ্রজ্ঞঃ বলা হয়েছে কারণ অবাহ্য বিষয়ে জ্ঞান হয় এই অবস্থায়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় বিরত হলে মন ক্রিয়াশীল হয়, মন হল অন্যতম একটি অন্তঃকরণ, প্রসঙ্গত উল্লেখ্য অন্তঃকরণ চার প্রকার হলেও এই সবই আসলে এক অভিন্ন অন্তঃকরণ, একথা বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে স্পষ্টই বলা হয়েছে। এই শ্রুতিতে আরও বলা হয়েছে যে, অন্তঃকরণের এই চার প্রকারই যে বৃত্তি আছে তা নয়, আরও বহু প্রকার বৃত্তি আছে। এই যত প্রকার বৃত্তিই হোক্ না কেন সেই সকলকেই মন বলে বুঝতে হবে।[১৪] মন জীবের সন্মুখে যা উপস্থিত করে জীব তাই প্রত্যক্ষ করে। উপনিষদে স্বপ্নাবস্থার মূলকারণ বলা হয়েছে জাগ্রদবস্থার

বৈশ্বানরঃ; সর্ব্বপিণ্ডাত্মানন্যত্বাৎ, স প্রথমঃ পাদঃ। এতৎপূর্ব্বকত্বাদুত্তরপাদাধিগমস্য প্রাথম্যমস্য"।

[১৩] ।মাণ্ডূক্যোপনিষৎ, পৃ-১৪, শ্রুতি-৪।

[১৪] ।বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ১/৫/৩

"কামঃ সংকল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্বং মন এব"।

বাসনা বা সংস্কার। জাগ্রদবস্থার যে বিভিন্ন বিষয়ের অনুভব ভা দর্শন হয় এবং তা থেকে যে সংস্কার উৎপন্ন হয়, নিদ্রাকালে ইন্দ্রিয় বিরত ব্যাপার হলে মন ক্রিয়াশীল হয়ে, ব্যক্তির সামনে জাগ্রদবস্থার বিষয়ের অনুরূপ বিষয় উপস্থিত করে। এই সকল বিষয় মনকল্পিত। যাদের প্রকৃত কোন সত্তা নেই, এই অবস্থাকে বলে স্বপ্নাবস্থা। এই স্বপ্নাবস্থার কারণ হল অবিদ্যা। অবিদ্যাবশতঃ জীব আত্মাকে সুখ দুঃখ ইত্যাদির সাথে অভিন্ন মনে করে, যা আত্মাতে মিথ্যা আরোপমাত্র। এই স্বপ্নাবস্থায় সুক্ষবিষয়গুলিকে ভোগ করে বলে, জীবকে প্রবিবিক্তভুক বলা হয়েছে। এই স্তরে স্থূলশরীর কার্য করতে পারে না, তাই জীব ,সুক্ষশরীর যা সতেরটি অবয়ব দ্বারা গঠিত, দ্বারা স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ভোগ করে থাকে।[১৫] স্বপ্নাবস্থাকে হিরণ্যগর্ভ ও তৈজস বলা হয়েছে, হিরণ্যগর্ভ কথার অর্থ হল

---

[১৫] ।মাণ্ডূক্যোপনিষৎ, পৃ-১৪-১৫, শ্রুতি-৪

"স্বপ্ন স্থানমস্য তৈজসস্যেতি স্বপ্নস্থানঃ। জাগ্রৎপ্রজ্ঞা অনেকসাধনা বহির্ব্বিষয়েবাবভাসমানা মনঃস্পন্দনমাত্রা সতী তথাভূতং সংস্কারং মনস্যাধত্তে; তন্মনস্তথা সংস্কৃতং চিত্রিত ইব পটো বাহ্যসাধনানপেমক্ষবিদ্যাকামকর্ম্মভিঃ প্রের্য্যমাণং জাগ্রৎবৎ অবভাসতে। তথা চোক্তম্- "অস্য লোকস্য সর্ব্বাবতো মাত্রামপাদায়" ইত্যাদি। তথা "পড়ে দেবে মনস্যেকীভবতি" ইতি প্রস্তুত্য "অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নে মহিমানমনুভবতি" ইত্যাথর্ব্বণে। ইন্দ্রিয়াপেক্ষয়া অন্তঃস্থত্বাৎ মনসস্তৎবাসনারূপ চ স্বপ্নে প্রাজ্ঞা যস্যেতি অন্তঃপ্রজ্ঞঃ বিষয়শূন্যায়াং প্রজ্ঞায়াং কেবলপ্রকাশস্বরূপায়াং বিষয়িত্বেন ভবতীতি তৈজসঃ। বিশ্বস্য সবিষয়ত্বেন প্রজ্ঞায়াঃ স্থুলায়াঃ ভোজ্যত্বম্; ইহ পুনঃ কেবলা বাসনামাত্রা প্রজ্ঞা ভোজ্যেতি প্রবিবিক্তো ভোগ ইতি। সমানমন্যৎ। দ্বিতীয়ঃ পাদস্তৈজসঃ"।

সমষ্টিমনের অধিষ্ঠাতা চৈতন্য এবং ব্যাষ্টিমনের অধিষ্ঠাতা চৈতন্যকে বলা হয় তৈজস। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে মনে হলেও তারা প্রকৃতপক্ষে এক। ব্যাষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে মূলতঃ পার্থক্য নেই, এই ভেদ উপাধির ভেদ। সুতরাং ব্যাষ্টি ও সমষ্টি চৈতন্যের ভেদ না থাকায় হিরণ্যগর্ভ ও তৈজস এক বলা হয়।

এই স্বপ্নাবস্থাকে ওঁ-কারের দ্বিতীয়মাত্রা বলা হয়েছে, কারণ স্বপ্ন যেমন জাগ্রত ও সুষুপ্তি অবস্থার মধ্যবর্তী উ-কার অ-কারও ম-কারের মধ্যবর্তী।

মাণ্ডূক্যোপনিষৎ-এর আগম প্রকরণে, আমরা সুষুপ্তি অবস্থার কথাতে পাই-"যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি; তৎ সুষুপ্তম্। সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ"।।[১৬]

সুষুপ্ত অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে, সুপ্ত পুরুষ যে অবস্থায় কোন প্রকার ভোগ্য বিষয়ের কামনা করে না, স্বপ্নও দেখে না, সেই অবস্থা হল সুষুপ্তি। এই অবস্থায় জীব আনন্দ উপভোগ করে বলে তাঁকে আনন্দভুক বলা হয়েছে এবং জীবকে

[১৬] ।মাণ্ডূক্যোপনিষৎ, পৃ-১৬, শ্রুতি-৫

প্রজ্ঞানঘন বা প্রাজ্ঞ বলা হয়েছে। স্বল্প বিষয়ের জ্ঞান হয় বলে জীব হলেন প্রাজ্ঞ। আর সকল বিষয়ের বা অখণ্ড বিষয়ের জ্ঞান হয় বলে ঈশ্বরকে সর্বজ্ঞ বলা হয়েছে।[১৭]

প্রশ্নোপনিষদের চতুর্থ প্রশ্নে[১৮] বলা হয়েছে, কখন পুরুষ স্বপ্ন দেখে না? উত্তরে ভাষ্যে বলা হয়েছে সুষুপ্তি অবস্থায় পুরুষ স্বপ্ন দেখে না, কারণ সুষুপ্তিতে অন্তঃকরণ লয় প্রাপ্ত হয়। তাই এই সময় জীবের জীবভাব থাকে না। তাই এই অবস্থায় কোন কিছুর দর্শন হয় না। এই অবস্থায় জীবের কেবল কারণশরীর বিদ্যমান থাকে। এই কারণশরীর, সুষুপ্তি এবং আনন্দভুক একত্রে ওঁ-কারের তৃতীয়মাত্রা বা ম-কার বলা হয়। একই চৈতন্য যে সকল স্তরের মধ্য দিয়ে গমন করেন তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় মাণ্ডূক্যোপনিষৎ-এ আগম প্রকরণে, গৌড়পাদ ভাষ্য। বলা হয়েছে-

---

[১৭] ।তত্রৈব

"দর্শনাদর্শনবৃত্ত্যোঃ তত্ত্বাপ্রবোধলক্ষণস্য স্বাপস্য তুল্যত্বাৎ সুষুপ্তিগ্রহণার্থং 'যত্র সুপ্তঃ' ইত্যাদিবিশেষণম্। অথবা ত্রিষ্বপি স্থানষু তত্ত্বাপ্রতিবোধলক্ষণঃ স্বাপোঽবিশিষ্টঃ, ইতি পূর্ব্বাভ্যাং সুষুপ্তং বিভজতে- যত্র যস্মিন্ স্থানে কালে বা সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি। ন হি সুষুপ্তে পূর্ব্বয়োরিবান্যথাগ্রহণলক্ষণং স্বপ্নদর্শনং কামো বা কশ্চন বিদ্যতে। তদৈতৎ সুষুপ্তং স্থানমস্যেতি সুষুপ্তস্থানঃ"।

[১৮] ।প্রশ্নোপনিষৎ, পৃ-৮২

"স যদা তেজসাঽভিভূতো ভবতি। অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নান্ন পশ্যতি তদৈতস্মিঞ্ছরীরে এতৎ সুখং ভবতি"।

"বহিঃপ্রজ্ঞো বিভুর্ব্বিশ্বোহি অন্তঃপ্রজ্ঞ তৈজস।

ঘন প্রজ্ঞ তথা প্রাজ্ঞ এক এব ত্রিধাস্থিতঃ"।।[১৯]

এই এক আত্মা সকল স্তরের মধ্যে প্রবাহমান বলে আমাদের প্রতিনিয়ত আত্ম সাক্ষাৎকার ঘটে। এইভাবে উপনিষদে জীবের স্তরগুলির সাথে ব্রহ্মের অভিন্নতা প্রতিপাদন করা হয়েছে।

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ-এ স্বপ্নকে ইহলোক বা বর্তমানকাল ও পরলোক বা ভবিষ্যৎকালের মধ্যবর্তী স্থান বলা হয়েছে। এই স্বপ্নস্থানকে মধ্যবর্তী স্থান বোঝানোর জন্য উপনিষদে 'সন্ধ্য' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। তবে শুধুমাত্র লোকদ্বের মধ্যবর্তী স্থান নয়, জাগ্রত ও সুষুপ্তি স্থানদ্বয়ের সন্ধিকালে অবস্থিত বলে, স্বপ্নস্থানকে 'সন্ধ' বলা হয়েছে।[২০] জীব বা পুরুষ হল স্বপ্নের কর্তা। এই পুরুষকে 'যথাক্রম' বলা হয়েছে, পুরুষ যখন পরলোক পাবার উপায় রূপ বিদ্যা, কর্ম ইত্যাদি পালন করেন, তখন তাঁকে 'যথাক্রম' বলে। এমন পুরুষ যখন পরলোক পাবার জন্য সচেষ্ট হন, তখন নানা প্রকার সাধনরাশি অবলম্বন করতে

---

[১৯] ।মাণ্ডূক্যোপনিষৎ, গৌড়পাদ কারিকা, মন্ত্র-১, পৃ-২০

[২০] ।ব্রহ্মসূত্র, ৩/২/১, পৃ-৮৭

"দ্বয়োঃ লোকস্থানয়োঃ প্রবোধসম্প্রসাদস্থানয়োর্বা সন্ধ্যৌ ভবতি ইতি সন্ধ্যম্"।

থাকেন, তখন তার নানা প্রকার ধর্ম-অধর্ম বা পাপ-পুন্য দৃষ্টিগোচর হয় এবং জন্মান্তরের বাসনাময় অর্থাৎ পূর্বজন্মের পাপ-পুন্যজাত ফল এই স্তরে ভোগ করে থাকে, শুধু তাই নয়, ভবিষ্যৎকালের ও পাপ-পুন্যজাত ফল স্বপ্নস্থানে প্রত্যক্ষ গোচর হয়।[২১]

এই স্বপ্নের মূলকারণ হল বর্তমানকালের সংস্কার। এই বর্তমান জন্মের সংস্কার সমন্বিত পুরুষ নিদ্রাকালে নিজেই দেহকে নিবৃত করে এবং এইস্থানে বাহ্যজ্যোতি প্রবেশ করতে পারে না, ফলে অন্তর্জ্যোতির দ্বারা বাসনাময় বিষয়কে প্রকাশ করে স্বপ্ন অনুভব করে, এইজন্য এই অবস্থায় জীবকে জ্যোতিস্বরূপ বলা হয়েছে। এইস্থলে জীব নিজেই বাসনাময় নানা প্রকার দৃশ্যের কর্তা। প্রশ্নোপনিষদের চতুর্থ প্রশ্নে[২২] জীব যে স্বপ্ন দর্শনের কর্তা তার সমর্থন পাওয়া যায়। এই উপনিষদে প্রশ্ন করা হয়েছে, কোন্ দেবতা স্বপ্ন দর্শন করে? উত্তরে বলা হয়েছে, মন-উপাধি যুক্ত আত্মা। এই অবস্থায় মন বিভিন্ন দৃষ্ট, অদৃষ্ট, শ্রুত, অশ্রুত, দেশ-দেশান্তরের সাক্ষাৎ অনুভূত নানা বিষয় অনুভব করে থাকে।

---

[২১] ।বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, মন্ত্র-২৬০/৯, পৃ- ১০৭৯

[২২] ।প্রশ্নোপনিষৎ, পৃ-৭৬

"অত্রৈষ দেবঃ স্বপ্নে মহিমানমনুভবতি। যদ্ দৃষ্টং দৃষ্টমনুপশ্যতি, শ্রুতংশ্রুতমেবার্থমনুশৃণোতি, দেশাদিগন্তরৈশ্চ প্রত্যনুভূতং পুনঃপুনঃ প্রত্যানুভবতি"।

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ-এ বাসনাময় দৃশ্যাদি বলতে, বাসনাবিশিষ্ট অন্তঃকরণ বৃত্তির সর্বপ্রকার বাসনা সহকারে নানারূপে প্রকাশিত হওয়া বোঝান হয়েছে।[২৩]

এই স্বপ্নাবস্থাকে জাগ্রদবস্থা থেকে পৃথক বলার কারণ হল-

প্রথমতঃ জাগ্রদবস্থায় আত্মা, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, মন বাহ্য আলোকাদি ক্রিয়ার সাথে যুক্ত থাকে। কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় এই সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি নিবৃত থাকে। তাই স্বপ্নাবস্থাকে পৃথক অবস্থা বলা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ জাগ্রদবস্থা থেকে স্বপ্নাবস্থাকে পৃথক বলার পশ্চাতে একটা লোকায়েত মত আছে, সুপ্ত ব্যক্তিকে সহসা জাগিয় না, ধীরে ধীরে জাগাও। এর কারণ হল সুপ্ত অবস্থায় পুরুষ বা জীবের ইন্দ্রিয়াদি দ্বারের (চক্ষু প্রভৃতির সাথে) সংযোগ থাকে না। তাই তারা বলেন হটাৎ সুপ্ত ব্যক্তিকে না

---

[২৩] ।বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, শাঙ্কর ভাষ্য, ৪/৩/৯ পৃ-১০৮১
"সর্ব্বাবতো মাত্রামপাদায় স্বয়ং বিহত্য স্বয়ং নির্ম্মায় স্বেন ভাসা স্বেন জ্যোতিষা প্রস্বপিত্যত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতি ভবতি"।

জাগাতে, এতে অনিষ্ট হতে পারে, হটাৎ সুপ্ত ব্যক্তিকে জাগালে সে তৎক্ষণাৎ সেই ইন্দ্রিয়দ্বার প্রাপ্ত নাও হতে পারে অর্থাৎ স্বপ্নারম্ভকালে যে ইন্দ্রিয়তে ঐন্দ্রিকশক্তি ধীরে ধীরে বিরত ব্যাপার হয়, দ্রুত সুপ্ত ব্যক্তিকে জাগালে, সেই ব্যক্তি যদি ইন্দ্রিয়দ্বার প্রাপ্ত না হয়, তবে অন্ধত্ব, বধিরতা ঘটতে পারে। তাই বলা হয় ধীরে জাগাতে, এর থেকে বোঝা যায় স্বপ্নাবস্থা পৃথক একটি অবস্থা।

তৃতীয়তঃ স্বপ্নাবস্থায় জাগ্রতকালের ন্যায় মৃত্যু ভয়, দেহাভিমান থাকে না, যা জাগ্রতকালে স্পষ্ট রূপে থাকে। তাই স্বপ্নাবস্থাকে জাগ্রদবস্থা থেকে পৃথক বলা হয়েছে। এটি সুষুপ্ত অবস্থা থেকেও পৃথক, সুষুপ্তি অবস্থায় মৃত্যু ভয়, দেহাভিমান পুরোপুরি চলে যায়। কিন্তু স্বপ্ন কালে কিঞ্চিৎ থাকে।[২৪]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য জাগ্রদবস্থায় আত্মা ইন্দ্রিয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকায় মলিনতা প্রাপ্ত হয়। স্বপ্নাবস্থায় সেই ইন্দ্রিয় সংযোগ না থাকায় কিছুটা প্রশন্নতা প্রাপ্ত হয় এবং সুষুপ্তিকালে সম্পূর্ণ প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয় পুরুষ। সুষুপ্ত পুরুষকে তাই 'সম্প্রসাদ'[২৫] বলা হয়েছে। এই সময় আর সুখ, দুঃখের কোন

---

[২৪] ।বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, শাঙ্কর ভাষ্য, পৃ- ১০৮৫, ১০৯১-৯৭

[২৫] ।বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, শাঙ্কর ভাষ্য, ৪/৩/১৫ পৃ-১০৯৮

"স বা এষ এতস্মিন্ সম্প্রসাদে রত্বা চারিত্বা দৃষ্টৈব পুন্যঞ্চ পাপঞ্চ"।

অনুভব থাকে না। এই সময় পুরুষের পরমাত্মার দর্শন হয়। একেই অদ্বৈতবাদী মুক্তি বলেছেন।

স্বপ্নাবস্থায় জীব নানা বন্ধু-বান্ধব, সুন্দর ফুল, সুন্দরী রমণী ইত্যাদি দেখে তৃপ্ত হয়। আবার বহুদূর হাঁটার ফলে পায়ে ব্যথা অনুভব করে, আবার পাপ বা পুণ্য কর্ম করছে প্রত্যক্ষ করে। এখন প্রশ্ন হয় স্বপ্নাবস্থায় ব্যক্তি যে পাপ বা পুণ্যরূপ কর্ম করছে প্রত্যক্ষ করছে, তার ফল ব্যক্তির উপর প্রযুক্ত হয় না কেন?[২৬] উত্তরে বলা হয়েছে, স্বপ্নাবস্থায় আত্মা ইন্দ্রিয়াদির সাথে সংযুক্ত না থাকায় কিছুটা প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয় এবং এই সময় আত্মা হলেন পাপ বা পুণ্যরূপ কর্মের সাক্ষী মাত্র, এই পাপ বা পুণ্যরূপ কর্মের সে সাক্ষাৎকর্তা নয়। কিন্তু পাপ বা পুণ্যরূপ কর্মের ফলভোগী হতে গেলে কর্তাকে সাক্ষাৎ রূপে কর্মটি সম্পাদন করতে হবে। তাই স্বপ্নাবস্থায় কর্তা কেবল কর্মগুলিকে দর্শন করে বলে, ঐ অবস্থায় কর্তার ঐ কর্মজনিত কোন ফল ভোগ হয় না।

---

[২৬] ।বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, শাঙ্কর ভাষ্য, ৪/৩/১৫ পৃ- ১১০২,১১০৫
"স বা এষ এতস্মিন্ সম্প্রসাদে রত্বা চারিত্বা দৃষ্টৈব পুণ্যঞ্চ পাপঞ্চ। পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোন্যাদ্রব্যতি স্বপ্নায়ৈব, স যত্তত্র কিঞ্চিৎ পশ্যত্যনন্বাগতস্তেন ভবত্যসঙ্গো অয়ং পুরুষ ইতি, এবমেবৈতদ্ যাজ্ঞবল্ক্য। সোঽহং ভগবতে সহস্রং দদাম্যত উর্দ্ধং বিমোক্ষয়ৈব ব্রূহি ইতি"।

প্রশ্ন হয় স্বপ্নাবস্থায় যে ভয়ঙ্কর বা সুন্দর স্বপ্নগুলি দেখি তার কারন কি? বৃহদাণ্যকোপনিষৎ-এ বলা হয়েছে, জাগ্রদবস্থায় যে বাসনারূপ সংস্কার উৎপন্ন হয়,তা সূক্ষশরীরকে আশ্রয় করে থাকে। এই সূক্ষশরীর স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, কিন্তু রসরূপ উপাধির সম্বন্ধ থাকায় ধর্ম-অধর্ম প্রভৃতির প্রেরণায়, সেখানে বিভিন্নাকার বৃত্তির প্রকাশ হয়ে থাকে। সে প্রত্যক্ষ করে কেউ তাঁকে বধ করতে আসছে, যদিও প্রকৃতপক্ষে কেউ তাঁকে বধ করতে আসে না। এই স্বপ্নের কারণ হল অবিদ্যা, অবিদ্যার কারণে সংস্কার অভিবক্ত হয়ে এরূপ ভ্রম সৃষ্টি করে। আবার অবিদ্যা দুর্বল হয়ে তত্ব জ্ঞান বা বিদ্যা প্রবল হলে এমন ব্যক্তি নিজেকে দেবতা, রাজা রূপে প্রত্যক্ষ করে।[২৭]

উপনিষদে বর্ণিত এই স্বপ্নাবস্থার স্বরূপটি ন্যায়প্রস্থানে অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্র, তার ভাষ্য ও টীকাদিতে প্রপঞ্চিত হয়েছে। পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের মূল গ্রন্থগুলি অবলম্বনে করে আমরা স্বপ্নের

২৭। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, শাঙ্কর ভাষ্য, ৪/৩/১৩ পৃ- ১০৯১

"আরামমস্য পশ্যন্তি ন তং পশ্যতি কশ্চনেতি। তন্নায়তং বোধ্যয়েদিত্যাহুঃ। দুর্ভিষজ্যহাস্মৈ ভবতি, যমেষ ন প্রতিপাদ্যতে। অথো খল্বাখুর্জাগরিতদেশ এবাসৈষ ইতি, যানি হ্যেব জাগ্রৎ পশ্যতি, তানি সুপ্ত ইতি, অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতির্ভবতি, সোঽহং ভগবতে সহস্রং দদাম্যত উর্দ্ধং বিমোক্ষয়ৈব ব্রূহি ইতি।

লক্ষণস্বরূপাদি ব্যাখ্যা করব। তারমধ্যে প্রথমেই প্রথম অধ্যায়ে অদ্বৈতমত অবলম্বন করে স্বপ্নের লক্ষণ উপস্থাপিত হবে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্বপ্নের বা স্বাপ্নদৃষ্ট পদার্থের স্বরূপ আলোচিত হবে। তৃতীয় অধ্যায়ে স্বপ্নের অধিষ্ঠানত্ব বিচারিত হবে। চতুর্থ তথা অন্তিম অধ্যায়ে স্বপ্নের উপাদানত্ব প্রতিপাদিত হবে এবং উপসংহারে নিবন্ধের সারতত্ত্বটি উপসংহৃত হবে।

প্রথম অধ্যায়

স্বপ্নের লক্ষণ

বর্তমান অধ্যায়ে অদ্বৈতমতে স্বপ্নের লক্ষণ উপস্থাপিত হবে। এই অধ্যায়ের মূল অবলম্বন হল ভগবৎপাদ ভগবান শঙ্করের পঞ্চীকরণ, পরমহংশ পরিব্রাজকাচার্য শ্রী মধুসুদন সরস্বতীর সিদ্ধান্তবিন্দু এবং ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্রের বেদান্ত-পরিভাষা। ক্রমপ্রাপ্ত তিনটি অনুচ্ছেদে এই তিনটি গ্রন্থ অবলম্বন করে অনন্তর স্বপ্নের লক্ষণটি উপস্থাপিত হচ্ছ।

১

পঞ্চীকরণ অবলম্বনে স্বপ্নের লক্ষণ উপস্থাপন

পঞ্চীকরণ-এ স্বপ্নের লক্ষণে বলা হয়েছে- "কারণেষু উপসংহৃতেষু জাগরিতসংস্কারজঃ প্রত্যয়ঃ সবিষয়ঃ স্বপ্ন ইত্যুচ্যতে"।[১] 'কারণ' অর্থাৎ বা বাহ্য ইন্দ্রিয় সমূহ উপরত হলে জাগ্রদকালের সংস্কার থেকে উৎপন্ন বাসনাময় বিষয়বিশিষ্ট যে জ্ঞান বা বৃত্তি, তাই হল স্বপ্ন।

[১] ।পঞ্চীকরণ- ১৭ পৃ-৩

ভগবৎপাদ ভগবান শঙ্করের সাক্ষাৎ শিষ্য শ্রী সুরেশ্বরাচার্য পঞ্চীকরণ-বার্ত্তিকে ভগবৎপাদের উক্ত পঙক্তির ব্যাখ্যায় বলেছেন-

"কারণোপরমে জাগ্রৎসংস্কারোত্থং প্রবোধবৎ।।

গ্রাহ্যগ্রাহকরূপেণ স্ফুরণং স্বপ্ন উচ্যতে"।[২]

এই বার্ত্তিকের মূলে উল্লিখিত 'কারণ' পদটির দ্বারা বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলিকে বুঝতে হবে। 'প্রবোধবৎ' পদের অর্থ হল জাগ্রদকালের মত। অর্থাৎ জাগ্রতকালীন অন্তঃকরণবৃত্তির মত। সুতরাং পংক্তিটির অর্থ হবে- চক্ষুরাদি বাহ্য ইন্দ্রিয়সমূহ উপরত হলে, জাগ্রদ অনুভবজন্য যে সংস্কার, তা থেকে উত্থিত অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ জাগ্রদকালীনের মত যার ব্যবহার, অথচ যা জাগ্রদবস্থা থেকে ভিন্ন, গ্রাহ্য-গ্রাহকরূপ চৈতন্যের যে স্ফুরণ বা অভিব্যক্তি, তার বিষয়ভূত যে রথাদি ও তদ্বিষয়ক যে বৃত্তি- এই উভকেই স্বপ্ন বলে।

উপর্যুক্ত বার্ত্তিক পঙক্তিটির ব্যাখ্যায় নারায়েনেন্দ্র সরস্বতীকে অনুসরণ করে করা হল কারণ তিনি বলেছেন, ভগবৎপাদ মূলে স্বপ্নের যে লক্ষণটি বলেছেন তাহল- জাগ্রদকালের সংস্কার থকে উৎপন্ন সবিষয়ক যে জ্ঞান বা বৃত্তি তাই স্বপ্ন। যদি স্বপ্নাবস্থাকে চৈতন্য বলা হয় ,

[২] ।পঞ্চীকরণবার্ত্তিক- ৩৭ক, ৩৮খ, পৃ-৩৩

তবে জাগ্রদবোধের দ্বারা স্বপ্নাবস্থার বিনাশের সাথে চৈতন্যের বিনাশেরও আপত্তি হবে, কিন্তু চৈতন্যের বিনাশ সম্ভব নয়, কারণ তিনি নিত্য।[৩]

মূল লক্ষণের অন্তর্গত 'কারণেষু উপসংহৃতেষু' শব্দের দ্বারা স্বপ্নাবস্থাকে জাগ্রদবস্থা থকে পৃথক করা হয়েছে। বাহ্য ইন্দ্রিয় বিরত-ব্যাপার হলে স্বপ্নাবস্থা উৎপন্ন হয়। জাগ্রদবস্থায় ইন্দ্রিয় ব্যাপার থাকে। কিন্তু নিয়ম হল কারণসামগ্রীর দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হয়। মূল লক্ষণে স্বপ্নকে প্রত্যয় বা জ্ঞান বলা হয়েছে। তাহলে যদি বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলি এই অবস্থায় বিরতব্যাপার থাকে তবে জ্ঞান লাভ কী করে সম্ভব? উত্তরে বলা হয়েছে 'জাগরিত সংস্কারজঃ', জাগ্রদকালে অনুভব জন্য যে সংস্কার উৎপন্ন হয়েছিল সেই সংস্কার হল স্বপ্নের কারণ। কিন্তু স্বপ্নাবস্থাকে যদি 'জাগরিত সংস্কারজঃ' বলা হয় তবে স্মৃতিও সংস্কারজন্য হওয়ায় স্মৃতিতে স্বপ্নের লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। এই অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য বলা হয়েছে স্মৃতি কারণ সংস্কার জন্য নয়। যদি তাই হত, তবে প্রত্যভিজ্ঞায় স্মৃতির লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হত। স্মৃতি হল সংস্কারমাত্রজন্য। আর প্রত্যভিজ্ঞায় সংস্কার ও প্রত্যক্ষ উভয়ের কারণত্ব প্রয়োজন হওয়ায় স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞা

---

[৩] । বার্ত্তিকাভরণ, পৃ ৩৩-৩৪

"মূলে জাগরিতসংস্কারজঃ প্রত্যয়ঃ সবিষয়ঃ স্বপ্নঃ ইত্যুক্তত্বাৎ, তদনুসারেনৈব ব্যাখ্যাতম্ অন্যথা চৈতন্যস্য স্বপ্নাবস্থান্তরভাবে তস্যাপি অপলাপাপত্তেঃ"।

থেকে ভিন্ন। কিন্তু ভগবৎপাদ স্বপ্নের লক্ষণে ' কেবল সংস্কারজঃ' এই শব্দটি গ্রহণ করেছেন। সুতরাং বলা যায় যে স্মৃতি সংস্কার মাত্রজন্য হওয়ায়, স্বপ্নের লক্ষণটির স্মৃতির লক্ষণে অতিব্যাপ্ত হবে না।

তবে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, 'সংস্কার' পদটির প্রবেশের দ্বারা তিনি যে কেবল সংস্কারকেই স্বপ্নের কারণ বলেছেন তা নয়। সংস্কার ছাড়াও নিদ্রাদোষ, অদৃষ্ট ইত্যাদি স্বপ্নের কারণ হয়ে থাকে। অর্থাৎ বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলি বিরতব্যাপার হলে জাগ্রত অনুভবজন্য সংস্কার, নিদ্রারূপদোষ অদৃষ্ট প্রভৃতি থেকে যে বাসনাময় বিষয় সমন্বিত জ্ঞান হয়, তাই স্বপ্ন।

অনন্তর, 'প্রত্যয়ঃ স্বপ্নঃ' এই মাত্র যদি স্বপ্নের লক্ষণ হত, তবে স্বপ্নের লক্ষণটি সুষুপ্তিতে অতিব্যাপ্ত হত। কারণ 'প্রত্যয়' শব্দের অর্থ জ্ঞান। অর্থাৎ স্বপ্নেও আমাদের জ্ঞান হয়, আবার সুষুপ্তিতেও সুখাকারা, সাক্ষাকারা জ্ঞান হয়। ফলে উভয়ই জ্ঞানবিশেষাবস্থা। এই অতিব্যাপ্তি বারণে বলা হয়েছে, 'সবিষয়ঃ' অর্থাৎ সবিষয় প্রত্যয়বিশেষই হল স্বপ্ন। স্বপ্নকালের রথগজাদি সুষুপ্তি কালে জ্ঞানের বিষয় হয় না বলে, স্বপ্নাবস্থা সুষুপ্তি অবস্থা থেকে ভিন্ন।[৪]

---

৪ । পঞ্চীকরণবিবরণ, পৃ-৭৬,

২

সিদ্ধান্তবিন্দু অবলম্বনে স্বপ্নের লক্ষণ উপস্থাপন

শ্রী মধুসূদন সরস্বতী দশশ্লোকীর উপর সিদ্ধান্তবিন্দু নামক টীকায় স্বপ্নাবস্থার স্বরূপ সম্পর্কে বলেছেন-"...জাগ্রদ্ ভোগজনককর্মক্ষয়ে স্বাপ্নভোগজনককর্মোদয়ে চ সতি নিদ্রাখ্যায়া তামস্যা বৃত্ত্যাস্থূলদেহাভিমানে দূরীকৃতে সর্বেন্দ্রিয়েষু দেবতানুগ্রহাভাবাৎ নির্ব্যাপারতয়া লীনেষু বিশ্বোঽপিলীন ইত্যুচতে। তদা চ স্বপ্নাবস্থা।"[৫] অর্থাৎ জাগ্রদ্ ভোগজনক কর্মের ক্ষয় হলে, স্বাপ্ন ভোগ জনক কর্মের উদয় হলে নিদ্রানাম্নী তামসী বৃত্তির দ্বারা স্থূল দেহাভিমান দূরীকৃত হয়ে থাকে। সেই সময় বাহ্য ইন্দ্রিয় সমূহ তৎ তৎ দেবগণের দ্বারা অনুগ্রহপ্রাপ্ত না হয়ে বিরতব্যাপার হয়ে তৎ তৎ উপাদান কারণে বিলীন হয়ে যায়। এটাই স্বপ্নাবস্থা।

"প্রত্যয়ঃ স্বপ্নঃ ইত্যুক্তে সুষুপ্তৌ অতিপ্রসক্তিঃ মা ভূৎ ইত্যুক্তং-সবিষয়ঃ স্বপ্নঃ ইতি। বাসনাময়বিষয়সহিতঃ স্বপ্নেঽপি প্রত্যয়ো ভবতি ইত্যর্থঃ। জাগরিতব্যাবৃত্ত্যররথম্ উক্তং-কারণেষু উপসংহৃতেষু ইতি।

[৫] । সিদ্ধান্তবিন্দু, পৃ-১০৭

জাগ্রত অবস্থায় ইন্দ্রিয় জন্য বাহ্য বিষয়ে ভোগ সমাপ্ত হলে ইন্দ্রিয় বিরত ব্যাপার হলে অবিদ্যা বৃত্তির দ্বারা সৃষ্ট স্বাপ্নবস্তুর ভোগ শুরু হয়। সরস্বতীপাদ যে বললেন 'জাগ্রৎভোগজনককর্মক্ষয়ে' সেইস্থলে 'কর্মপদ'-টি কর্মজন্য অদৃষ্টপরক। কারণ কর্ম অদৃষ্টকে উৎপন্ন করে তদ্দ্বারা ইহজন্মে বা জন্মান্তরে ফলপ্রদান করে। এই অদৃষ্টও স্বপ্নকালে সর্বথা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, কারণ স্বপ্ন থেকে উত্থানের পর জাগ্রৎকালে সেই অদৃষ্টই পুনরায় ফলদান করে। প্রহরকাদির (পাহারাদার) মত কিছুকাল পর্যন্ত সে স্বব্যাপার থেকে বিরত হয়ে থাকে, এই কারণেই সরস্বতীপাদ বলেছেন 'জাগ্রৎভোগজনককর্মক্ষয়ে'। একেই অদৃষ্টক্ষয় বলে।[৬]

যোগসূত্রে সুত্রাকার[৭] বলেছেন ব্যাবহারিক বিষয় বৃত্তি গুলি উপরত হলে তমোগুণ বিষয়ক যে বৃত্তি হয়ে থাকে, তাকে নিদ্রা বলে। এই নিদ্রা নামক তমোগুণাত্মক বৃত্তির ফলে স্থূল দেহাভিমান দূরীভূত হয়। এই স্থলে ইন্দ্রিয় বলতে কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়কে বোঝানো হয়েছে। তমোগুণের দ্বারা স্থূল দেহাভিমান

---

[৬] । বিন্দুপ্রপাতটীকা, পৃ-১০৭

"কর্মক্ষয় ইতি। কর্মপদং কর্মজন্যাদৃষ্টপরম্। কর্ম হ্যদৃষ্টমুৎপাদ্য তদ্দ্বারা তস্মিঞ্জন্মনিজন্মান্তরে বোপভোগা জনয়তি। অদৃষ্টস্যাপি চ ন তদা স্বপ্নকালে সর্বথা ক্ষয়ঃ। স্বপ্নানন্তরং পুনর্জাগৃতৌ তজ্জন্যভোগসত্ত্বাত্। কিং তু কিঞ্চৎকালপর্যন্তং স্ব্যাপারাদ্বিরতিরেবাত্রাদৃষ্টক্ষয়ঃ প্রহরকারিবত্"

[৭] । যোগসূত্র, ১/১০

দূরীভূত হলে এই সকল ইন্দ্রিয় সেই সেই ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতার[৮] প্রেরণার অভাবে নিজ উপাদান কারণে বিলীন হয়ে যায়। এই অবস্থা স্বপ্নাবস্থা। আদিত্যাদিদেবতা জীবের সুখ-দুঃখের ভোগের নিমিত্ত শরীরস্থ ইন্দ্রিয়গুলিকে সহায়তা করে থাকেন। স্বপ্নাবস্থায় স্থূলদেহাভিমান নষ্ট হয়ে যায় বলে দেবতাগণ ইন্দ্রিয়গুলিকে সহায়তা করতে পারেন না। এমতাবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলি অস্তিত্বশীল থাকলেও অশ্ব থেকে বিযুক্ত রথের মতো নির্ব্যাপার হয়ে যায়। এই জন্য

[৮] । "উপনিষদে ও বেদান্তে প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের এক একটি অধিষ্টাতৃ দেবতার কথা স্বীকার করা হয়েছে। যেমন আকাশ থেকে উৎপন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয় শ্রোত্রের দেবতা দিক্ ও কর্মেন্দ্রিয় বাকের দেবতা অগ্নি। বায়ু থেকে উৎপন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয় দেবতা। বায়ু ও কর্মেন্দ্রিয় হস্তের দেবতা ইন্দ্র। অগ্নি থেকে উৎপন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয় চক্ষু দেবতা আদিত্য ও কর্মেন্দ্রিয় পাদের দেবতা বিষ্ণু। জল থেকে জ্ঞানেন্দ্রিয় রসনার দেবতা বরুণ ও কর্মেন্দ্রিয় পায়ুর দেবতা মিত্র। পৃথিবী থেকে উৎপন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয় ঘ্রানের দেবতা অশ্বী ও কর্মেন্দ্রিয় উপস্থের দেবতা প্রজাপতি। সিদ্ধান্তবিন্দুতে বলা হল-"একৈকভূতেভ্যঃ জ্ঞানক্রিয়াশক্তিভেদাত্ প্রত্যেকম্ ইন্দ্রিয়দ্বারং জায়তে। আকাশৎ শ্রোত্রাবাচৌ, বায়োঃ ত্বক পাণী তেজসঃ চক্ষুষ্পাদৌ, অদভ্যঃ রসনপায়ূ, পৃথিব্যাঃ ঘ্রাণোপস্থৌ। এতেষাম্ অধিষ্ঠাতারঃ দেবা অপি জ্ঞানক্রিয়া শক্তিপ্রধানাঃ দিগগ্নী বাতেন্দ্রৌ, আদিত্যবিষ্ণু, বরুণমিত্রৌ, অশ্বিপ্রজাপতী।" মনে থেকে পারে যে, প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের এক একটি অধিষ্টাতৃ দেবতা স্বীকারের কী প্রমাণ? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, অচেতন রথাদি যেরূপ কোন চেতনের দ্বারা অধিষ্ঠিত না হলে সক্রিয় থেকে পারে না, ইন্দ্রিয়গুলিও তদ্রূপ অচেতন বলে কোনও চেতনের দ্বারা অধিষ্ঠিত না হলে স্বোপচিত ব্যবহার সাধনে সক্ষম হয় না। এখণ, জীব এই অধিষ্ঠাতা থেকে পারে না, যেহেতু সকল ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান বিষয়ত্বের অপরোক্ষজ্ঞান জীবের পক্ষে সম্ভব নয়। কেবল সেই সেই ইন্দ্রিয়ের দেবতায় সেই সেই ইন্দ্রিয়ের অপরোক্ষকজ্ঞানবান থেকে পারেন। এটিই টীকাকার ব্রহ্মানন্দ বলেছেন-"ননু দেবানাম্ অধিষ্টাতৃত্বে কিং মানম্ ইতি চেত্ ? উচ্যতে। অচেতনস্য রথাদেঃ চেতনাধিষ্ঠানেনৈব ক্রিয়া দর্শনাত্ জীবস্য অপরোক্ষজ্ঞানরূপাধিষ্ঠানবিষয়ত্বস্য ইন্দ্রিয়াদিষু অসম্ভবাত্ ইন্দ্রিয়াপরোক্ষজ্ঞানবন্তঃ দেবা এব অধিষ্ঠাতারঃ, ন জীবঃ"।

সরস্বতীপাদ বলেছেন- 'লীন'। জীবও এই অবস্থায় স্থূলদেহপর্যন্ত ব্যাপ্ত হতে পারেন না বলে, 'বিশ্ব' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন না, এই অর্থেই স্বপ্নে বিশ্বোলীন হয়ে যায়।[৯]

স্বপ্নাবস্থায় যে বাসনা সমূহ থাকে, ইন্দ্রিয় বিরতব্যাপার হলে সেই বাসনা নিমিত্ত বস্তু বিষয়ক উপলব্ধিকে বলে স্বপ্ন। স্বপ্নকালে অবিদ্যাবৃত্তির[১০] দ্বারা মন স্বপ্ন দৃষ্ট বস্তুর ভোগ করে থাকে। মন অন্যতম একটি অন্তঃকরণ। কিন্তু এখানে অন্তঃকরণ দ্বারা স্বাপ্নবস্তুর ভোগ হলেও তাকে প্রমাতা বলা যাবে না। কারণ বাহ্য

---

[৯]। বিন্দুপ্রপাতটীকা, পৃ- ১০৭

"দেবতানুগ্রহাভাবাদিতি। আদিত্যাদয়ো দেবতা হি শরীরাণাং জীবানাং সুখাদ্যুপভোগায়-শরীরস্থানীন্দ্রিয়া নু গৃহ্ণন্তি। স্বপ্নে চ স্থূলদেহাভিমান এব নষ্ট ইতি কিমর্থ তদ্গতানীন্দ্রিয়াদণ্যনুগৃহ্নীযুর্দেবতাঃ। অস্যাং চাবস্থায়ামিন্দ্রিয়ানি সত্যেব। কেবলং রথাদ্বিয়োজিতাশ্চবচ্ছিন্নর্ব্যাপারত্বাল্লীনবৎভবন্তি। জীবোপি তদানীং স্থূলদেহপর্যন্তং প্রবেশাভাবাদ্ ব্যাপনাভাবাদ্ববিশ্বসংজ্ঞা ন লভ্যতে। এতদভিপ্রায়েন বিশ্বোপি তদানীং লীন ইত্যুচ্যতে।"

[১০]। তৈজস অন্তঃকরণ চক্ষুরিন্দ্রিয় পথে বাইরে এসে ঘটাদি বাহ্যবিষয়ের সাথে সম্বন্ধ হয়ে যে ঘটাদি বিষয়ের আকারে পরিণত হয়। অন্তঃকরণের সেই বিষয়কার পরিণা্মকেই বলে বৃত্তি। অর্থাৎ এই বৃত্তি প্রমাতৃচৈতন্য ও বিষয়চৈতন্যের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করে। ফলে প্রমাতৃচৈতন্যের বিষয় প্রত্যক্ষ হয়। এই অন্তকরণবৃত্তির অপর নাম প্রমাণবৃত্তি। এই বৃত্তির কাজ হল আবরণ নাশ করা এবং সাক্ষী চৈতন্যের সাথে বিষয়চৈতন্যের সম্বন্ধ ঘটানো। শুধু আবরণ নাশেও জ্ঞান হয় না। যতক্ষণ না প্রমাতৃচৈতন্যের বিষয়চৈতন্যের সম্বন্ধ হয় ততক্ষণ বিষয়প্রকাশও হয় না। অন্তঃ করণবৃত্তি এই উভয় ক্রিয়া সম্পাদন করে বিষয়ের প্রত্যক্ষ ঘটায়। কিন্তু যে সব বিষয়ে কোন আবরণ নেই বা যারা প্রকাশক চৈতন্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিদ্যামান, থাকে তাদের আবরণ নাশ বা সম্বন্ধের জন্য প্রমাণবৃত্তি স্বীকার করা যায় না। তাই চৈতন্যের তদাকারত্ব সম্পাদনের জন্য অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকৃত হয়েছে।

ইন্দ্রিয়জন্য বৃত্তি না হওয়ায় মনের বিষয়গ্রাহকত্ব থাকে না। নিয়ম হল- বৃত্তিসহকারে মনের বিষগ্রাহকত্ব হয়। অর্থাৎ স্বপ্নকালে অন্তঃকরণবৃত্তির অভাববশতঃ অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের অর্থাৎ জীবের প্রমাতৃত্ব সিদ্ধ হয় না।

বাহ্যেন্দ্রিয়ের বৃত্তির অভাবকালে অন্তঃকরণগত বাসনানিমিত্ত যে বিষয়জ্ঞান হয়, তাকে স্বপ্ন বলে। বাহ্যবস্তুর ক্ষেত্রে প্রমাণচৈতন্য বা অন্তঃকরণবৃত্তি দ্বারা প্রমাতৃচৈতন্য বিষয়চৈতন্যের সাথে সম্বন্ধ হয় প্রমাণ চৈতন্য বা অন্তঃকরণ বৃত্তির দ্বারা। ধরা যাক, বিষয় চৈতন্য হল ঘট, জাগ্রদবস্থায় মন বাহ্যেন্দ্রিয়ের পথে বাইরে নির্গত হয়ে ঘট বিষয়ের সাথে সম্বদ্ধ হয়ে ঘটাকার প্রাপ্ত হল। অনন্তর বিষয়াবচ্ছিন্নচৈতন্যের সঙ্গে প্রমাতৃচৈতন্যের অভেদ হয়ে বিষয়ের প্রকাশ হয়।

এই দুই পক্ষের মতের সমর্থনে তারা যে যুক্তি দেখিয়েছেন তা হল-

বৈদান্তিক পদার্থ চার প্রকার স্বীকার করেন - ১। পারমার্থিক, ২। ব্যাবহারিক, ৩। প্রাতিভাসিক, ৪। বৌদ্ধ

প্রথম প্রকার পদার্থ বলতে পরমাত্মাকে বোঝানো হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকার ভূত-ভৌতিক প্রপঞ্চকে বোঝানো হয়েছে, যা আত্মার বিবর্ত আর মূলাবিদ্যার

পরিণাম। তৃতীয় প্রকার রজতাদি বিষয়কে বোঝানো হয়েছে, যা রজতাদি বিষয়ের বিবর্ত এবং তুলাবিদ্যার পরিণাম। আর চতুর্থ প্রকারটি শশকশৃঙ্গাদি হল মনের বা মনের অন্তর্গত চৈতন্যের বিবর্ত কিন্তু কারোর পরিণাম নয়।[১১]

প্রথম পক্ষ যাঁরা বলেন মনই স্বপ্নাদি পদার্থ আকার ধারণ করে, তাঁদের মতে স্বাপ্নপদার্থ চতুর্থ প্রকার। কিন্তু যাঁরা বলেন, স্বাপ্নপদার্থ অবিদ্যাবৃত্তি নির্মিত তাঁদের মতে, স্বাপ্নপদার্থ তৃতীয় প্রকার বা প্রাতিভাসিক বস্তু। তাঁদের যুক্তিটি এইরূপ, নিয়ম হল- পরিণাম বিবর্তের ব্যাপ্য এবং বিবর্তও পরিণামের ব্যাপ্য। যে যে বিষয় কারোর না কারোর পরিণাম হয়, সেই সেই বিষয় কারোর না কারোর বিবর্ত হয়, আবার যে যে বিষয় বিবর্ত হয়, সেই সেই বিষয় তুলবিদ্যা বা মূলাবিদ্যার পরিণাম হয়। কারণ পরিণামত্ব এবং বিবর্তত্ব দুটি ধর্ম সমনিয়ত। সুতরাং যদি প্রথম মত মানা হয়, তবে স্বাপ্ন পদার্থ মনের বিবর্ত হলেও কারোর পরিণাম না হওয়ায় উপর্যুক্ত নিয়ম লঙ্ঘিত হয়। ফলে প্রথম পক্ষের মত স্বীকার করা যায় না।

---

[১১] ।বিন্দুপ্রপাতটীকা, পৃ- ১০৮

"অর্থাশ্চতুবিধাঃ ১। পারমার্থিক, ২। ব্যাবহারিকঃ, ৩। প্রাতিভাসিক, ৪। বৌদ্ধ। আদ্যঃ পরমাত্মা। অয়ং চ ন কস্যচিদ্বিবর্তো নাপি কস্যচিৎপরিণামঃ। অত এব সত্যঃ। ইতরে ত্রয়োঽনৃতাঃ। দ্বিতীয়ো ভূতভৌতিকঃ প্রপঞ্চঃ। অয়ং চাত্মবিবর্তো মূলাবিদ্যাপরিণামঃ। তৃতীয় রজ্জুসর্পাদিঃ। অয়ং চ রজ্জ্বতাদিবিবর্তোঽথ বা রজ্জ্বাদ্যন্তর্গতচিদ্বিবর্তস্থূলাবিদ্যাপরিণামঃ। চতুর্থ শশশৃঙ্গাদিঃ"।

যাঁরা দ্বিতীয় পক্ষ সমর্থন করেন তাঁরা বলেন, অধ্যাস দু প্রকার- অর্থাধ্যাস ও জ্ঞানাধ্যাস। শুক্তিতে রজতের (অর্থের) অধ্যাস বা আরোপকে বলে অর্থাধ্যাস, আর রজতের জ্ঞানের অন্তঃকরণে আরোপকে জ্ঞানাধ্যাস বলে। অর্থাধ্যাসের ক্ষেত্রে রজত শুক্তিতে অধিষ্ঠিত থাকে এবং রজত হল অবিদ্যার পরিণাম এবং জ্ঞানাধ্যাসের ক্ষেত্রে রজতজ্ঞান অন্তঃকরণে অধিষ্ঠিত থাকে এবং রজতজ্ঞান অবিদ্যার পরিণাম। সুতরাং এখানে রজত বা রজতজ্ঞান কোনটিই যথাক্রমে ব্যাবহারিক সত্ত্বা বা ব্যাবহারিক জ্ঞান নয়, কারণ বাস্তবে তারা ঐ স্থানে অস্তিত্বশীলই নয়। এই জন্য ঐ স্থলে মনবৃত্তি বা অন্তঃকরণবৃত্তির ক্ষেত্রে রজতাকার প্রাপ্তি হওয়া সম্ভব নয়। উক্ত স্থলে যে জ্ঞানাধ্যাস হয়, তার উপাদান করণ হল অবিদ্যা। একই ভাবে জ্ঞানাধ্যাসের মত স্বাপ্নবস্তু অর্থাধ্যাস হওয়ায় তা হবে অবিদ্যার পরিণাম, মনের নয়। এই বিষয়টি একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব।

৩

বেদান্ত-পরিভাষা অবলম্বনে স্বপ্নের লক্ষণ উপস্থাপন

'বেদান্ত-পরিভাষা' গ্রন্থে স্বপ্নাবস্থার লক্ষণ স্বরূপ বলা হয়েছে- "ইন্দ্রিয়াজন্যবিষয়গোচরাপরোক্ষান্তঃকরণবৃত্ত্যবস্থা"[১২] অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অজন্য বিষয় বিষয়ক অপরোক্ষ অন্তঃকরণ বৃত্তিমৎ অবস্থাই হল স্বপ্নাবস্থা। 'ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অজন্য' কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ইন্দ্রিয়ের অজন্য বলতে বোঝায় যে অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার নেই বা ইন্দ্রিয়ের বিরতব্যাপার থাকে। সুতরাং এর অর্থ হল ইন্দ্রিয়জন্য ব্যাপারাভাবযোগ্যকালীন[১৩] এবং অন্তঃকরণ বৃত্ত্যবস্থা কথার অর্থ হল অন্তঃকরণের বাসনা নিমিত্ত বৃত্ত্যবস্থা। অর্থাৎ যে স্থলে ইন্দ্রিয় ব্যাপার থাকে না, অথচ অন্তঃকরণের বাসনা নিমিত্ত স্বাপ্নবস্তবিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তি থাকে তাকে স্বপ্নাবস্থা বলে। সুতরাং 'অন্তঃকরণ বৃত্ত্যবস্থা' শব্দটি যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করা যাবে না। কারণ স্বাপ্নসৃষ্ট বিষয়গুলিতে অদ্বৈতী অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকার করে থাকেন। স্বপ্নে জাগ্রদভোগপ্রদ কর্মের অভাব থাকায় ইন্দ্রিয়াদিও নির্ব্যাপার হয়ে পড়ে। তাই স্বপ্নে অন্তঃকরণবৃত্তির কোন কার্যকারিতা নেই।[১৪]

---

[১২] ।বেদান্তপরিভাষা, পৃ-৩০৮

[১৩] ।পরিভাষাসংগ্রহ, পৃ-২৮০

"ইন্দ্রিয়জন্য ব্যাপারাভাবযোগ্যকালীনেত্যর্থঃ"।

[১৪] ।তত্রৈব,

"অন্তঃকরণবৃত্ত্যবস্থেতি। অন্তঃকরণগত-বাসনানিমিত্ত-বৃত্ত্যবস্থেত্যর্থঃ। যথাশ্রুতার্থস্তু নৈব স্বপ্নসৃষ্ট বিষয়েষ্ববিদ্যাবৃত্ত্যভ্যুপগমাত্, জাগ্রদ্ভোগপ্রদকর্মাভাবাদিন্দ্রিয়াদিব্যাপারস্যাভাবেন তৎপূর্বিকায়া অন্তঃকরণবৃত্তেরসম্ভবাদিতি ভাবঃ"।

জাগ্রদকালে অতিব্যাপ্তি দোষ বারণের জন্য 'ইন্দ্রিয়াজন্য' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। জাগদবস্থাটি একটি ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানাবস্থা, অর্থাৎ জাগ্রদ্ দশায় সুখাদি বিষয়ক অপরোক্ষ অন্তঃকরণবৃত্তি বিদ্যমান থাকে ইন্দ্রিয়াজন্য পদটি প্রযুক্ত হলে জাগ্রদ্ দশায় আর অতিব্যাপ্তি হবেনা।[১৫] এই জন্য এই স্থলে ইন্দ্রিয়াজন্য কথার অর্থ করতে হবে – ইন্দ্রিয়জন্য ব্যাপারের অভাব প্রত্যক্ষকালীন অবস্থা।

এখন সুষুপ্তি অবস্থাতেও ইন্দ্রিয়জন্য ব্যাপারের অভাব থাকে বলে স্বপ্নের লক্ষণ ইন্দ্রিয়াজন্যবৃত্ত্যবস্থা করলে সুষুপ্তি স্থলে অতিব্যাপ্তি হবে। এই অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য পঞ্চানন শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন 'অন্তঃকরণ' বিশেষণটি বৃত্তিতে প্রযুক্ত হয়েছে। সুষুপ্তি ইন্দ্রিয় অজন্য বৃত্ত্যবস্থা হলেও অন্তঃকরণবাসনানিমিত্ত বৃত্ত্যবস্থা নয়। কারণ সুষুপ্তিকালে অন্তঃকরণ লয়প্রাপ্ত হয়।[১৬] সুতরাং ইন্দ্রিয়

---

[১৫]। তত্রৈব,

"অত্র-সুখাদিবিষয়কাপরোক্ষান্তঃকরণবৃত্তিজাগ্রদদশায়ামপি বিদ্যতে ইত্যতিব্যাপ্তিবারণার্থ-মিন্দ্রিয়াজন্যেতীতি"।

[১৬]।তত্রৈব, পৃ-২৮০-৮১

"অন্তঃকরণপদকৃত্যং দর্শয়তি- অবিদ্যাবৃত্তীতি। যদীন্দ্রিয়াজন্যবিষয়গোচরাপরোবৃত্ত্যবস্থাস্ত্ব লক্ষণং ভবেত্ তদা সুষুপ্ত্যবস্থায়ামতিব্যাপ্তিঃ স্যাত্, তস্যা ইন্দ্রিয়াজন্যবিষয়গোচরা-পরোবৃত্ত্যবস্থারূপত্বাত্। অন্তঃকরণস্য বৃত্তিবিশেষণত্বে তু নাতিব্যাপ্তিঃ। তস্যাস্তাদৃশবৃত্ত্যবস্থা-রূপত্বেঽপ্যন্তঃকরণবৃত্ত্যবস্থারূপত্বাভাবাত্, সুষুপ্তিং প্রত্যন্তঃকরণবাসনায়া অহেতুত্বাত্, তদানীমন্তঃকরণস্য বিলায়াদিতি ভাবঃ"।

অজন্য ইন্দ্রিয়ব্যাপারোপমকালীন বিষয়গোচর অধিষ্ঠানাকার অপরোক্ষান্তঃকরণ-বৃত্তিজন্য নিত্য অপরোক্ষ অন্তঃকরণাবস্থা বিশেষই হল স্বপ্নাবস্থা।[১৭]

এখন যদি বিষয়গোচরাপরোক্ষান্তঃকরণবৃত্ত্যবস্থামাত্রই স্বপ্নের লক্ষণ হয়, তাহলে ভ্রমকালীন জাগ্রদবস্থায় এই লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হবে। কারণ ভ্রমকালীন জাগ্রদবস্থাও বিষয়গোচর-অন্তঃকরণ বাসনা নিমিত্ত বৃত্ত্যবস্থা বিশেষ। কিন্তু 'ইন্দ্রিয়াজন্য'-এই বিশেষণটি প্রয়োগ করলে সেই অতিব্যাপ্তি হবে না। কারণ অপরোক্ষভ্রমকালীন জাগ্রদবস্থাটি ইন্দ্রিয়জন্যই হয়ে থাকে, সেখানে ইন্দ্রিয়জন্য-ব্যাপারযোগ্যকালীনত্বই থাকে, ইন্দ্রিয়াজন্যত্ব থাকে না।[১৮]

---

[১৭] । তত্রৈব, পৃ-২৮০

"এতেন- ইন্দ্রিয়াজন্যা ইন্দ্রিয়ব্যাপারোপরমকালীনা, বিষয়গোচরা অধিষ্ঠানাকারা, অপরোক্ষা-ন্তঃকরণবৃত্তিঃ নিত্যাপরোক্ষান্তঃকরণাবস্থাবিশেষঃ স্বপ্নাবস্থেত্যর্থঃ"।

[১৮] ।তত্রৈব, পৃ-২৮০-৮১

"যদি বিষয়গোচরাপরোক্ষান্তঃকরণবৃত্ত্যবস্থাত্বমাত্রং লক্ষণং স্যাত্, তদাঽপরোক্ষ-ভ্রমকালীন-জাগ্রদবস্থায়ামতিব্যাপ্তিঃ স্যাত্, তস্যা বিষয়গোচরান্তঃকরণ-বাসনানিমিত্ত-বৃত্ত্যবস্থারূপত্বাত্। ইন্দ্রিয়জন্যেতি বিশেষণদানে তু নাতিব্যাপ্তিঃ, তদবস্থায়াস্তাদৃশাবস্থারূপত্বেঽপীন্দ্রিয়-জন্যব্যাপারাভাবযোগ্যকালীনত্বাভাবাত্, তস্যা ইন্দ্রিয়জন্য-ব্যাপারাযোগ্য-কালীনত্বাদিতি ভাবঃ"।

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বপ্নের স্বরূপ

পূর্বের অধ্যায়ে আমরা স্বপ্নের লক্ষণ আলোচনা করেছি। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা এই স্বপ্নের স্বরূপ কী সেই বিষয়ে আলোচনা করব। অর্থাৎ এই অধ্যায়ে স্বাপ্নপদার্থ কী প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নাকি স্মৃতিলব্ধ? সেই বিষয়ে আলোচনা করব।

স্বপ্নে গজাদির উৎপত্তি কিভাবে হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা দেখেছি যে, কেউ বলেন মন স্বপ্নকালে গজাদি বিষয়াকার ধারণ করে থাকে, আর অন্য পক্ষ মনে করেন মন নয়, অবিদ্যাই গজাদি বিষয়াকার ধারণ করে থাকে।

এক্ষণে প্রশ্ন হল, স্বপ্নে গজাদি পদার্থের অনুভব কিভাবে হয়? অর্থাৎ স্বপ্ন গজাদি বস্তু হল শুক্তি রজাতাদি বস্তুর মত প্রতিভাসিক হওয়ায়, কী এমন বলা যাবে যে শুক্তিরজতাদির যেভাবে অনুভব হয়, সেই একইভাবে স্বাপ্নবস্তুরও অনুভব হয়? এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে যে শুক্তি রজতাদি কীভাবে অনুভূত হয়? অদ্বৈতমতে, অধ্যাস মাত্রই ধর্মী জ্ঞান সাপেক্ষ, শুক্তিরজতাদি স্থলেও ধর্মীর সামান্যতঃ জ্ঞান থাকে। ভ্রম স্থলে ধর্মী হল শুক্তি, তাতে অধ্যস্ত হয় রজত। এই অধিষ্ঠানের জ্ঞানের জন্য ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হয়। সুতরাং যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অধিষ্ঠানের জ্ঞান হয়, সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই শুক্তি রজতের জ্ঞান হয়, অর্থাৎ তারা

বলেন যে ইন্দ্রিয় দ্বারা ধর্মী শুক্তির জ্ঞান হয়, সেই ইন্দ্রিয় দ্বারাই শুক্তিতে অধ্যস্ত রজতের জ্ঞানও হয়, অর্থাৎ এই পক্ষ অবলম্বনকারী মনে করেন রজতের জ্ঞান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য।[১]

এখন প্রশ্ন হল, শুক্তিতে রজতের অধ্যাসে যেমন চক্ষু ইন্দ্রিয়ের আবশ্যকতা থাকে, স্বাপ্নবস্তু প্রতিভাসিক হওয়ায় শুক্তি রজতের মত, এই স্থলেও কী চক্ষুরিন্দ্রিয়ের আবশ্যকতা স্বীকার করতে হবে? অর্থাৎ স্বপ্ন গজাদি বস্তুর চাক্ষুষ জ্ঞান সম্ভব কিনা, এটাই প্রশ্ন।

এই আশঙ্কা সমাধানে বেদান্তসিদ্ধান্তশুক্তিমঞ্জুরী-তে তিনটি যুক্তির উল্লেখ বলা হয়েছে,[২]

---

[১] ।বেদান্তসিদ্ধান্তশুক্তিমঞ্জুরী, ২/৩৬

"নন্বস্তু রজতাধ্যাসে কথঞ্চিচ্চাক্ষুষত্বধীঃ।
কথং স্বপ্নগজজ্ঞানে তস্যাঃ সাধু সমর্থনম্।।"

[২] ।তত্রৈব, ২/৩৭

"স্বানাং বিরামাদগ্রাহ্যপ্রাতিভাসিকনিহনবাত্।
স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বাদাচ্চ ন স্বাপ্নেন্দ্রিয়কল্পনা।।"

মঞ্জুরীকার এই কারিকায় তিনটি তিনটি যুক্তিতে এটাই দেখিয়েছেন যে, স্বপ্নে ইন্দ্রিয়কল্পনা যুক্তিযুক্ত নয়। সেই যুক্তিগুলি ক্রমান্বয়ে আলোচিত হচ্ছে-

প্রথমতঃ – স্বপ্নকালে বাহ্য ইন্দ্রিয়াদি বিরতব্যাপার হয়ে যায় বলে, ইন্দ্রিয়ের স্বপ্নবস্তুর প্রত্যক্ষ সামর্থ্য থাকে না।

দ্বিতীয়তঃ – প্রাতিভাসিক বস্তু বা স্বাপ্নবস্তুর প্রত্যক্ষ কালে প্রাতিভাসিক ইন্দ্রিয় সত্ত্বা স্বীকৃত না হওয়ায় স্বাপ্নবস্তুর চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ স্বীকৃত হয় না। এই স্থলে পূর্বপক্ষীর যে আপত্তি অর্থাৎ স্বাপ্নবস্তু ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ গ্রাহ্য, তার উপপত্তির জন্য মঞ্জুরীকার আলোচ্য যুক্তিটির অবতারণা করেছেন। অদ্বৈতবেদান্তী তিনপ্রকার সত্ত্বা স্বীকার করেন। যথা – পারমার্থিক সত্ত্বা, ব্যাবহারিক সত্ত্বা, প্রাতিভাসিক সত্ত্বা এবং তাঁরা তিন প্রকার জ্ঞানও স্বীকার করেন। যথা – পারমার্থিক জ্ঞান, অন্তঃকরণ বৃত্তি জ্ঞান এবং অবিদ্যাবৃত্তি জ্ঞান। তাঁদের মতে, অন্তঃকরণবৃত্তির বিষয় হল ঘটপদাদি ব্যাবহারিক বস্তু, আর অবিদ্যাবৃত্তির বিষয় হল সুখ- দুঃখাদি এবং শুক্তি রজতাদি প্রাতিভাসিক বস্তু। অন্তঃকরণবৃত্তি দ্বারা যে সব ব্যাবহারিক বস্তুর জ্ঞান হয়, সেইগুলি অজ্ঞাত সৎ, অর্থাৎ আমার জানার পূর্বে তাদের অস্তিত্ব ছিল। পরে অন্তঃকরণবৃত্তি দ্বারা তাদের সত্ত্বার জ্ঞান হয়ে থাকে। কিন্তু অবিদ্যাবৃত্তির বিষয় সমূহ হল জ্ঞাত সৎ, অর্থাৎ সুখাদির বিষয়ে আবরণ স্বীকৃত হয় না , সুখ উৎপন্ন হওয়া মাত্র জ্ঞাতার এরূপ অনুভব হয়ে থাকে যে ‘অহং

সুখী'। একই ভাবে বেদান্তিগণ বলেন প্রাতিভাসিক বস্তু যেমন – শুক্তি রজতাদি স্থলে দৃশ্যমান রজত আবিদ্যাবৃত্তির কার্য্য বলে , সুতরাং তারা জ্ঞাতৈক সৎ। যদি তাদের ব্যাবহারিক সত্ত্বা থাকত তবে তারা অজ্ঞাত সৎ হতে পারত। কিন্তু তারা প্রাতিভাসিক সৎ হওয়ায় তাদের জ্ঞাত সত্ত্বা স্বীকৃত হয়েছে। শাস্ত্রমতে, ইন্দ্রিয় মাত্রই অতীন্দ্রিয়। তা অতীন্দ্রিয় হওয়ায় তার অজ্ঞাত সত্ত্বাই স্বীকৃত হয়। কিন্তু প্রাতিভাসিক বস্তুর প্রত্যক্ষ কালে ইন্দ্রিয়েরও প্রাতিভাসিক সত্ত্বা স্বীকার করলে তার অজ্ঞাত সত্ত্বা অস্বীকৃত হয়, তাই স্বাপ্নবস্তুর ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ স্বীকার্য নয়।[৩]

উত্তরে পূর্বপক্ষী বলতে পারেন, ইন্দ্রিয় গুলির ব্যাবহারিক সত্ত্বা থাক্ তথাপি যদি মনে করা হয় যে, তারা স্বপ্নকালে নিজ নিজ গোলক থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে স্বপ্ন শরীরকে আশ্রয় করে স্বাপ্নবস্তুর প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু একথাও বলা যায় না, কারণ ইন্দ্রিয়গুলি স্থুলশরীরে আশ্রিত। তাদের সুক্ষশরীরে আশ্রয়ত্ব অদ্বৈতবাদীগন স্বীকার করেন না।[৪] এই সুক্ষশরীরের অবয়বভূত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা

---

[৩] ।সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ, পৃ-৩৫০

"উচ্যতে- ন তাবত্ তৎসমর্থনায় স্বাপ্নদেহবদ্বিষয়বচ্চ ইন্দ্রিয়াণামপি প্রাতিভাসিকো বিবর্তঃ শক্যতে বক্তুম্। প্রাতিভাসিকস্যাহজ্ঞাতসত্ত্বাভাবাৎ। ইন্দ্রিয়াণাং চ অতিন্দ্রিয়াণাং সত্ত্বেঽজ্ঞাতসত্ত্বস্য বাচ্যত্বাত্।"

[৪] ।তত্রৈব,

স্বাপ্নবস্তুর প্রত্যক্ষ স্বীকারের আপত্তি, তা যথাযত হবে না। সুতরাং বলা যায় যে, স্বপ্নকালে ইন্দ্রিয়ের প্রাতিভাসিক সত্ত্বা না থাকায়, স্বপ্নকালে ইন্দ্রিয়ের কল্পনা যুক্তিহীন।

তৃতীয় যুক্তি- আত্মা হইলেন স্বয়ংজ্যোতি।[৫] কারণ জাগ্রতাদি অবস্থায় সূর্যাদির প্রকাশমানতা গুনের দ্বারা এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমাদের বিষয় জ্ঞান হয়ে থাকে। ফলে এই স্থলে আত্মার স্বয়ংজ্যোতিত্ব থাকলেও তা নির্ণয় করা সম্ভবপর হয় না। ঠিক যেমন দিনের বেলা সূর্যালোকের দ্বারা চন্দ্র আচ্ছাদিত হয়ে থাকে বলে তার উপস্থিতি নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু স্বপ্নকালে সূর্যজ্যোতি এবং ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া শক্তি থাকে না বলে, এই স্থলে স্বাপ্নবস্তু আত্মার স্বয়ং জ্যোতির দ্বারা প্রকাশিত হয় বলা হয়েছে। কারণ যদি তা না হত, 'অত্র' অর্থাৎ এই স্থলে শব্দটি নিরর্থক হইয়া যেত। শ্রুতিতে অত্র শব্দটির দ্বারা স্বপ্নকালকে বোঝান হয়েছে। সুতরাং স্বপ্নকালেও যদি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সূর্যাদিজ্যোতির সাহায্যে

"নাপি ব্যাবহারিকানামেবেন্দ্রিয়াণাং স্বগ্বগোলকেজ্যোনিষ্ক্রম্য স্বাপ্নদেহমাশ্রিত্য স্বস্থবিষয়গ্রাহকত্বং বস্তুং শক্যতে, স্বপ্নসময়ে তেষাং ব্যাপাররাহিত্যরূপোপরতিশ্রবণাত্।"

[৫]। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৪/৩/৯
"অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতিঃ"।

স্বাপ্নবস্তুর প্রত্যক্ষ স্বীকৃত হয়, তবে স্বপ্নাবস্থা ও জাগ্রদবস্থার পার্থক্য থাকে না। সুতরাং স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয় কল্পনা সঙ্গত নয়।[৬]

স্বাপ্নবস্তু চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ঘটপটাদি বিষয়ের যেমন প্রত্যক্ষ হয়, স্বপ্নগজাদির প্রত্যক্ষ যে সেইরূপ নয়, তা প্রমানিত হল। স্বভাবতই প্রশ্ন হয়, তাহলে কি স্বাপ্নবস্তুর স্বপ্নকালে স্মৃতি হয়? স্বপ্নবস্তু যে স্মৃতি ও নয় তার বোঝাবার জন্য বেদান্তিগণ বলেন, স্বাপ্নবস্তু স্মৃতি হতে পারে না, কারণ স্মৃতি মাত্রই অনুভব জন্য জ্ঞান। কিন্তু স্বপ্নকালে যে রথগজাদির দর্শন হয় তা প্রাতিভাসিক সৎ হওয়ায় তা রজাদির মত তৎকালোৎন্নও বলতে হবে এবং তা অভিনব অর্থাৎ পূর্বে তার প্রত্যক্ষ হয় নি। ফলে স্বাপ্নবস্তুর পূর্বে প্রত্যক্ষ না হলে তার স্মৃতি ও হওয়া সম্ভব নয়। কারণ অননুভূত বিষয়ের স্মৃতি কোন-ও বাদীই স্বীকার করবেন না।

অখ্যাতিবাদী বলতে পারেন, স্বপ্নকালে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুকে স্মর্য্যমান বললে লাঘব হয়, তা না হলে স্বাপ্নবস্তুকে তৎকালোৎন্ন, এবং অভিনব সৃষ্টি বললে অহেতুক তার উৎপত্তির কারণ হিসাবে অজ্ঞানকে স্বীকার করতে হবে। সহৈ

---

[৬] । সিদ্ধান্তলেশ সংগ্রহ, পৃ-৩৫১

"...যদি স্বপ্নেঽপি চক্ষুরাদিবৃত্তিসঞ্চারঃ কল্প্যেত, তদা তত্রাঽপি জাগর ইব তস্য স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বং দুর্বিবেচং স্যাত্...।।

অজ্ঞান থেকে একটি অভিনব বিষয় উৎপন্ন হয়েছে এমন কল্পনা করতে হয় এবং স্বপ্নশেষে সেই আবিদ্যক রথাদির বিনাশও কল্পনা করতে হয়। এই ভাবে কল্পনা করতে থাকলে কল্পনা গৌরব দোষ হয়। তার চেয়ে স্বাপ্নপদার্থকে স্মর্য্যমান বললে এই দোষ হয় না।[৭]

উত্তরে সিদ্ধান্তীগণ বলেছেন, স্বাপ্নবস্তু যদি স্মৃতির বিষয় হত, তবে স্বপ্নকালে যখন বিষয়প্রত্যক্ষ হয়, তারপর নিদ্রা ভঙ্গ হলে, 'আমি স্বপ্ন দেখছিলাম' এমন অনুভব হয়, তা হত না। 'আমি স্বপ্নের স্মরণ করছিলাম' এমন জ্ঞান হত। কিন্তু 'স্বাপ্নবস্তু দেখছি' এই প্রকার অনুভবই সর্বজন সিদ্ধ বলে তাকেই স্বীকার করতে হবে। অতএব বলতে হবে স্বপ্নকালে স্বাপ্নবস্তুর যে প্রত্যক্ষ তা স্মৃতি নয়।[৮]

---

[৭] ।বেদান্তপরিভাষা, ১৩৮ (কাশী সং)

"ন রথাদিসৃষ্টিকল্পনং গৌরবাদিতি চেন্ন।"

[৮]। তত্রৈব পৃ- ১৩৯

"রথাদেঃ স্মৃতিমাত্রাভ্যুপগমে রথং পশ্যামি স্বপ্নে রথমদ্রাক্ষমিত্যাদ্যনুভবিরোধারোপওেঃ ।"

অনন্তর প্রশ্ন হয়, স্বাপ্নবস্তুর স্বপ্নকালে অনুভব কীভাবে ব্যাখ্যাত হবে? উত্তরে বেদান্তিগণ বলেছেন স্বাপ্নবস্তু হল সাক্ষী বেদ্য অর্থাৎ ঘটপটাদি বস্তু অজ্ঞানাবৃত থাকায় সত্ত্বা মাত্রে জ্ঞাত নয়। তাই অন্তঃকরণবৃত্তিদ্বারা সেই অজ্ঞানের নাশ হলে সাক্ষী ঘটপটাদি বিষয়ে জ্ঞাতা হয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে সাক্ষী-কে প্রমাতা বলা হয় না। কারণ প্রমাতা হতে গেলে অন্তঃকরণবৃত্তিজন্য জ্ঞান হতে হবে। কিন্তু স্বাপ্নকালে অন্তঃকরণ নিজ উপাদান কারণে লয়প্রাপ্ত হয় বলে, এই স্থলে সাক্ষীর অন্তঃকরণবৃত্তিজন্য জ্ঞান হয় না। ফলে স্বাপ্নকালে সাক্ষী কেবল দ্রষ্টা, প্রমাতা নন এবং স্বাপ্নবস্তু সাক্ষীতে সাক্ষাৎ ভাবে অবস্থান করায় এই বস্তুর কোন অজ্ঞাতসত্ত্বা নেই। সুতরাং বলতে হবে স্বপ্নাদি বিষয়কে সাক্ষী অবিদ্যাবৃত্তির দ্বারা অনুভব করে থাকেন। অর্থাৎ স্বপ্নাদি বিষয় কেবলসাক্ষীবেদ্য। আর যে বিষয় জাগ্রদ কালে বাধিত হয় বলে তা অপ্রমা, যা কখন বাধিত হয় না তা প্রমা, স্বপ্নাদি বিষয় জাগ্রদ কালে বাধিত হওয়ায়, অপ্রমা। এই স্বাপ্নপদার্থের মিথ্যাত্ব আমরা স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচনা করব।

মনে হতে পারে, স্বপ্নবস্তু প্রাতিভাসিক সৎ হওয়ায় তা ব্যাবহারিক জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয় বলে তা যদি অপ্রমা হয়, তবে ব্যাবহারিক বিষয় ঘটপটাদি পদার্থের জ্ঞানও একসময় পারমার্থিক জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হওয়ায় তাকেও

অপ্রমা বলতে হয়। কিন্তু তহলে কীভাবে স্বপ্নদশা এবং জাগ্রদ দশার মধ্যে ভেদ করা যাবে?

এর উত্তরে, অদ্বৈতবাদিগণ বলেছেন পারমার্থিক দৃষ্টিতে স্বপ্নদশা এবং জাগ্রদ দশার মধ্যে ভেদ নেই মনে হলেও কার্যনির্বাহের জন্য স্বপ্নদশা এবং জাগ্রদ দশার ভেদ অবশ্য স্বীকার্য। স্বপ্নদশা এবং জাগ্রদ দশাতে যে একই প্রমাতা বিরাজমান থাকেন তা আমরা প্রত্যভিজ্ঞার দ্বারা জানি-'যে আমি স্বপ্নকালে স্বপ্নবস্তুর অনুভব করেছি, সেই আমিই জাগ্রতকালে ঘটপটাদি বিষয়ের অনুভব করছি' এরূপ প্রত্যভিজ্ঞার দ্বারা প্রমাতার একত্ব সিদ্ধ হয়ে থাকে।

এই প্রমাণ, প্রমেয়, প্রমাতা, প্রমিতি হল অজ্ঞানের কার্য। পারমার্থিক জ্ঞান হলে যেমন অজ্ঞান বাধিত হইয়া যায়, তেমনি তার কার্যও বাধিত হয়ে যায়। অর্থাৎ পারমার্থিক জ্ঞান হলে যেমন ঘটপটাদি বিষয়ের জ্ঞান আর থাকে না, তেমন প্রমাতাও থাকেন না। কিন্তু ভ্রমজ্ঞান তদ্রূপ নয়। ভ্রমজ্ঞান ব্যাবহারিক জ্ঞান দ্বারা বাধিত হলে ভ্রমের বিষয় রজ্জু সর্পাদি বা শুক্তি রজাদি বাধিত হলেও প্রমাতার সত্তা বাধিত হয় না। অর্থাৎ মিথ্যাত্ব বলতে বুঝতে হবে প্রমাতার সত্তাকালে বিরোধী জ্ঞানের অধীন মিথ্যাত্ব নিশ্চয়ই যোগতা মিথ্যাত্ব। এই রূপ প্রাতীতিকত্ব রজ্জু সর্পাদি বা শুক্তি রজাদি বিষয়ে থাকায়, তাদের অপ্রমা বা মিথ্যা

বলা হয়েছে। কিন্তু উক্ত প্রাতীতিকত্ব ঘটপটাদি বিষয়ে না থাকায় তাদের প্রমা বলা হবে। এই হল জাগ্রদ দশা ও স্বপ্নদশার বিশেষ।[৯]

[৯] ।সংক্ষেপশারীরক, সারসংগ্রহটীকা পৃ-৮৩৫

"এতদৃতাবো যত্র ততপ্রমাতিরি সতি অবাধ্যম্, জাগ্রদ্ঘটাদৌ চৈতদস্তীতি স ব্যাবহারিক ইতি ভাবঃ।"

তৃতীয় অধ্যায়

স্বপ্নের অধিষ্ঠান

স্বাপ্নপ্রতীতি যে মিথ্যা তা আমরা সামান্যতঃ বলেছি। মিথ্যাবস্তু মাত্রেরই একটি অধিষ্ঠান থাকে, কারণ আমরা নিরালম্ব ভ্রমবাদী নই। তাই, প্রশ্ন স্বভাবিক যে, এই স্বাপ্নপ্রপঞ্চের অধিষ্ঠান কী? বর্তমান অধ্যায়ে আমরা স্বাপ্নপ্রপঞ্চের অধিষ্ঠান নিরূপণ করব।

স্বপ্নাধ্যাসের অধিষ্ঠান কী হতে পারে তা নিয়ে অদ্বৈতবাদীদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কোন কোন মতে মনোঽবচ্ছিন্ন জীবচৈতন্যই স্বপ্নধ্যাসের অধিষ্ঠান, আবার কেউ কেউ মনে করেন মূলাজ্ঞানাবৃত ব্রহ্মচৈতন্যই তার অধিষ্ঠান, আবার কেউ কেউ মনে করেন অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচৈতন্য তার অধিষ্ঠান। পরবর্তীকালে সরস্বতীপাদ তাঁর সিধান্তবিন্দু টীকায় এই সকল মতকেই যথাযথ বলে উপস্থাপন করেছেন। আমরা এই অধ্যায়ে এই মতগুলি যথাসম্ভব উপস্থাপন করার চেষ্টা করব।

১

স্বপাধ্যাসের অধিষ্ঠান ব্রহ্ম চৈতন্য –এই পক্ষ বিচার

বেদান্ত-পরিভাষা গ্রন্থে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে যে, স্বপ্নকালে যে 'অয়ং রথ' এই প্রকারের প্রতীতি হয়, সেই প্রতীতির বিষয় যে রথাদি তার অধিষ্ঠান কে? এর উত্তরে বলা হয়েছে, এই স্বপ্নরথাদির অধিষ্ঠান হল পুরোবর্তী বস্তু বিশেষ। অর্থাৎ ব্যাবহারিকদশায় যে রথাদি বিষয় দেখি সেই রথাদি বিষয়ের যে সংস্কার সূক্ষশরীরকে আশ্রয় করে থাকে, সেই সংস্কারই পরবর্তীকালে স্বপ্নবস্তুর সৃষ্টি করে। সুতরাং স্বপ্নে যে রথাদি দেখি তার অধিষ্ঠান ব্যবহারকালে দৃষ্ট রথাদি। কিন্তু এই মত যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ স্বপ্নে আমরা যে বস্তুকে দেখি তা কেবল রথরূপে কল্পিত হয় না, ইদমভিন্ন রথরূপেই কল্পিত হয়। তাই ইদং-টি অধিষ্ঠান রূপে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু আসলে উভয়ই অবিদ্যার কার্য। উভয়ই মিথ্যা। তাই একটি মিথ্যা বস্তু অন্য মিথ্যা বস্তুর অধিষ্ঠান হতে পারে না। পুরোবর্তী দেশবিশেষ বা রথাদি বস্তু বিশেষ স্বপ্ন পদার্থের অধিষ্ঠান নয়।[১]

এইরূপ আপত্তির সমাধানে কোন কোন সম্প্রদায় বলে থাকেন, স্বয়ংপ্রকাশ চৈতন্যই রথাদির অধিষ্ঠান, কারণ স্বপ্নে প্রতীয়মান রথাদি 'সৎ'

---

[১]। বেদান্তপরিভাষা, পৃ- ১০০,
"ননু স্বপ্নে রথাদ্যধিষ্ঠানতয়োপলভ্যমান-দেশবিশেষস্যাপি তদা২সন্নিকৃষ্টতয়া২নির্বচনীয় প্রাতিভাসিকদেশৌ২ভ্যুপগন্তব্যঃ। তথা চ রথাদ্যধ্যাসকুত্রেতি চেৎ"।

এইভাবেই জ্ঞানের বিষয় হয়। সদ্রূপে প্রকাশমান চৈতন্যই স্বপ্নরথাদির অধিষ্ঠান।[২]

যাঁরা এই পক্ষ স্বীকার করেন তাঁরা জীবচৈতন্যকে স্বপ্নাধ্যাসের অধিষ্ঠান বলতে চান না। জীবচৈতন্য-কে স্বপ্নাধ্যাসের অধিষ্ঠান বললে যে আপত্তি গুলি হতে পারে তা নিম্নরূপ-

প্রথমতঃ- জীবচৈতন্যকে যদি স্বাপ্নপদার্থের অধিষ্ঠান বলা হয়, তবে জীবচৈতন্যকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হতে হবে। কিন্তু জীবচৈতন্যের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন গুণ নেই।

দ্বিতীয়তঃ- অহংকারাবচ্ছিন্ন জীবচৈতন্য যদি স্বাপ্নবস্তুর অধিষ্ঠান হন, তবে স্বাপ্নরথাদিতে অহংকারের অভেদ প্রতীতি হত, কারণ অধ্যাসের উপাদান অজ্ঞানের আধারতার অবচ্ছেদকের সাথে অধ্যস্তের অভেদ প্রতীতি হয়, এটাই নিয়ম। কিন্তু তা বলা যায় না, কারণ অহংকারাবচ্ছিন্ন চৈতন্য সর্বদা অনাবৃত অর্থাৎ সর্বদা প্রকাশমান, যা সামান্যরূপে প্রকাশমান ও বিশেষরূপে অপ্রকাশমান,

---

[২]। তত্রৈব, পৃ-১০০-১০১

"ন চৈতন্যস্য স্বয়ংপ্রকাশস্য রথাদ্যধিষ্ঠানত্বাত্। প্রতীয়মানো হি রথাদিরস্তীত্যেব প্রতীয়তে ইতি সদ্রূপেণ প্রকাশমানং চৈতন্যমেবাধিষ্ঠানম্"।

তাতেই রথাদির অধ্যাস হয়। কিন্তু অহংকারাবচ্ছিন্নচৈতন্য সর্বদা সামান্য ও বিশেষরূপে প্রকাশমান হওয়ায় তাতে রথাদির অধ্যাস সম্ভব নয়।

তৃতীয়ত- জীবচৈতন্যকে স্বাপ্নরথাদির অধিষ্ঠান বললে সমস্যা হবে যে- জীবচৈতন্য অজ্ঞান দ্বারা আবৃত থাকায়, তা স্বাপ্নবস্তুর প্রকাশ ঘটাতে পারে না, এবং স্বপ্নকালে ইন্দ্রিয়গুলি বিরতব্যাপার হয় বলে অন্তঃকরণবৃত্তির দ্বারাও বিষয়ের প্রকাশ বা জ্ঞান সম্ভব হয় না। যেহেতু অধিষ্ঠান বিষয়ক অজ্ঞান অধ্যস্তের উপাদান হয়, তাই অধিষ্ঠানের জ্ঞান না হলে বা অধিষ্ঠানের সাক্ষাৎকার না হলে সেই অজ্ঞানের নিবৃত্তিও হবে না। অর্থাৎ অহংকারাবচ্ছিন্নচৈতন্যে স্বাপ্নগজাদি বিষয় অধ্যস্ত হলে জাগ্রদকালে অধিষ্ঠানের সাক্ষাৎকার না হওয়ায় স্বাপ্নগজাদির নিবৃত্তিও হবে না। ফলে স্বাপ্নবস্তুর অনুবৃত্তির আপত্তি হবে।[৩]

উত্তরে বেদান্ত-পরিভাষা গ্রন্থে বলা হয়েছে, কার্য বিনাশ দুপ্রকার, যথা-

১। বাধ ও ২। নিবৃত্তি। যখন উপাদানকারণের নাশে কার্যদ্রব্যের নাশ হয়, তখন তাকে বলে বাধ। আর, উপাদানের বিদ্যমান দশায় যখন কার্যের নাশ হয়, তখন তাকে বলে নিবৃত্তি। বাধের কারণ হল অধিষ্ঠানের সাথে সাক্ষাৎকার, আর

---

[৩]। পরিভাষাসংগ্রহ, পৃ-১০৪

"ননু গজাদেঃ শুদ্ধচৈতন্যাধ্যস্তত্বে ইদানীং তৎসাক্ষাৎকারাভাবেন জাগরণেঽপি স্বপ্নোপলব্ধ গজাদয়োঽনুবর্ত্তেরন্"।

নিবৃত্তির কারণ হল বিরোধী বৃত্তির উৎপত্তি বা দোষের নিবৃত্তি। যার উৎপত্তিতে যার বিনাশ ঘটে, তাকে বিরোধী বলে। এইস্থলে বিরোধী বৃত্তি বলতে সুষুপ্তিকালে সুখাকার ও সাক্ষাৎকারবৃত্তিকে এবং জাগ্রদকালের অহমাকারবৃত্তিকে বোঝানো হয়েছে যা স্বপ্নপ্রপঞ্চের নিবৃত্তি করে। যখন জাগ্রতকালে এই বৃত্তি উৎপন্ন হয় তখন স্বাপ্নগজাদি বিষয়ের কারণ দোষের নাশ হয়, ফলে স্বাপ্নবস্তুর নিবৃত্তি ঘটে এবং স্বাপ্নবস্তুর অনুবৃত্তি হয় না। কিন্তু এই জাগ্রতকালে অধিষ্ঠানরূপ জীবচৈতন্যের সাক্ষাৎকার না হওয়ায়, স্বাপ্নবস্তুর বাধ হয় না।

বিবরণকারের মতে, এই শুক্তিরজতাদি মূলাহবিদ্যার কার্য আর ইস্টসিদ্ধিকারের মতে, স্বাপ্নবস্তু তুলাবিদ্যার কার্য। যারা বলেন শুক্তিরজতাদি তুলাবিদ্যার কার্য, তাদের মতে, 'ইদং শুক্তি' এইরূপ অধিষ্ঠানের জ্ঞান রজতাদি প্রাতিভাসিক বিষয়ের নাশ ঘটে যায়। একই ভাবে, কিন্তু যারা বলেন শুক্তিরজতাদি মূলাবিদ্যার কার্য তাঁরা বলেন মূলঅধিষ্ঠান অর্থাৎ ব্রহ্মের জ্ঞান হলে যেমন প্রাতিভাসিক রজতাদির বাধ হয়ে যায় তেমন শুক্তিরূপ ব্যাবহারিক সত্তারও বাধ হয়ে যায়, একইভাবে ব্রহ্মের জ্ঞান হলে যেমন স্বাপ্নপ্রপঞ্চের বাধ হয়ে যায় তেমন স্বপ্ন ও জাগ্রতদশা, স্বাপ্নকর্তাও বাধ হয়ে যায়। সুতরাং মূলাবিদ্যার বিষয় ব্রহ্মই হল শুক্তিরজতের অধিষ্ঠান তেমন ব্রহ্মই হল স্বাপ্নবস্তুর অধিষ্ঠান।[৪]

---

[৪]। তত্রৈব

ব্রহ্মকে স্বাপ্নবস্তুর অধিষ্ঠান বললে আশঙ্কা হবে-

প্রথমতঃ ব্রহ্ম যদি স্বাপ্নপ্রপঞ্চের অধিষ্ঠান হন, তাহলে অধিষ্ঠানের সাক্ষাৎকার না হওয়া পর্যন্ত স্বাপ্নপ্রপঞ্চের নিবৃত্তি হবে না। নিয়ম হল- অধিষ্ঠানের জ্ঞান হলেই ভ্রমের নিবৃত্তি হয়। তাই জাগ্রদবোধ স্বাপ্নবস্তুর বাধক হয়। কিন্তু স্বাপ্নবস্তুর অধিষ্ঠান যদি ব্রহ্ম হন, তবে জাগ্রদবস্থায় ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার না হওয়ায় স্বাপ্নবস্তুর নিবৃত্তি কখনই হবে না। কারণ ব্রহ্মকে সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন ব্যক্তি শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা জেনে থাকেন। এছাড়া অন্য কোন উপায়ে ব্রহ্মকে জানা সম্ভব নয়। অধিকন্তু যদি স্বপ্নের অবাধ্যতার ভয়ে যদি বলা হয় যে অধিষ্ঠান চৈতন্যই জ্ঞান জীবের আছে, তাহলে যে কেবল স্বপ্নের উচ্ছেদ হবে তাই-ই নয়, সকল দ্বৈতপ্রপঞ্চের নিবৃত্তি হয়ে সদ্যমোক্ষেরও আপত্তি হবে।[৫] এই কারণে ব্রহ্মকে স্বাপ্নভ্রমের অধিষ্ঠান বলা সঙ্গত হয় না।

"উচতে। কার্য্য-বিনাশো দ্বিবিধঃ, কশ্চিদুপাদানেন সহ, কশ্চিৎ তু বিদ্যমান এবোপাদানে। আদ্যো বাধঃ, দ্বিতীয়স্তু নিবৃত্তিঃ। আদ্যোস্য কারণমধিষ্ঠান-সাক্ষাৎকারঃ, তেন বিনোপাদান-ভূতায়া অবিদ্যায়া অনিবৃত্তেঃ। দ্বিতীয়ে বিরোধি-বৃত্ত্যুৎপত্তির্দোষনিবৃত্তির্বা। তদিহ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারাভাবাৎ স্বাপ্ন-প্রপঞ্চ মা বাধিষ্ট"।

[৫] ।সিদ্ধান্তবিন্দু, পৃ-৪০৩-৪০৪ (কাশী সং)

"তথা হি- জাগ্রবোধন স্বপ্নভ্রমনিবৃত্ত্যভ্যুপগমাদধিষ্ঠানজ্ঞানাদের চ ভ্রমনিবৃত্তের্ব্রহ্মচৈতন্যস্য চাধিষ্ঠানত্বে সংসারদশায়াং তজজ্ঞানাভাবাত্, জ্ঞানে বা সর্বদ্বৈতনিবৃত্তের্ন জাগ্রৎবোধাৎস্বপ্ন নিবৃত্তিঃ স্যাৎ"।

দ্বিতীয়তঃ মূলজ্ঞানাবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচৈতন্যকে স্বপ্নাধ্যাসের অধিষ্ঠান বললে স্বাপ্নবস্তুর ব্যাবহারিকত্বের আপত্তি হবে। অর্থাৎ ব্রহ্মচৈতন্যে অধিষ্ঠিত আকাশাদি সর্বজনগ্রাহ্য বা ব্যাবহারিক বিষয়রূপে গণ্য হয়ে থাকে। তাই 'যে ঘট দেবদত্ত দেখেছিল সেই ঘট মৈত্র দেখছে' এমন প্রত্যভিজ্ঞা হয়। কিন্তু স্বাপ্নবস্তুও ব্রহ্মে অধিষ্ঠিত বললে সেও ব্যাবহারিক বিষয়রূপে গণ্য করতে হবে। কিন্তু স্বাপ্নবস্তুকে স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষ তাঁর নিদ্রাদিদোষজন্য দেখে থাকেন, তাই বলা হয় স্বপ্নাধ্যাসের কারণগুলি সাধারণ কারণ নয়, তারা অসাধারণ কারণ। যাঁর নিদ্রারূপ দোষ ঘটে, তাঁর কাছেই স্বাপ্নবস্তুর সৃষ্টি হয়, অন্যের কাছে নয়। স্বপ্নের ক্ষেত্রে প্রত্যভিজ্ঞার আকার হয়, 'তুমি স্বপ্নে যে গজ দেখেছিলে, আমি সেই গজ দেখিনি, কিন্তু অন্য গজ দেখেছি'। অর্থাৎ ব্যাবহারিককালের প্রত্যভিজ্ঞা ও স্বাপ্নকালের প্রত্যভিজ্ঞার আকার ভিন্ন। সুতরাং স্বাপ্নবস্তু সর্বজনগ্রাহ্য নয়। তাই তাদের ব্যাবহারিক বলা যায় না।[৬]

নারায়নী, পৃ-৫০৪

"তজজ্ঞানেতি- মূলাজ্ঞানবিষয়ত্বোপলক্ষিতব্রহ্মজ্ঞানাভাবাত্। শ্রবণাদিনিদিধ্যাসনান্তব্যাপারং বিনা তজজ্ঞানাসম্ভবদিতি ভাবঃ। জ্ঞানে বেতি। স্বপ্রকাশমাহাত্ম্যাদিনেতি শেষঃ। তথাচ জাগ্রৎস্বপ্নাদিব্যবস্থাপ্রসঙ্গ এবোচ্ছিদ্যেতেতি ভাবঃ"।

[৬] ।বিন্দুপ্রপাতটীকা, পৃ-১১১

"যথাকাশাদিঃ প্রপঞ্চ ঈশ্বরাধিষ্ঠানক ঈশ্বরকর্তৃকশ্চেতি স এক এব সকলজীবসাধারণঃ। অত এব য এব ঘটো দেবদত্তেন দৃষ্টঃ স এব ময়াপীতি প্রত্যভিজ্ঞাপি সংগচ্ছতে। তথা

এই আপত্তির উত্তরে সরস্বতীপাদ বলেছেন- ব্রহ্মকে স্বাপ্নবস্তুর অধিষ্ঠান বললে দোষ হয় না। কারণ প্রতিটি জীবের ভিন্ন ভিন্ন কামনা বাসনা ও অদৃষ্ট স্বপ্নাধ্যাসের কারণ হয়ে থাকে, স্বপ্নাধ্যাসের এই কারণগুলি অসাধারণ কারণ। বেদান্তসিদ্ধান্তে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি যে কার্যের কর্তা, সেই কার্যের অধিষ্ঠান। তাই স্বাপ্নবস্তুগুলি পরস্পর থেকে ভিন্ন এবং স্বাপ্নবস্তু ব্যাবহারিকবস্তু থেকেও ভিন্ন। ফলে স্বাপ্নবস্তুর অধিষ্ঠান ব্রহ্ম হলে তার ব্যাবহারিকত্বের আপত্তি হয় না। সুতরাং মূলাজ্ঞানাবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচৈতন্যকে স্বপ্নাধ্যাসের অধিষ্ঠান বলা যায়।[৭]

২

জীবচৈতন্য অধিষ্ঠানত্ব পক্ষ বিচার

প্রশ্ন হয় যে, জাগ্রৎকালে স্বপ্নভ্রমের নিবৃত্তি হলে স্বপ্নাধ্যাসের উপাদানের জাগ্রদ দশার দ্বারা নিবৃত্তি হওয়ায় পুনরায় স্বপ্ন হতে পারবে না। কারণ জীবের অবস্থাজ্ঞান যদি স্বপ্নাধ্যাসের অধিষ্ঠান হয়, তবে জাগ্রৎ জ্ঞানের দ্বারা অবস্থাজ্ঞানের বাধ হওয়ায় পুনরায় স্বপ্ন সৃষ্টি হবে না। কিন্তু শুক্তিরূপ অধিষ্ঠানের

স্বাপ্নিকপদার্থজাতস্যেশ্বরাধিষ্ঠানকত্ব ঈশ্বরকর্তৃকত্বে চ সতি তস্য সকলজীবসাধারণ্যং স্যাত্। ন তু তথা প্রত্যভিজ্ঞায়তে। প্রত্যুত ত্বয়া যঃ স্বপ্নে গজে দৃষ্টো ন স ময়া দৃষ্টঃ কিং ত্বন্য এবেতি প্রতীয়তে। ততঃ প্রতীতিশরণৌস্তস্য জীবাধিষ্ঠানকত্বমেবাঙ্গীকর্তৃত্বং ভবতি"।

[৭]। সিদ্ধান্তবিন্দু, পৃ- ১১১, (পুনা সং)

"আকাশাদিপ্রপঞ্চবৎসর্বসাধারণত্বাপত্তেশ্চ ন মূলাজ্ঞানাবচ্ছিন্নং ব্রহ্মচৈতন্যমধিষ্ঠানম্"।

দ্বারা রজতভ্রমের নিবৃত্তি হলেও পুনরায় শুক্তিতে রজত ভ্রম হয়ে থাকে। তাই জীবচৈতন্যকে কীভাবে স্বপ্নের অধিষ্ঠান বলা যায়?

উত্তরে মধুসুদন সরস্বতী তাঁর সিদ্ধান্তবিন্দু-তে বলেছেন-

প্রথমতঃ জাগ্রৎ দশায় প্রত্যাবর্তনের দ্বারা স্বাপ্নপ্রপঞ্চের নিবৃত্তি ঘটলেও পুনরায় স্বপ্ন দেখাতে কোন অসুবিধা হবে না, কারণ নিয়ম হল- 'যাবন্তি জ্ঞানানি তবন্তি অজ্ঞানানি'[৮] অর্থাৎ জ্ঞান যত প্রকার অজ্ঞানও তত প্রকার। একথা যে শুধু বৈদান্তিকগণ স্বীকার করেন তাই নয়, অন্যান্য দার্শনিকগণও স্বীকার করে থাকেন। যেমন বৈশেষিকগণ যত সংখ্যক জ্ঞান স্বীকার করেন তত সংখ্যকই জন্য জ্ঞানের প্রাগভাবও স্বীকার করেন। যেমন- ঘটের উৎপত্তির পূর্বে ঘটের প্রাগভাব, পটের উৎপত্তির পূর্বে পটের প্রাগভাব পরস্পর থেকে ভিন্ন। তবে ন্যায়- বৈশেষিকগণ অজ্ঞানকে অভাব পদার্থ বলে থাকেন; কিন্তু তার্কিক মতের সঙ্গে বিরোধিতার একটি অভিপ্রায়ে বেদান্তিগণ তাকে ভাব পদার্থ বলেন। সুতরাং বলা যায় যে, একবার শুক্তি জ্ঞান দ্বারা রজতভ্রমের নিবৃত্তি হলেও যেমন পুনরায় শুক্তিতে রজতভ্রম হতে পারে, তেমনই উত্থানের পর ব্যাবহারিক শরীরাদির

[৮] ।ইষ্টসিদ্ধি, পৃ- ৬৩-৬৪

জ্ঞানের দ্বারা জাগ্রৎকালে স্বাপ্নবস্তুর নিবৃত্তি হলেও পুনরায় স্বপ্নাধ্যাস হতে পারে। অতএব জীবচৈতন্যকে স্বপ্নাধ্যাসের অধিষ্ঠান বলা যায়।[৯]

দ্বিতীয়তঃ বৃহদারণ্যকোপনিৎ-এ বলা হয়েছে ৪।৩।১০ সংখ্যক শ্রুত বলেছেন- 'স হি কর্তা'। এখানে আপত্তি হতে পারে যে, উক্ত শ্রুতিতে জীবকে কর্তা বলা হয়েছে, একথা সত্য। কিন্তু তাতে জীবই যে স্বাপ্নবস্তুর অধিষ্ঠান তা প্রতিপাদিত হয় না। কারণ জীবকে কেবল কর্তা বলে মূলাজ্ঞানাবছিন্ন ব্রহ্মচৈতন্যকেও যদি স্বপ্নাধ্যাসের অধিষ্ঠান বলা হয়, তাহলেও কোন শ্রুতির বিরোধ হয় না। এই আপত্তির উত্তরে বলা যায় যেজে,

প্রথমতঃ মূলাজ্ঞানাবছিন্ন ব্রহ্মচৈতন্য অধিষ্ঠান হলে, তার প্রতি অজ্ঞান দ্বারা অবছিন্ন জীবের কর্তৃত্ব সম্ভব নয়। কারণ মূলাজ্ঞানাবছিন্ন ব্রহ্মচৈতন্য হলেন ঈশ্বর এবং জীব যদিও ঈশ্বরকে অনুমান বা শব্দের দ্বারা জেনে থাকেন, তথাপি যেভাবেই জানুন না কেন, সেই জ্ঞান হবে পরোক্ষ জ্ঞান, প্রতক্ষ জ্ঞান নয়। অর্থাৎ ঈশ্বর যদি স্বাপ্নবস্তুর অধিষ্ঠান হন, তবে তিনিই একমাত্র স্বাপ্নবস্তুকে সাক্ষাৎ বা প্রতক্ষভাবে জানতে পারবেন, তবে স্বাপ্নপদার্থের কর্তৃত্ব ঈশ্বরে আছে

---

[৯]। সিদ্ধান্তবিন্দু, পৃ- ১১৫-১১৬ (পুনা সং)
"যাবন্তি জ্ঞানানি তাবন্তেজ্ঞানানীতি চাভ্যুপগমাচ্ছুক্তিজ্ঞানেনেব ব্যাবহারিকসংঘাতজ্ঞানেনাজ্ঞান-নিবৃত্তাবপি পুনরপি কদাচিদ্-রজতভ্রম স্বপ্নোধ্যাসানুপপত্তিরিতি জীবচৈতন্যমেবাধিষ্ঠানমিতি পক্ষেন কোপি দোষঃ"।

এমন স্বীকার করা যাবে। কারণ যিনি কর্তা তাঁর কার্যের সাক্ষাৎ জ্ঞান থাকে, এটাই নিয়ম। এর ফলে জীবকে কেবল কর্তা ও ব্রহ্মচৈতন্যকে অধিষ্ঠান বললে জীবকর্তৃত্বপ্রতিপাদক শ্রুতির বিরোধ হয়। কারণ জীবকে যদি অধিষ্ঠান বলা হয় তবেই জীবের স্বাপ্নবস্তুর সাক্ষাৎ প্রতীতি সম্ভব হবে এবং জীবের কর্তৃত্ব প্রতিপাদক শ্রুতিরও বিরোধ হবে না। যেমন- শুক্তির সামান্যজ্ঞান অর্থাৎ চাকচিক্যাদি জ্ঞান জন্য শুক্তিরজতের ভ্রম হয়, আর ভ্রম নিবৃত্ত হলে শুক্তির বিশেষজ্ঞান হয়। তেমন স্বপ্নকালেও জীবের সামান্যজ্ঞান এবং জাগ্রৎ কালে জীবের বিশেষরূপে জ্ঞান বা মনোঽবচ্ছিন্ন জীবরূপে জ্ঞান হয়, অর্থাৎ স্বপ্নকালে জীবই হলেন স্বাপ্নবস্তুর অধিষ্ঠান।[১০]

---

[১০] ।বিন্দুপ্রপাতটীকা, পৃ-১১০-১১১

"স হি কর্তেতি। অত্র স ইতি তচ্ছব্দেন প্রাকরণিকস্য জীবস্য গ্রহণম্। স্বপ্নে জাগৃতিস্থা ইব রথাশ্চাদয়ো ন ভবন্তি তথাপি তাপ্নদার্থান্বাসনাময়াজ্জীবস্তদানীমুৎপায়তি যতস্তেষাং স জীবঃ কর্তেতি শ্রুত্যর্থঃ। ন চাস্যাং শ্রুতৌ জীবস্য কর্তৃত্বমাত্রং প্রতীয়তে ন ত্বধিষ্ঠানত্বম্। তথা চ মূলাজ্ঞানাবচ্ছিন্নস্য ব্রহ্মচৈতন্যস্যাধিষ্ঠানত্বেপি নৈ্তচ্ছ্রুতিবিরোধ ইতি বাচ্যম্। মূলাজ্ঞানাবচ্ছিন্নস্য ব্রহ্মচৈতন্যস্যাধিষ্ঠানত্বে তদজানতো জীবস্য কর্তৃত্বাসংভবাত্। মূলাজ্ঞানাবচ্ছিন্নং ব্রহ্মচৈতন্যং ঈশ্বরঃ। যদ্যপ্যনুমানেন শব্দেন চেশ্বরজ্ঞানং জীবস্য বিদ্যতে তথাপি তৎপরোক্ষং ন তু প্রত্যক্ষম্। ভ্রমপ্রত্যক্ষে চাধিষ্ঠানপ্রত্যক্ষমেবাপেক্ষ্যতে। তথা চ মূলাজ্ঞানাবচ্ছিন্নব্রহ্মচৈতন্য-মীশ্চরপদবাচ্যং যদি স্বাপ্নিকাধ্যাসাধিষ্ঠানং স্যাত্তর্হি স্বাপ্নপদার্থকর্তৃত্বমীশ্চরস্যৈবাঙ্গীকর্তৃব্যং স্যান্ন জীবস্যেতি জীবকর্তৃত্বপ্রতিপাদকশ্রুতিবিরোধঃ। জীবস্যাধিষ্ঠানত্বাঙ্গীকারে তু স্বস্য স্বপ্রত্যক্ষং বর্তত ইতি জীবস্য কর্তৃত্বোপপত্তিঃ। যথা শুক্তিকারজতভ্রমকালে শুক্তৌঃ সামান্যরূপেণেদংত্বেন

তৃতীয়তঃ কিন্তু অহংকারাবচ্ছিন্ন জীবচৈতন্যকে স্বপ্নের অধিষ্ঠান বললে আরো একটি আপত্তি হয়, অহংকারাবচ্ছিন্ন চৈতন্য সর্বদা অনাবৃত বা সর্বদা প্রকাশমান, যা সামান্যরূপে প্রকাশমান ও বিশেষরূপে অপ্রকাশমান, তাতেই রথাদির অধ্যাস হয়। কিন্তু অহংকারাবচ্ছিন্ন চৈতন্য সর্বদা সামান্য ও বিশেষরূপে প্রকাশমান হওয়ায় তাতে রথাদির অধ্যাস সম্ভব নয়। একথা পূর্বেও বলা হয়েছে।

এর উত্তরে সিদ্ধান্তবিন্দু-তে বলা হয়েছে, অজ্ঞান বা অবিদ্যা তিন প্রকার। যথা-

যা আবরণ ও বিক্ষেপশক্তিযুক্ত, ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা নাশ্য, ব্রহ্মাশ্রয় ও ব্রহ্মবিষয়ক, অনাদি ও ভাবরূপ যে অবিদ্যা, তাই মূলাবিদ্যা। যা আবরণবিক্ষেপশক্তিযুক্ত, ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন জ্ঞানের দ্বারা নাশ্য, মূলাজ্ঞানের সাথে অভিন্ন সোপাধিক চৈতন্যাশ্রিত ও সোপাধিক চৈতন্যবিষয়ক যে অবিদ্যা, তাই অবস্থাবিদ্যা এবং যা আবরণবিক্ষেপশক্তিযুক্ত, ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন জ্ঞানের দ্বারা নাশ্য, মূলাজ্ঞান থেকে ভিন্ন সোপাধিক চৈতন্যাশ্রিত ও সোপাধিক চৈতন্যবিষয়ক যে অবিদ্যা, তাই তুলাবিদ্যা। স্বপ্নকালে এই অবস্থা-অজ্ঞান অর্থাৎ যা অজ্ঞানের একটি অবস্থা বিশেষ, তাই রথ,গজ ইত্যাদির আকার ধারণ করে। ব্যবহারকালে ইন্দ্রিয়-সংঘাত দ্বারা যে

চাকচাক্যাদিরূপেণ চ জ্ঞানং বর্ততে ভ্রমনিবৃত্তিকালে তু বিশেষরূপেণ শুক্তিত্বেন তয়া জীবস্য স্বসামান্যজ্ঞানং স্বপ্নে বর্ততে। জাগৃতৌ তু বিশেষরূপেণ মনোবচ্ছিন্নত্বেনেতি ন কাপ্যনুপপত্তিঃ"।

জ্ঞান হয়, যথা- আমি মানুষ, আমার স্বামী আছে ইত্যাদি এটি সর্বজনসিদ্ধ প্রতীতি। যা অবস্থা-অজ্ঞানের সাথে এক নয়। কারণ জাগ্রৎকালে জীবের যে ব্যাবহারিক ঘটাদির জ্ঞান হয় তারা প্রসিদ্ধ পদার্থ, অর্থাৎ এই অবস্থায় উপলভ্যমান জগৎ-এর বাধ হয় না। কিন্তু স্বপ্নকালে জীবের যে বিষয়ের জ্ঞান হয় তারা প্রসিদ্ধ পদার্থ নয়, কারণ স্বপ্নকালে উপলভ্যমান জগৎ-এর জাগ্রৎকালে বাধ হয়ে যায়। সুতরাং বলা যায়, জীবাত্মার জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালে নিজস্বরূপের যে প্রতীতি হয়, তা এক নয়। কারণ জাগ্রৎকালে জীবাত্মার স্বরূপ অন্তঃকরণ-রূপ উপাধির সাথে যুক্ত থাকে, কিন্তু স্বপ্ন বা সুষুপ্তিকালে ইন্দ্রিয় বিরতব্যাপার থাকায়, অন্তঃকরণবৃত্তি সম্ভব হয় না। ফলে জীবাত্মার স্বরূপ অন্তঃকরণ-রূপ উপাধির সাথে যুক্ত থাকে না। অর্থাৎ এই অবস্থায় বৃত্তিরহিত অন্তঃকরণ উপাধি হয়ে থাকে। আর জাগ্রদবস্থায় সবৃত্তিক অন্তঃকরণ উপাধি হয়ে থাকে। জাগ্রদবস্থায় ‘আমি জেগে আছি’ এমন অনুভবের দ্বারা আত্মা নিজস্বরূপ উপলব্ধি করেন, আর স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় জাগ্রদবস্থায় অনুভূত স্বরূপের স্মরণ হয়। কারণ স্বপ্নকালে ‘আমি স্বপ্নাবস্থায় আছি’ এমন অনুভব হয় না। জাগ্রত ও স্বপ্নকালের মধ্যে এই বৈষম্যের জন্য জাগ্রদবস্থাকে অবস্থাজ্ঞান থেকে ভিন্ন অজ্ঞানাবস্থা বলা হয় এবং অবস্থাজ্ঞান দ্বারাই জাগ্রদবস্থার ‘আমি মানুষ’ এই স্বরূপ আবৃত হয়ে

থাকে। যেহেতু স্বপ্নে জীবের স্বরূপের অংশের অপ্রকাশ ঘটে বা আবৃত হয়ে পড়ে, তাই স্বপ্নপ্রপঞ্চের অধিষ্ঠান জীবই হবেন।[১১]

প্রশ্ন হয় যে, জাগ্রৎকালে স্বয়ংপ্রকাশ সাক্ষীর দ্বারাই অজ্ঞানের প্রকাশ ঘটে কিন্তু জাগ্রদবস্থায় ঘটপটাদি ব্যাবহারিক বিষয় বিষয়ক অজ্ঞান বা

---

[১১] ।সিদ্ধান্তবিন্দু, পৃ-১১১ (পুনা সং)

"ননু জীবচৈতন্যসানাবৃতত্বেন সর্বদা ভাসমানত্বাক্তথমধিষ্ঠানত্বম্ সত্যম্। তত্রাপি স্বপ্নাধ্যাসানুকূল-ব্যাবহারিকসংঘাতভানবিরোধ্যবস্থাহনাভ্যুপগমাত্"।

বিন্দুপ্রপাতটীকা, পৃ- ১১১

"ননু জীবেতি। অধ্যাসস্থলে হ্যধিষ্ঠানস্য কেনচিদংশেন প্রকাশেঅপ্রকাশশ্চেতি দ্বয়মপেক্ষ্যেতে। তত্রাধিষ্ঠানস্য যেনাংশেনাপ্রকাশ্যে ভ্রান্তিসময় উপযুজ্যতে তেনাংশেন প্রকাশশ্চ ভ্রান্তিনিবৃত্তিসময় উপযুজ্যতে। তত্র মূলাজ্ঞানাবচ্ছিন্নব্রহ্মচৈতন্যস্যাধিষ্ঠানত্বে মূলাজ্ঞানেনাবরণাত্তস্যাংশেনাপ্রকাশ উপপন্ন ভবেন্ন তু জাগৃতৌ তেনাংশেন প্রকাংশ উপপন্নো ভবতি। মূলাজ্ঞানস্য মো পর্যন্তমবস্থানাত্। মনোবচ্ছিন্নজীবচৈতন্যস্যাধিষ্ঠানত্বে তু তদ্বিপরীতম্। তত্রাধিষ্ঠানস্য প্রকাশ উপপদ্যতে ন ত্বপ্রকাশঃ। ন হি স্বয়মেব স্বস্যাপ্রকাশিতো ভবিতুমর্হতি। স্বদৃষ্ট্যা স্বস্যানাবৃতত্বাত্ ইত্যাশয়ঃ। তত্রাপীতি অবস্থাহজ্ঞানমজ্ঞানস্যাবস্থাবিশেষঃ। স চ স্বপ্নে যো ইস্ত্যশ্চাদিনামধ্যাস ভবতি তজ্জনকঃ। কিং চ ব্যাবহারিকস্য দেহেন্দ্রিয়াদিসংঘাতস্য যদ্ভানমহংমনুষোহং চক্ষুষ্মানিমে মদীয়াঃ স্ত্রীপুত্রাদয়োয়ং ঘট ইত্যাদিকা সর্ববিধা প্রতীতিস্তদ্বিরোধী। এতোদৃশমবস্থাহজ্ঞানং জাগ্রদবস্থাগতাদজ্ঞানাদন্যদবশ্যমভ্যুপেতব্যম্। অন্যথা জাগৃতৌ স্বপ্নে চ যো বিশেষ উপলম্ভতে স নোপপদ্যোত। জাগৃক্তালীনো হি জগজ্জীবৌ যদৃশৌ প্রসিদ্ধৌ ন তৌ তাদৃশাবেব স্বপ্নকালে উপলম্ভতে। জাগৃতাবুপলভ্যমানং জগন্ন কস্যাংচিদব্যবস্থায়াং বাধ্যতে। স্বপ্নে সুষুপ্তৌ চ যদ্যপি তন্নোপলভ্যতে তথাপি জাগৃতাবুপলভ্যমানং জগন্মিথ্যা ইত্যেবং অদনুসংধানং স্বপ্নে ন ভবতি। নাপি চ সুষুপ্তৌ। স্বপ্নাবস্থায়ামুপলভ্যমানং জগন্তু জাগ্রদবস্থায়াং বাধ্যতে। বাধশ্চ তত্র ন কেবলমপ্রতীতিরূপঃ। কিং তু স্বপ্ন উপলভ্যমানং জগন্মিথ্যা-ইত্যেবং তদনুসংধানং জাগৃতৌ ভবতি। এবং জীবাত্মনঃ স্বরূপং হ্যন্তঃকরণোপাধিযুতম্। তচ্চান্তঃকরণং বিধাত্রয়েণো-পার্ধিভবতি। সাবাসনং সবৃত্তিকং চান্তঃকরণং জাগৃতাবুপাধিঃ। বৃত্তিরহিতং সবাসনমন্তঃকরণং স্বপ্ন উপাধিঃ"।

মূলাজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না কেন? অর্থাৎ জাগ্রদবস্থাতেও 'আমি অজ্ঞ' ইত্যাদি আকারে আমাদের জ্ঞান হয়, এই জ্ঞানই প্রমাণ করে যে আমার অজ্ঞান আছে।

এর উত্তরে সরস্বতীপাদ বলেছেন, অজ্ঞান সাক্ষিভাস্য। সাক্ষী-রূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারাই অজ্ঞানের সিদ্ধি হয়। কারণ ঘটপটাদি বিষয়ের অজ্ঞান নাশের জন্য অন্তঃকরণবৃত্তি প্রয়োজন হয়। এই অন্তঃকরণবৃত্তি বাহ্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই অন্তঃকরণবৃত্তি দ্বারাই প্রমাতৃচৈতন্যের সঙ্গে বিষয়চৈতন্যের সম্বন্ধ ঘটে। কিন্তু অজ্ঞান শব্দ,স্পর্শ, ইত্যাদি বিলক্ষণ। অজ্ঞানের সাথে বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধই সম্ভব নয়। তাই বলা হয়, সাক্ষী হলেন অজ্ঞানের গ্রাহক, অর্থাৎ অজ্ঞান ও সাক্ষীর মধ্যে গ্রাহ্য-গ্রাহকভাব সম্বন্ধ বিদ্যমান। সাক্ষী নিজেকেও প্রকাশ করেন এবং নিজের গ্রাহ্য অজ্ঞানকেও প্রকাশ করেন। সুতরাং সাক্ষী কখনই অজ্ঞানের নাশক হতে পারেন না। যে প্রমানের দ্বারা জানা যায় যে সাক্ষী অজ্ঞানের ধারক, সেই প্রমাণের দ্বারাই জানা যায় সাক্ষী অজ্ঞানের নাশক হতে পারে না। যদি সাক্ষীকে অজ্ঞানের নাশক বলা হন তাহলে যেকালে তিনি সকল অজ্ঞানের নাশক হবেন, সেকালে সে নিজেরও নাশক হবেন, কিন্তু তা সম্ভব নয়। কারণ সাক্ষিরূপ

ব্রহ্ম নিত্য। সুতরাং জাগ্রৎকালে সাক্ষীর অহমাকার প্রকাশ ঘটলেও তিনি অজ্ঞানের গ্রাহক হতে পারেন, এর বিরোধ হয় না।[১২]

পূর্বপক্ষী পুনরায় আপত্তি করেছেন যে, 'অহং মনুষ্যঃ' এই প্রকার ব্যাবহারিক অজ্ঞানের দ্বারা স্বাপ্নিক অবস্থাজ্ঞানের নাশ হলে, পরের দিন আবার কেন স্বপ্নাবস্থার প্রাপ্তি হয়? উত্তরে বলা হয়েছে জ্ঞান যেমন অনেক; অজ্ঞানও বহু একথা আগেও বলা হয়েছে। সুতরাং শুক্তিরজতের ভ্রমকালে একটি স্থলে একটি ব্যাবহারিক শুক্তি দ্বারা যেমন একটি রজতের ভ্রম নিবৃত্ত হলও, অন্যকোন স্থানে শুক্তির অজ্ঞান দ্বারা রজতভ্রম উৎপন্ন হতে পারে, একইভাবে স্বপ্নকালেও 'অহং মনুষ্যঃ' রূপ ব্যাবহারিক জ্ঞানের দ্বারা একটি স্বপ্নিক অবস্থাজ্ঞান নিবৃত্ত

---

[১২] ।সিদ্ধান্তবিন্দু, পৃ-১১৫ (পুনা সং)

সাক্ষিণশ্চাবিদ্যানিবর্তকত্বাভাবোঽবিদ্যাসাধকত্বেনৈব ধর্মিগ্রাহকমানসিদ্ধ ইতি ন কিংচিদবদ্যম্।

বিন্দুপ্রপাতটীকা, পৃ-১১৫

ননু জাগ্রদবস্থারম্ভে সাক্ষী স্বয়ং প্রকাশিতে ভুত্বাহমংশং প্রকাশয়তি। তয়া চ তেন সাক্ষিপ্রকাশেন ব্যাবহারিকস্য ঘটপটাদিতত্তদ্ব্যক্তিবিশেষাবরকস্য বিশেষাজ্ঞানস্য মূলাজ্ঞানস্যচ নিবৃত্তিঃ কুতো ন ভবতীতি চৈতনাহ-সাক্ষিণ ইতি। অহমজ্ঞ ইতি প্রত্যক্ষপ্রমাণেনাজ্ঞানং সিদ্ধতি। অজ্ঞানং চ সাক্ষিভাস্যম্। ন তু ঘটাদিবদন্তঃকরণবৃত্তিভাস্যম্। প্রত্যক্ষজ্ঞানেন্তঃকরণবৃত্তে-র্বাহিরিন্দ্রিয়তন্ত্রত্বাত্। অজ্ঞানস্য চ শব্দস্পর্শাদিবিলক্ষণত্বেণ তস্য কেনাপি বহিরিন্দ্রিয়েন সাকং সংবন্ধাসংভবাৎ। ততস্থাহশাজ্ঞানগ্রাহকঃ সাক্ষ চ তেনৈব প্রত্যক্ষপ্রমাণেন সিদ্ধো ভবতি। অজ্ঞানসাক্ষিণেগ্রাহ্যগ্রাহকমাবাবগাহিনোক্তপ্রত্যক্ষপ্রমাণেন চ সাক্ষিণেঽজ্ঞাননিবর্তকত্বমজ্ঞানস্য সাক্ষিস্বরূপপ্রকাশানিবর্ত্যত্বং চ সিধ্যতি। তথা চ ধর্মিণঙ্গানস্য সাক্ষিণশ্চ গ্রাহকং যৎপ্রমাণংতদেব তন্নিষ্টস্যোক্তধর্মদ্বয়স্য গ্রাহকং ভবতি, উক্তধর্মদ্বয়ানঙ্গীকারে কেবলধর্মিস্বরূপ-স্যোক্তপ্রত্যক্ষপ্রমাণেন সাধনাসংভাবাত্"।

হলেও, পুনরায় অন্য স্বপ্নিক অবস্থাজ্ঞান দ্বারা স্বপ্নভ্রম সৃষ্টি হতেই পারে। সুতরাং বলা যতে পারে যে, জীবচৈতন্যই হল স্বপ্নাধ্যাসের অধিষ্ঠান। এই জীবচৈতন্যকে যারা স্বপ্নের অধিষ্ঠান বলে তারা হলেন প্রথম পক্ষ। আর দ্বিতীয় পক্ষ বলেন, ব্রহ্মনচৈতন্য হল স্বপ্নাধ্যাসের অধিষ্ঠান।

৩

মনোঽবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচৈতন্যের অধিষ্ঠানত্ব পক্ষ বিচার

সরস্বতীপাদ সিদ্ধান্তবিন্দু গ্রন্থে বলেছেন, 'মনোঽবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচৈতন্যমেব বাঽধিষ্ঠানম্', অর্থাৎ প্রতিবিম্বিত স্বরূপ জীবের থেকে পৃথক বিম্বভূত যে ব্রহ্মচৈতন্য তিনি মনোঽবচ্ছিন্ন হয়ে স্বপ্নাধ্যাসের অধিষ্ঠান-এমনও একটি পক্ষ হতে পারে। অবচ্ছেদবাদীগণ জীবের এই স্বরূপের সমর্থক হওয়ায় তাঁদের মতে মনোঽবচ্ছিন্ন জীবচৈতন্যই স্বপ্নাধ্যাসের অধিষ্ঠান। অনেকে এই পক্ষকে স্বপ্নাধ্যাসের তৃতীয় পক্ষ বলে থাকেন। অপরদিকে প্রতীবিম্ববাদিগণ মনে করেন, জীবচৈতন্যই স্বপ্নাধ্যাসের অধিষ্ঠান। কিন্তু যা আংশিক আবৃত তা-ই অধিষ্ঠান হয়ে থাকে। ব্রহ্মচৈতন্য মূলাজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হওয়ায় তাতে স্বপ্নাধ্যাস হোক্, কিন্তু মনোঽবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচৈতন্য সর্বদা অনাবৃত হওয়ায় তা কীভাবে স্বপ্নাধ্যাসের অধিষ্ঠান হবে?

এই প্রশ্নের সমাধানে বলা হয়েছে, যেমন জীবচৈতন্যের অধিষ্ঠানত্ব পক্ষে বলা হয়েছে জীব অবস্থাজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হওয়ায় তা স্বপ্নাধ্যাসের অধিষ্ঠান হতে পারে, একইভাবে মনোঽবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচৈতন্যকে যাঁরা অধিষ্ঠান বলে মনে করেন তারা বলেন মনোঽবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচৈতন্য আসলে জীবচৈতন্য-এর একটি স্বরূপ হওয়ায়, তা অবস্থা অজ্ঞান দ্বারা আবৃত থাকায় স্বপ্নাধ্যাসের অধিষ্ঠান হতে পরেন।

পূর্বপক্ষী বলেন, ইদন্তার দ্বারা প্রতিভাসমান শুক্তির সাথে রজতের তাদাত্ম্যবশতঃ যেমন 'ইদং রজতম্' এই প্রকারের জ্ঞান হয়। একইভাবে অহন্তার সাথে তাদাত্ম্যবশতঃ স্বাপ্নিকবস্তু যথা- 'অহম্ রথ', 'অহম্ গজ' ইত্যাদির অহন্তাকার জ্ঞান হবে। কিন্তু তা হয় না, বরং 'অয়ং রথ' এইরূপ স্বাপ্নবস্তুর প্রতীতি হয়। আবার যদি মূলাজ্ঞানবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচৈতন্যকে স্বপ্নাধ্যাসের অধিষ্ঠান বলা হয়, তবে যেহেতু মূলাজ্ঞানাবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচৈতন্যে অহন্তার প্রতিভাস হয় না অর্থাৎ মূলাজ্ঞানাবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচৈতন্যকে যাঁরা অধিষ্ঠান বলেন তাঁরা স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের 'অহং গজ' এইরূপ প্রতীতি হয়, এমন বলেন না। তবে এই পক্ষের সমস্যা হল, মূলাজ্ঞানাবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচৈতন্য-রূপ অধিষ্ঠানে ইদন্তার প্রতিভাসই হয় না। ফলে 'অয়ং গজ' এইরকম প্রতীতি হওয়ার কোন সম্ভনায় নেই। অতএব পূর্বপক্ষী বলতে চান, মনোঽবচ্ছিন্ন জীবচৈতন্য বা মূলাজ্ঞানাবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচৈতন্য, ইদং-রূপ

যে প্রতীয়মান বাহ্য অর্থ সেই অর্থের অধিষ্ঠান হতে পারে না। অর্থাৎ 'অয়ং গজ' এর অধিষ্ঠান মনোঽবচ্ছিন্ন জীবচৈতন্য বা মূলাজ্ঞানাবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচৈতন্য কেউই হতে পারে না।

এইরূপ পূর্বপক্ষীর উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেছেন, প্রথমপক্ষে অহংকার শুক্তির ন্যায় অধিষ্ঠানের অবচ্ছেদক। এই কারণে ভ্রমের আকারটি 'শুক্তি হল রজত' এইরূপ হয় না। একইভাবে স্বপ্নাধ্যাসস্থলেও 'আমি গজ' এমন ভ্রমের আকার হবে না। 'শুক্তি' এইরূপ জ্ঞানের মত 'আমি' এইরূপ জ্ঞান স্বাপ্নভ্রমের বিরোধী। শুক্তিরজতস্থলে ভ্রমের অবিরোধী ইদমংশটিই ভ্রমে ভাসমান হয়ে থাকে।[১৩] অর্থাৎ সংযোগ সম্বন্ধে ভূতল ঘটের অধিষ্ঠান হয়ে থাকে। ঠিক এই ভাবে সংযোগাদি সম্বন্ধে অধ্যাসের অধিষ্ঠানতাকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। যে রূপে গৃহের মধ্যভাগ আবৃত হয়ে অন্ধকারের অধিষ্ঠান হয়, সেইভাবেই অধ্যাসের অধিষ্ঠানও আবৃত হয়েই অধিষ্ঠান রূপে বর্ণিত হয়। অধ্যাসস্থলে অধ্যাসের অধিষ্ঠান যে স্বরূপে আবৃত থাকে সেই স্বরূপটিই অধিষ্ঠানের অবচ্ছেদক। শুক্তিতে রজতাধ্যাসস্থলে শুক্তিত্ব হল অধিষ্ঠানের অবচ্ছেদক। রজতসংস্কার সহকৃত অবিদ্যা রজত বিরোধী

---

[১৩]। সিদ্ধান্তবিন্দু, পৃ- ১১৮, (পুনা সং)

ন আদ্যে পক্ষেঽহঙ্কারস্য শুক্তিবদধিষ্ঠানাবচ্ছেদকত্বাভাবাচ্ছুক্তি রজতমিতিবদহং গজ ইতি ন ভ্রমাকারপ্রসঙ্গঃ। আহমিতি জ্ঞানস্যেয়ং শুক্তিরিতি জ্ঞানস্যেব ভ্রমবিরোধিত্বাত্। ইদমাংশস্য চ ভ্রমাবিরোধিন এব তত্র ভানাভ্যুপগমাত্।

অধিষ্ঠানগত শুক্ত্যংশকে আবৃত করলেও রজতের অবিরুদ্ধ অধিষ্ঠানগত ইদমংশকে আবৃত করে না। এই অধিষ্ঠানাবচ্ছেদক শুক্তিত্ব অধ্যাসকালে আবৃত থাকে। এই কারণে যতক্ষণ পর্যন্ত অধ্যাস থাকে ততক্ষণ শুক্তিত্বের প্রতীতি হয় না। একইভাবে 'জীবচৈতন্য অধিষ্ঠান' এই পক্ষে অহংত্বই অধিষ্ঠানের অবচ্ছেদক। এই অহংত্ব অপ্রতীতিযুক্ত, কারণ অধিস্থানভূত জীবচৈতন্যগত 'অহমংশ' গজাদি সংস্কারের বিরোধী। অবিদ্যাস্বীয় সহকারীভূত অহংকারের অবিরোধী যে অধিষ্ঠান, তার স্বরূপকে আবৃত করে না। এই কারণে রজতভ্রমে অধিস্থানভূত শুক্তিগত ইদমংশ রজতসংস্কারের বিরোধী হয় না। অতএব 'ইদং রজতম্' এইভাবে ইদমংশের প্রতীতি হয়।[১৪]

---

[১৪]। বিন্দু প্রপাতটীকা, পৃ-১১৮

অধিষস্থানবচ্ছেদকত্বাদিতি। অধ্যাসস্যাধিষ্ঠানং চ ন সংযোগাদিনা ঘটস্য ভুতলবত্। কিং ত্বাব্রিয়মাণত্বেনান্ধকারস্য গর্ভাগারবত্। তথা চাধ্যাসে সতি তদধ্যাসাধিষ্ঠানং যেন স্বরূপেণাবৃতং ভবতি তদধিষ্ঠানাবচ্ছেদকম্। যথা শুক্তৌ রজতাধ্যাসে শুক্তিত্বমধিষ্ঠানবচ্ছেদকম্। রজতসংস্কসহকৃতা হ্যাবিদ্যা রজতবিরোধিনমধিষ্ঠানগতং শুক্ত্যংশমাবৃণোতি ন ত্ববিরুদ্ধমধিষ্ঠানগতমিদংমশম্। তচ্চাধিষ্ঠানবচ্ছেদকং শুক্তিত্বমধ্যাসে সতি আবৃতত্বাদ্যাবদধ্যাসং ন ভাসতে। তথাত্র জীবচৈতন্যমধিষ্ঠানমিতি পক্ষেঽহংত্বমধিষ্ঠানাবচ্ছেদকমিতি তদপ্রতীতির্যুক্তোব। অধিস্থানভুতজীবচৌতন্যগতাহমংশস্যগজাদিসংস্কারবিরুদ্ধত্বাত্। অবিদ্যা চ স্বসহকারিভুততত্তৎ সংস্কারাবিরোধিনো য়েঽধিষ্ঠানগতা অংশাস্তদ্বৈশিষ্ট্যেনাবৃণেতি। তথা চ ভ্রমেপ্যধিষ্ঠানভুতশক্তিগতেদমংশস্য রজতসংস্কারাবিরুদ্ধত্বাদিদং রজতমিত্যেবমিদমংশপ্রতীতি-র্ভবত্যেব।

পূর্বপক্ষী আপত্তি করে বলতে পারেন, সিদ্ধান্তী কথিত রীতি অনুসারে অধিষ্ঠানভূত জীবচৈতন্যগত অহমংশ গজাদি সংস্কারের বিরোধী হয়। এই হেতু অহমংশের প্রতীতি না হোক্, কিন্তু 'অয়ং গজঃ' এই প্রকার অধ্যস্ত গজের সামানাধিকরণ্যের দ্বারা ইদমংশের যে প্রতীতি হয়ে থাকে সেই প্রতীতিও হবার কথা নয়, কারণ মতভেদে স্বপ্নাধ্যাসের অধিষ্ঠান জীবচৈতন্য অথবা ব্রহ্মচৈতন্য উভয়ই যথার্থ হলেও উভয় পক্ষেই অধিষ্ঠানভূত চৈতন্যে ইদমংশের অভাব আছে। এইরূপ প্রতিবাদের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেছেন, স্বপ্নে 'গজঃ' ইত্যাকার জ্ঞানের ন্যায় 'অয়ং' এই জ্ঞান ও কল্পিত।[১৫] অভিপ্রায় এই 'ইদং রজতম্' এই প্রাতিভাসিক প্রতীতিস্থলে রজতাংশ মাত্র অধ্যস্ত, ইদমংশটি অধিষ্ঠানভূত শুক্তিগত হয়েই ভাসামান হয়। কিন্তু স্বপ্নে 'অয়ং গজঃ' এইরূপ প্রতীতি হয় না। এইস্থলে গজাংশ এবং ইদমংশ উভয়ই অধ্যস্ত। এই পূর্বপক্ষী কথিত এই আপত্তি আমাদের স্পর্শ করবে না।[১৬]

---

[১৫]। সিদ্ধান্তবিন্দু, পৃ-১১৮ (পুনা সং)

স্বপ্নে তু গজ ইত্যাকারবদয়মিত্যাকারোপি কল্পিত।

[১৬] ।বিন্দুপ্রপাতটীকা, পৃ-১১৮

ননূক্তরীত্যাধিষ্ঠানভুতজীবচৈতন্যগতাহমংশস্য গজাদিসংস্কারবিরোধিত্বাত্তস্য প্রতীতির্মাভুন্নাম। পরং ত্বয়ং গজ ইত্যেবমধ্যস্তগজাদি সামানাধিকরণ্যেনেদমংশস্য যা প্রতীতির্জয়তে। সা নোপপদ্যতে। স্বপ্নাধ্যাসধিষ্ঠানং মতমেদেন জীবচৈতন্যং ব্রহ্মচৈতন্যং বাস্তু। পক্ষদ্বয়ে—ধিষ্ঠানভুতে চৈতন্য ইদমংশস্যাভাবাদিতি চেত্তত্রাহ-স্বপ্নেত্বিতি। যথেদং রজতমিতি

পূর্বপক্ষী পুনরায় আপত্তি করছেন, এই ভাবে যদি ইদমংশ ও গজাংশ উভয়ে কল্পিত হয়, তাহলে উভয়ে মিথ্যা হবে। আর উভয়ই যদি মিথ্যা হয় তাহলে উভয়ই বাধিত হয়ে যাবে। আর উভয়ই যদি বাধিত হয়, তাহলে শূন্যবাদের প্রসক্তি হবে। কিন্তু এইরূপ আক্ষেপও অদ্বৈতপক্ষে প্রসর নয়। কারণ 'অয়ং', 'গজঃ' এই দুটি বাধিত হলেও অধিষ্ঠানভূত চৈতন্যের বাধ কোথাওই না হওয়ায় শূন্যবাদের প্রসঙ্গ নেই।[১৭] ভ্রান্তব্যাক্তির যে প্রতীতি হয় সেই প্রতীতির কোন অংশ ভ্রম নিবৃত্তির উত্তরকালে অবশিষ্ট থাকে এই বিষয়ে কোন প্রমাণ নেই।[১৮]

আপত্তি হতে পারে, যদি জাগ্রদবস্থায় 'ইদং রজতম্' এই ভ্রম এবং স্বপ্নাবস্থায় 'অয়ং গজ' এই ভ্রমে দুই ধরনের ব্যাখ্যা স্বীকার করা হয় তবে ভ্রমের দ্বৈরূপ্যপ্রসঙ্গ হবে। এর উত্তরে আমরা বলব সংক্ষেপশারীর-কে বলা হয়েছে "

প্রাতিভাসিকরজতপ্রতীতিস্থলে রজতাংশঅমাত্রমধ্যস্তমিদংশস্ত্বধিষ্ঠয়ানভুতশুক্তিগত এবাব ভাসতে ন তথা স্বপ্নেঽয়ং গজ ইত্যত্র। তত্র গজাংশ ইদমংশশ্চেতি দ্বয়মপি অধ্যস্তমেবেতি নানুপপত্তিঃ।

[১৭] ।সিদ্ধান্তবিন্দু, পৃ-১১৮, (পুনা সং)

"উভাকারবাধেঽপ্যধিষ্ঠানভুতচৈতন্যস্যাবাধান্ন শূন্যবাদ প্রসঙ্গঃ"।

[১৮] ।বিন্দুপ্রপাতটীকা, পৃ-১১৮-১১৯

"নন্বেবং দ্বয়োরজ্যংশয়োং কল্পিতত্বে সতি তয়োরসত্যত্বাদ্ দ্বয়োরপি বাধে ন কিঞ্চিদবশিষ্ঠেত। তথা চ শূন্যবাদপ্রসঙ্গ ইতি চেত্তত্রাহ-আভয়াকারেতি। ভ্রান্তস্য যপ্তরিস্ফুরিত তদ্গতমেব কিঞ্চিদ্ ভ্রমনিবৃত্ত্যুত্তরমবশিষ্টমপেক্ষ্যত ইতি নিয়মে প্রমাগং নাস্তীতি ভাবঃ"।

অধ্যস্তমেব হি পরিস্ফুরিত ভ্রমেষু"।[১৯] অর্থাৎ ভ্রমে আরোপিত বস্তু প্রকাশিত হয়। সুতরাং এই ন্যায় বলে এটাই সিদ্ধ হয় যে শুধু স্বপ্নেই নয় জাগ্রদবস্থাতেও শুক্তিতে যে ইদমাকার জ্ঞান হয় তার থেকে ভিন্ন প্রতীতি সিদ্ধ রজতেও ইদমাকারের প্রতীতি স্বীকার করতে হবে।[২০]

পূর্বপক্ষী বলতে পারে যে, এইভাবে ইদমংশ যদি মিথ্যা হয় তাহলে অধ্যাসের সিদ্ধিই হবে না। এর উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেছেন, যে মতে শক্তিতে ইদমংশের প্রতীতি স্বীকৃত হয়, সেই মতেও ইদমংশের সত্যত্ব অধ্যাসের প্রযোজক হয় না, অধিষ্ঠানের সত্যত্বই প্রযোজক হয়। সেই সকল স্থলেই অধিষ্ঠান অজ্ঞাত। শুক্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের মত স্বপ্নেও সাক্ষিচৈতন্য সর্বদাই বিদ্যমান।[২১] এই সকল কথা আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্বপ্নের স্বরূপ আলোচনাবসারে বলেছি।

---

[১৯] ।সংক্ষেপশারীরক-১/৩৬

[২০] ।সিদ্ধান্তবিন্দু, পৃ-১১৯, (পুনা সং)

"জাগ্রদশায়ামপি শুক্তীদংকারবিলক্ষণস্য প্রতীতিকস্যৈব রজতদংকারস্য ভানাভ্যুপগমাৎ চ"।

[২১] ।সিদ্ধান্তবিন্দু, পৃ-১১৯, (পুনা সং)

"শুক্তিদমংশভানপক্ষেপি নেদমংশসত্যত্বমধ্যাসে প্রযোজকম্। কিং ত্বধিষ্ঠানসত্যত্বম্। অধিষ্ঠানং চ তত্রাজ্ঞাতংশুক্তিচৈতন্যমিবাত্রাপি সাক্ষিচৈতন্য বিদ্যত এব ইতি"।

বিন্দুপ্রপাতটীকা, পৃ-১১৯

যদিও অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন জীবচৈতন্য স্বপ্নাধ্যাসের অধিষ্ঠান এটাই সরস্বতী-পাদ সম্মত প্রথমপক্ষ, মূলাজ্ঞানাবচ্ছিন্ন ব্রহ্ম অধিষ্ঠান এটি দ্বিতীয় পক্ষ এবং অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচৈতন্য এটি তৃতীয়পক্ষ। তথাপি দ্বিতীয় ও তৃতীয় পক্ষে অবচ্ছেদককৃতভেদ আছে, কিন্তু অবচ্ছেদ্যের কোন ভেদ নেই। ফলে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পক্ষকে একত্র করে চিন্তা করা যায়। অথবা এমনও চিন্তা করা যায় যে প্রথম ও তৃতীয় পক্ষে বিম্ব-প্রতিবিম্বের ভেদ দ্বারা অবচ্ছেদ্যের ভেদ হলেও অবচ্ছেদক অন্তঃকরণের ঐক্য থাকায় প্রথম ও তৃতীয় পক্ষেরও ঐক্য সম্ভব।[২২] এই অভিপ্রায়েই সরস্বতীপাদ বললেন, "তস্মাৎ ন পক্ষদ্বয়েঽপি কাপি অনুপপত্তিঃ"।[২৩]

৪

'নন্বেবমিদমংশস্যাপ্যসত্যত্বেঽধ্যাস এব ন সিধ্যতীতি চেদ্ ভ্রান্তোসি। বস্তুতোধিষ্ঠানস্য সত্যত্বং হ্যধ্যাসে প্রযোজকং, ন তু ভ্রমাবস্থায়াং প্রতীয়মানস্যাওধিষ্ঠানগতস্য কস্যচিদংশস্য সত্যত্বং তত্র প্রযোজকং প্রমাণা ভাবাত্। তদাহ-শুক্তিদমংশেতি ।

[২২]। তত্রৈব

যদ্যপ্যন্তঃকরণাবচ্ছিন্নং জীবচৈতন্যং স্বপ্নাধ্যাসাধিষ্ঠানমিতি প্রথমঃ পক্ষো মূলাজ্ঞানাবচ্ছিন্নং ব্রহ্মচৈতন্যং তদধিষ্ঠানমিতি দ্বিতীয়োন্তঃকরণাবচ্ছিন্নং ব্রহ্মচৈতন্যমিতি তৃতীয়ঃ পক্ষ ইত্যেবং পক্ষত্রয়ং প্রাক্প্রদর্শিতং তথাপি দ্বিতীয়তৃতীয়পক্ষয়োরবচ্ছেদকমেদেপ্যবচ্ছেদ্যমেদাভাবেন। তয়োঃ পক্ষয়োরৌক্যমাদায় পক্ষদ্বয়োক্ত্যুপপত্তির্বোধ্যা। অথ বা তৃতীয়প্রথমপক্ষয়োরবচ্ছেদ্যস্য বিম্বপ্রতিবিম্বমেদেন মেদেপ্যবচ্ছেদকস্যান্তঃকরণসৌক্যাত্তয়োঃ পক্ষৌয়োরৌক্যমাদায় তদুপপত্তিঃ।

[২৩] ।সিদ্ধান্তবিন্দু, পৃ-১১৯ (পুনা সং)

স্বপ্নাধ্যাসের অধিষ্ঠানবিষয়ে বিবরণকারের মত

পঞ্চপাদিকারের মতে অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন জীবচৈতন্যই স্বপ্নাধ্যাসের অধিষ্ঠান। এই পক্ষের সূচনা করতেই তিনি বলেছেন- "তদহি নিদ্রাদি দোষোপপ্লুতং মনোঽদৃষ্টাদিসমুদ্বোধিতসংস্কারবিশেষং সহকার্যনুরূপং মিথ্যার্থবিষয়ং জ্ঞানমুৎপাদয়তি। তস্য চ তদবচ্ছিন্নাপরোক্ষচৈতন্যস্থাবিদ্যাশক্তিরালম্বনতয়া বিবর্ততে"।[২৪] এই পঞ্চপাদিকা পংক্তির ব্যাখ্যায় বিবরণকার বলেছেন, যে বস্তুটি ভ্রমে বিশেষ্যরূপে আলম্বন বা বিষয় হয়, তাকেই অধিষ্ঠান বলে। ভ্রম যে অবস্থাতেই হোক্ না কেন, অর্থাৎ জাগ্রদবস্থার ভ্রম-ই হোক্ বা স্বপ্নাবস্থার, সমস্ত অবস্থাতেই অন্তঃকরণবৃত্তির দ্বারা বিশেষিত চৈতন্যই অধিষ্ঠান হবে। অভিপ্রায় এই, যখন আমাদের শুক্তিতে রজতভ্রম হয়, তখন আমরা শুক্তিখন্ডটিকেই রজতাধ্যাসের অধিষ্ঠান বলে মনে করি। আসলে কিন্তু শুক্তি অধিষ্ঠান নয়। এই শুক্তিটি অধিষ্ঠান চৈতন্যের বিশেষণভূত যে বৃত্তি, সেই বৃত্তির কারণ ইন্দ্রিয়সংযোগের আশ্রয় বলেই আমরা বাহ্য শুক্তিতিকেই অধিস্থানরূপে নির্দেশ করে থাকি। শুক্ত্যাদি বাহ্যাধিষ্ঠানের সঙ্গে সংসৃষ্ট চৈতন্যস্থ অবিদ্যাশক্তি

[২৪] ।পঞ্চপাদিকা, পৃ-৬৬

বাহ্যাধিষ্ঠাসংসৃষ্ট রজতাকারে বিবর্তিত হয়। ফলে শুক্ত্যবচ্ছিন্নচৈতন্যই রজতাদির আলম্বন হয়।[২৫]

শুক্ত্যাদি বাহ্যবস্তুর স্থলে তদবচ্ছিন্ন চৈতন্যই না হয় অধিষ্ঠান হয়। কিন্তু স্বাপ্নগজাদির ক্ষেত্রে কী হবে? কারণ, এই স্বাপ্নগজাদি অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের দ্বারা প্রকাশিত এই কথা বলা যাবে না। কারণ স্বপ্নে অন্তঃকরণের সঙ্গে চৈতন্যের সম্বন্ধই হতে পারে না। গজাদি অন্তঃকরণযুক্ত যদি হয়, তাহলে গজাদির অধিষ্ঠান চৈতন্যের সঙ্গে অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের অভেদ কল্পনা করতে হবে। কিন্তু স্বপ্নস্থলে এই বাস্তব অভেদের প্রতীতি হয়- এমন কথা বলা যায় না। যদি এমনটি স্বীকার করা হয়, তাহলে বলতে হবে চৈত্রের অন্তঃকরণে যে অন্তঃকরণধর্ম সুখাদি আছে, তার অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার মৈত্রের হোক্। কেবল তাই-ই নয়, জাগ্রৎ কালেও চক্ষুরাদি প্রমাণ ছাড়াই ঘটাদির প্রতীতির প্রসঙ্গ হবে।[২৬]

---

[২৫] ।পঞ্চপাদিকাবিবরণ, পৃ- ১৮০-১৮১

"তথা জাগরণেঽপি বাহ্যাধিষ্ঠানাংশসংসৃষ্টান্তঃকরণাবচ্ছিন্নতয়া বাহ্যাধিষ্ঠানসংসৃষ্টচৈতন্যস্থাবিদ্যা-শক্তি বাহ্যাধিষ্ঠানসংসৃষ্টরজতাদ্যাকারেণ বিবর্তিতে ইতি শুক্তিকাদ্যবচ্ছিন্নং চৈতন্যং রজতাদ্যালম্বনমিতি বাহ্যালম্বনং রজতাদি কথ্যতে"।

[২৬] ।ভাবপ্রকাশিকা, পৃ-১৮১,

কেউ বলতে পারেন, ঘটাদিতে অজ্ঞানাবরণ থাকে বলেই জাগ্রদবস্থায় প্রমাণবৃত্তি ব্যতিরেকে ঘটাদির প্রকাশ হয় না। এখন, ইন্দ্রিয়বৃত্তি না হওয়া পর্যন্ত যদি ঘটাদিতে অজ্ঞানাবরণ স্বীকৃত হয়, তাহলে স্বপ্নেও ইন্দ্রিয়ব্যাপার উপশান্ত থাকে বলে স্বাপ্নদৃষ্টপদার্থেরও অজ্ঞানাবরণ স্বীকার করতে হবে। এতে স্বপ্নে কোনও বস্তুরই প্রকাশ হবে না।[২৭]

কেউ বলতে পারেন, অবিদ্যাবৃত্ত্যবচ্ছিন্নচৈতন্যই সাক্ষী। এই সাক্ষীই স্বপ্নের অধিষ্ঠান। কিন্তু এই মতও সঙ্গত নয়। কারণ যিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে অপরোক্ষরূপে বিষয়টিকে জানছেন, তিনিই সাক্ষী। অবিদ্যাবৃত্ত্যবচ্ছিন্নচৈতন্যকে সাক্ষী বললে জাগ্রদাদি সর্বাবস্থাতেই তাঁর অবস্থান স্বীকার করতে হবে। এখন জাগ্রদবস্থাতেও যদি অবিদ্যাবৃত্তির দ্বারা অবচ্ছিন্নচৈতন্য থাকে, তাহলে প্রমাণাভাব বশতঃ ঘটাদির সাক্ষিভাস্যত্বাভাবপ্রসঙ্গ

"নন্বেবং সতি কথং স্বপ্নস্য ভা অন্তঃকরণাবচ্ছিন্নচৈতন্যভাস্যত্বম্, তস্য তৎসম্বন্ধাভাবাত্। ন চ গজাদ্যধিষ্ঠানচৈতন্যস্যান্তঃকরণবচ্ছিন্নচৈতন্যেন বাস্তবাভেদসত্ত্বাত্ প্রতীতিরিতি বাচ্যম্। পুরুষান্তরান্তঃকরণতদ্ধর্মসুখাদেরপ্যপরোক্ষত্বপ্রসঙ্গাত। এবং জাগ্রত্যপি প্রমাণং বিনা ঘটাদিপ্রতীতিপ্রসঙ্গঃ"।

[২৭]। তত্রৈব

"ন চ ঘটাদিকর্মাযদ্যাবৃতমিতি ন প্রকাশত ইতি বাচ্যম্। স্বপ্নেঽপি ঘটাদেস্তদাবরণপ্রসঙ্গাত্"।

হবে। কেবল তাই নয়, বিষয়ভেদে সাক্ষিভেদেরও প্রসঙ্গ হবে।[২৮] এই সব মত যে যুক্তিযুক্ত নয়, সেই কথা প্রকাশ করতেই পঞ্চপাদিকাকার বলেছিলেন- 'তস চ তদবচ্ছিন্নাপরোক্ষচৈতন্যস্থাবিদ্যাশক্তিরালম্বনতয়া বিবর্ততে' ইত্যাদি । আসলে, স্বপ্নেও দেহমধ্যে নিদ্রাদি দোষের সঙ্গে যে অন্তঃকরণবৃত্তি উৎপন্ন হয়, সেই বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত বা অভিব্যক্ত যে বৃত্ত্যবচ্ছিন্নচৈতন্য, তাতে অবস্থিত যে অবিদ্যা, সেই অবিদ্যা অদৃষ্টের দ্বারা সম্যকরূপে উদ্বুদ্ধ হলে নানা বিষয়ক সংস্কারের সঙ্গে মিলিত হয়ে স্বাপ্ন গজাদিতে পরিণত হয়।[২৯] ফলে দেখালেন যে, সাক্ষাৎভাবেই হোক্ বা কোনও অবচ্ছেদক নিমিত্ত করেই হোক্, সর্বত্র ঐ এক চৈতন্যই ভ্রমের আলম্বন হয়ে থাকে, এমন কথা সমর্থন করাই যুক্তিযুক্ত।[৩০]

পুজ্যপাদ নৃসিংহাশ্রম এই সব পঞ্চপাদিকা ও বিবরণ পংক্তির ব্যাখ্যা করার পর বলেছেন, অন্তঃকরণের দ্বারা উপহিত চৈতন্যই স্বপ্নাধ্যাসের অধিষ্ঠান।

---

[২৮] ।তত্রৈব, পৃ- ১৮১-১৮২

"ন চাবিদ্যাবৃত্ত্যব্যচ্ছিন্নচৈতন্যং সাক্ষি তদেব স্বপ্নাধিষ্ঠানমিতি বাচ্যম্। জাগ্রতি ঘটাদিপ্রমাদশায়াং তৎসত্ত্বে প্রমাণভাবেন ঘটাদেঃ সাক্ষিভাস্যত্বাভাবপ্রসঙ্গাত্ প্রতিবিষয়ং সাক্ষিভেদপ্রসঙ্গাচ্চ"।

[২৯] ।পঞ্চপাদিকাবিবরণ, পৃ-১৮০,

"স্বপ্নপ্রপঞ্চবিপরীতপ্রমাত্রাদিবিজ্ঞানসাধনস্যান্তঃকরণস্যা নিদ্রাদিদোষর্পূবানুভবসংস্কারসহিতস্য সংপ্রতিপন্নকারণত্রিতয়ত্বাত্ যুক্তং স্মৃতিরূপং ভ্রান্তিজ্ঞানমিত্যাহ-তদিহ নিদ্রাদিদোষোপপ্লুতং ইতি"।

[৩০] ।তত্রৈব, পৃ-১৮১

"সর্বত্র তু চৈতন্যমেব সাক্ষাদ্বা অন্যাবচ্ছিন্নতয়া বা বিপ্রমালম্বনমিতি যুক্তঃ"।

তাঁর মতে এটাই টিকাকারের অভিপ্রায় ছিল- "তস্য চ তদবচ্ছিন্নাপরোক্ষ-চৈতন্যস্থাবিদ্যাশক্তিঃ ইতি, অন্তঃকরণেনাবচ্ছিন্নচৈতন্যস্থাবিদ্যাশক্তিরিতি চ টীকা বিবরণগ্রন্থাজ্ঞামন্তঃকরণোপহিতচৈতন্যমেব স্বপ্নাধিষ্ঠানমুপেয়ম্"।[৩১] স্বপ্নপ্রপঞ্চের অধিষ্ঠান যে দেহাবচ্ছিন্ন অহংকার নয়, কিন্তু চৈতন্যই, সেই কথা প্রতিপাদন করতেই বিবরণকার বলেছেন- "নিষ্কৃষ্টাহঙ্কারং চৈতন্যমাত্রমাত্মানমাদায় চৈতন্য চ চিৎসামানাধিকরণ্যাবভাসাং সর্বত্রাঙ্গীকৃত্য..."।[৩২] অর্থাৎ অহংকার যেখান থেকে নির্গত হয়েগেছে, সেই চৈতন্যমাত্র আত্মাকে গ্রহণ করে বিষয়ের সাথে চৈতন্যের সামাণাধিকরণ্যের অবভাস সর্বত্রই অঙ্গীকার করতে হবে। এখানে বিবরণকারের অভিপ্রায় হল যেহেতু শ্রুতি বলেছেন সবই ব্রহ্ম সেহেতু সংসারে আত্মা ও অনাত্মা বলে দ্বিবিধ বস্তু থাকতেই পারে না। চৈতন্য অনন্ত বলে সে এক হয়ে অভ্যন্তর ও বাহ্য সমস্ত বস্তুর সঙ্গে মিলিত হয়েই বিরাজমান থাকে। তাই যে চৈতন্য আন্তর বলে ব্যবহৃত হয় সেই চৈতন্যই বাহ্য বলেও ব্যবহৃত হয়।[৩৩] উক্ত বিবরণবাক্য থেকে বোঝা যায় যে স্বপ্নাধ্যাসের অধিষ্ঠান চৈতন্য হলেও মন কিন্তু

---

[৩১]। ভাবপ্রকাশিকা, পৃ-১৮২

[৩২]। পঞ্চপাদিকাবিবরণ, পৃ-১৮১

[৩৩]।বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ-২, পৃ-১২

"বিমতং বিষয়াবচ্ছিন্নং চৈতন্যম্ অহঙ্কারাবচ্ছিন্নচৈতন্যাদ্বস্তুতো ন ভিদ্যতে
উপাধিপরামর্শমন্তরেণাবিভাব্যমানভেদত্বাদ্ যথা ঘটাকাশে মহাকাশাৎ। এবঞ্চ সতি
শরীরাপেক্ষয়াঽন্তর্বহির্বিভাগং কত্বাঽহং নাহমিত্যাত্মানাত্মব্যবহারোঽহঙ্কারোপাধিকোঽবগন্তব্যঃ।
অন্তর্বহির্ব্যাপ্তিশ্চ একস্যাপি চৈতন্যস্যানন্তত্বাদ্ প্রপদ্যতে"।

তার বিশেষণ নয়। বুস্তুতঃ এখানে বুঝতে হবে চৈতন্য স্বপ্নভ্রমের অধিষ্ঠান হলে স্বপ্নাবস্থায় আমাদের যে রকম প্রতীতি হয়, তার আকার 'ইহা ঘট'', 'ইহা পট' এই রকম না হয়ে 'আমি ঘট', 'আমি পট' এমন হওয়া উচিত। শুক্তিরজত অধ্যাসস্থলেও সেই ভ্রমপ্রতীতির আকার হয় 'ইহা রজত', সুতরাং স্বাপ্নভ্রমের অধিষ্ঠান কোন বাহ্যপদার্থ না হয়ে, চৈতন্যরূপ আন্তর পদার্থ হয় এবং সেই চৈতন্যই যদি অহং পদার্থ হয় তাহলে সমস্ত স্বাপ্নপ্রতীতিতেই অহমর্থের প্রকাশ হওয়ায় উচিত। ফলে সমস্ত স্বাপ্নপ্রতীতি 'এটি ঘট' এমন না হয়ে 'আমি ঘট' এমনই হবে।[৩৪] এখানে বুঝতে হবে, 'অহং নীলমিতি' এই আপত্তি থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যই বিবরণকার 'নিষ্কৃষ্টাহঙ্কারচৈতন্যমাত্রয়' ইত্যাদি বলেছেন।[৩৫]

মন যেমন স্বপ্নাধ্যাসের বিশেষণ হয় না, তেমন স্বপ্নাধিষ্ঠান চৈতন্যের উপাধিও হয় না- এমন কী বলা যায়? কারণ আমরা আগেই দেখেছি যে পঞ্চপাদিকাকার বলেছেন মনের দ্বারা অবচ্ছিন্ন অপরোক্ষ চৈতন্যে স্থিত অবিদ্যাশক্তি মিথ্যা বিষয়কে আলম্বন করে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। এই

---

[৩৪] ।তত্রৈব, পৃ- ৯

"ননু স্বপ্নভ্রমস্যাত্মচৈতন্যং চেদাধিষ্ঠানং তদা২ধ্যস্যমানসামানাধিকরণ্যেনেদং রজতময়ং সর্প ইতিবদহং নীলমহং পীতমিত্যাদিরূপেণ প্রতীয়ান্ন ত্বিদং নীলমিত্যাদিপুরোদেশসংবন্ধেন"।

[৩৫] ।বিবরণোপন্যাস, পৃ- ৮৮

"অত্র 'নিষ্কৃষ্টাহঙ্কারচৈতন্যমাত্রম্' ইতি বিবরণবাক্যেণ স্বপ্নাধিষ্ঠানচৈতন্যং প্রতি মনসো বিশেষণত্বং নিষিদ্ধ্যতে, অহং নীলমিতি ডাননিরাসায়া"।

পঞ্চপাদিকা বাক্যের ব্যাখ্যায় বিবরণকার বলেছেন- "নিদ্রাদিদোষসংস্কা-রোপপ্লুতেনান্তঃকরণেন মিথ্যাধ্যাসনিমিত্তকারণেনাবচ্ছিন্নচৈতন্যস্থা অবিদ্যাশক্তিঃ পুষ্কলনিমিত্তকারণসংসর্গা- দধ্যাসং প্রতি পুষ্কলকারণতামাপদ্যমানা মিথ্যার্থালম্বনাকারেণ বিবর্ততে"।[৩৬] অর্থাৎ নিদ্রাদিদোষ এবং সংস্কার সহ অন্তঃকরণ স্বপ্নাধ্যাসের নিমিত্ত হয়ে থাকে। সেই মনের দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্যস্থ অবিদ্যাশক্তি সমস্ত কারণ সন্নিধান বশতঃ মিথ্যা বিষয়াকারে বিবর্তিত হয় এখানে বিবরণকার পরিস্কারভাবে বলেছেন যে অধিষ্ঠানের অবচ্ছেদক হল মন। সুতরাং তাঁর পূর্বাপর বক্তব্যের মধ্যে পরস্পর বিরোধ দেখা যায় বলে বিবরণোপন্যাসকার মন্তব্য করেছেন।[৩৭] বস্তুত স্বপ্ন যদি অনুপহিত চৈতন্যে আশ্রিত হয়, তাহলে 'স্বে শরীরে যথাকামম্'[৩৮] প্রভৃতি বৃহদারণ্যক শ্রুতি বিরোধ হবে, কারণ শ্রুতি বলেছেন 'স্বে শরীরে' অর্থাৎ নিজ শরীরে। এই উক্তির সাবচ্ছিন্নের অধিষ্ঠানত্বেরই সূচক। পুনরায় মনের দ্বারা অবচ্ছিন্ন আত্মার স্বাপ্নজ্ঞান হয়- একথা তখনই বলা সম্ভব হবে, যদি মনের সাথে সম্বন্ধ স্বীকৃত হয়, অন্যথা

---

[৩৬] ।পঞ্চপাদিকাবিবরণ, পৃ-১৮০

[৩৭] ।বিবরণোপন্যাস, পৃ-৮৮

"ন তু উপাধিত্বমপি নিষিদ্ধ্যতে, 'তদবচ্ছিন্নচৈতন্যস্থাবিদ্যাবিবর্তঃ স্বপ্নপ্রপঞ্চঃ' ইতি টীকায়া 'অন্তঃকরণেন অবচ্ছিন্নে' ত্যাদিস্বব্যাখ্যানেন চ বিরোধাত্"।

[৩৮] ।বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ২/১/ ১৮

নয়।[৩৯] এই বিচারের পর বিবরণোপন্যাসকার বিবরণ- কারের অভিপ্রায় প্রকাশ করতে বললেন- "তস্মাত্ স্বপ্নে ঘটঃ স্ফুরতীতি চৈতন্য- তদাত্ম্যানুভবাত্ চৈতন্যমেবাঽধিষ্ঠানং, তস্যোপধির্মনোরুপাহঙ্কারঃ, ন বিশেষণম্, অয়ং ঘট ইতি অহঙ্কারাত্ পৃথকত্বেন বিচ্ছেদাবভাসাদিতি"।[৪০] অর্থাৎ স্বপ্নে 'ঘট প্রকাশিত হচ্ছে'- এটি হল চৈতন্যের সঙ্গে বিষয়ের তাদাত্মানুভব। ফলে চৈতন্যকেই অধিষ্ঠান বলতে হবে। কিন্তু মনরূপ অহঙ্কার সেখানে চৈতন্যের উপাধি, বিশেষণ নয়। মন যে বিশেষণ নয়, তার কারণ হল 'এটি ঘট' এই স্বপ্ন প্রতীতিস্থলে বিষয়টি অহংকারের সঙ্গে পৃথক হয়েই ভাসমান হয়।

---

[৩৯] ।বিবরণোপন্যাস, পৃ-৮৮

"স্বপ্নস্য অনুপহিতচৈতন্যস্থত্বে 'স্বে শরীরে যথাকামম্' ইতি শ্রুতিবিরোধশ্চ;
মনোবচ্ছিন্নাত্মবেদ্যত্বাসম্ভবাশ্চ, সম্বন্ধা্ঽভাবাত্"।

[৪০] ।তত্রৈব, পৃ-৮৮

চতুর্থ অধ্যায়

স্বপ্নের উপাদান

আমরা পূর্বের তিনটি অধ্যায়ে যথাক্রমে স্বপ্নের লক্ষণ, স্বপ্নের স্বরূপ এবং অধিষ্ঠান বিষয়ে আলোচনা করেছি। এখন এই স্বপ্নের উপাদান কী তার আলোচনা করা হচ্ছে। আলোচ্য অধ্যায়ের তিনটি অনুচ্ছেদ। অজ্ঞান বা অবিদ্যায় যে স্বপ্নের পরিণামী উপাদান তা প্রথম অনুচ্ছেদে আলোচিত হবে। স্বপ্নের উপাদান অজ্ঞান মিথ্যা বলে, সেই মিথ্যা অজ্ঞানের কার্যও মিথ্যা হবে। এই কারণে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের মিথ্যাত্ব বিচার করা হবে। অনন্তর তৃতীয় অনুচ্ছেদে স্বপ্নে অধ্যাস লক্ষণের সমন্বয় প্রদর্শিত হবে।

১

অজ্ঞানই স্বপ্নের উপাদান

স্বপ্নের উপাদান কী হতে পারে , এই বিষয়ে পূর্বপক্ষী প্রথমেই আশঙ্কা করে বলেছেন, স্বাপ্নরথাদির অধ্যস্তত্ব যুক্তিযুক্তই নয়। যেহেতু তার কোন পরিণামী উপাদান দৃষ্ট হয় না। অভিপ্রায় এই আত্মা বা অন্তঃকরণ কেউই এর পরিণামী উপাদান হতে পারে না। আত্মা নিরবয়ব এবং কূটস্থ বলে তাঁর কোন পরিণাম অদ্বৈতসিদ্ধান্ত অঙ্গীকৃত হয়নি। ফলে আত্মা স্বাপ্নরথাদির পরিণামী

উপাদান হতে পারে না। অন্তঃকরণও পরিণামী উপাদান নয়, কারণ প্রথমতঃ স্বাপ্নরথাদির অপেক্ষায় অন্তঃকরণের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প। দ্বিতীয়তঃ এদের আশ্রয় পরস্পর ভিন্ন, অর্থাৎ রথাদি হল বাহ্য এবং অন্তঃকরণ হল আন্তর। সুতরাং স্বপ্নের কোন উপাদানই নেই।[১]

এর উত্তরে অদ্বৈতবাদী স্বাপ্নগজাদি সাক্ষাৎভাবেই মায়ার পরিণাম। বর্তমান প্রসঙ্গে 'সাক্ষাৎ' পদটির দুটি অর্থ হতে পারে- অবয়বাদি পরিণাম ব্যতীত অথবা অন্তঃকরণবৃত্তি ব্যতীত। অদ্বৈতমতে, আত্মা স্বাপ্নগজাদির পরিণামী উপাদান হতে পারেন না যেহেতু তিনি অপরিণামী। পূর্বপক্ষী পূর্বেই বলেছেন যে অন্তঃকরণও এর পরিনামী উপাদান নয়। বস্তুত আমাদের মতেও কোন আন্তরবস্তু কোন বাহ্যবস্তুর উপাদান হতে পারে না। সুতরাং মায়া বা অজ্ঞানকেই এর উপাদান বলতে হবে।[২] ব্যাবহারিক ঘটাদির সৃষ্টিতে মায়া কপাল প্রভৃতিকে অপেক্ষা করে থাকে। কিন্তু স্বাপ্নরথাদির সৃষ্টিতে মায়া সেইভাবে অবয়ব

---

[১] ।পরিভাষাসংগ্রহ, পৃ-১০৩

"নন্বেবমপি স্বাপ্নরথাদীনামধ্যাস্তত্বং নৈব যুক্তং, পরিণাম্যুপাদানাভাবাত্। ন চাত্মা পরিণাম্যুপাদানম্, নিরবয়বস্য তস্ব কূটস্থস্য পরিণামাযোগাত্। নাপ্যন্তঃকরণং, স্বাপ্নরথাদ্যপেক্ষয়া পরিমাণত্বাত্, ভিন্নদেশত্বাচ্চরথাদীনাং বাহ্যত্বাদন্তঃকরণস্যোপাদানস্য চান্তরত্বাদিতি"।

[২] ।বেদান্তপরিভাষা, পৃ-১০৩

"স্বাপ্নগজাদয়ঃ সাক্ষান্মায়াপরিণামা ইতি কাচিত্"।

পরিণামকে অপেক্ষা করে না। একটি ঘট নষ্ট হয়ে গেলেও যেমন কপাল-কপালিকা ইত্যাদির উপলব্ধি হয়, তেমনভাবে কিন্তু স্বাপ্নগজাদির নাশে তার উপলব্ধি হয় না। অধিকন্তু যদি কখনও স্বপ্নের গজাদির অবয়বের উপলব্ধি হয়, সেই অবয়বগুলিকেও তৎকালোৎপন্ন এবং আবিদ্যকই বলতে হবে। অবয়ব পরিণাম ব্যতীরেকে মায়ার এই যে পরিণাম তাই হল সাক্ষাৎ পরিণাম।[৩]

যে মতে দেহ মধ্যস্ত অহংকারাদির দ্বারা অনবচ্ছিন্ন চৈতন্যই স্বপ্নের অধিষ্ঠান সেই মতে সেই অধিষ্ঠান যদি অনভিব্যক্ত হয়, তাহলে তা স্বপ্নের অধিষ্ঠানই হতে পারে না। নিয়ম হল- অধিষ্ঠান মাত্রকেই অভিব্যক্ত হতে হবে। কিন্তু স্বপ্নে যেহেতু অন্তঃকরণবৃত্তি কাজ করে না, সেই হেতু বুঝতে হবে অধিষ্ঠানের অভিব্যক্তি অন্তঃকরণবৃত্তি ব্যতীত স্বতঃই হয়েছে। অহংকারাদির দ্বারা অনবচ্ছিন্ন চৈতন্যে অজ্ঞানের আবরণ স্বীকৃত হয় না।[৪] সুতরাং এটা স্পষ্ট যে চৈতন্যে আশ্রিত স্বতঃঅভিব্যক্ত অজ্ঞান গজাদির পরিণামে অন্তঃকরণবৃত্তিকে

---

[৩] ।।পরিভাষাসংগ্রহ, পৃ-১০৩

"যথা হি ব্যাবহারিক-ঘটাদিসৃষ্টাবজ্ঞানং কপালাদ্যবয়বাদিকমপেক্ষতে, কপালাদিপরিণাম-ক্রমেনৈব ঘটাদিপরিণামোদয়াত্, অন্যথা ঘটাদিনাশে কপালাদীনামনুপলব্ধিপ্রসঙ্গাত্। ..... নবং স্বাপ্নরথাদিসৃষ্টাবজ্ঞানং তদবয়বাদিকমপেক্ষতে, স্বাপ্নরথাদীনাং নাশে তদবয়বাদীনামনুপলব্ধেঃ। যশ্চ কদাচিত্ তদবয়বোপলম্ভঃ, সোঽপি তদৌবোৎপন্নঃ প্রাতিভাসিক ইতি ভাবঃ"।

[৪] ।সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ, পৃ-৩৩৯ (কাশী সংস্করণ)

"..... স্বতোঽপরোক্ষমহঙ্কারাদ্যনবচ্ছিন্নং চৈতন্যং তদধিষ্ঠানম্"।

অপেক্ষা করে না। অন্তঃকরণবৃত্তির হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে মায়ার এই যে পরিণাম, তাই সাক্ষাৎ পরিণাম।[৫]

২

স্বাপ্নসৃষ্টির মিথ্যাত্ব সিদ্ধি

এযাবৎ বিচারের দ্বারাই এটি সিদ্ধ হল যে, স্বপ্নের অধিষ্ঠান যাই হোক্ না কেন, তার উপাদান কিন্তু মিথ্যা অজ্ঞানই এই বিষয়ে সকল অদ্বৈতাচার্যই একমত। উপাদান অজ্ঞান মিথ্যা বলে, সেই উপাদান অজ্ঞানের কার্যও যে মিথ্যা হবে তা বলাই বাহুল্য। এই অনুচ্ছেদে আমরা বেদান্তশাস্ত্রের ন্যায়প্রস্থান অবলম্বনে স্বপ্নের মিথ্যাত্ব প্রদর্শন করব।

পূর্বপক্ষ মতে স্বাপ্নদৃষ্ট পটাদি প্রাতিভাসিক নয়, কিন্তু ব্যাবহারিক। তাঁদের বক্তব্য হল-

---

[৫] ।পরিভাষাসংগ্রহ, পৃ-১০৩

"যদা সাক্ষাদিতি। অন্তঃকরণবৃত্তি বিনেত্যর্থঃ। প্রতন্মতে যদ্যপ্যহঙ্কারাদ্যনবচ্ছিন্ন চৈতন্যং দেহান্তরেব। স্বাপ্নপ্রপঞ্চস্যাধিষ্ঠানং, তথাপ্যনভিব্যক্তং তন্নাধিষ্ঠানম্, অভিব্যক্তস্যৈবাধিষ্ঠান-ত্বনিয়মাত্ । সা চাভিব্যক্তিরন্তঃকরণবৃত্তি বিনৈব স্বতঃ। স্বাপ্নপ্রপঞ্চাধ্যাসাধিষ্ঠানস্যাহঙ্কারা-দ্যনবচ্ছিন্নচৌতন্যস্যাপ্যনাবৃতত্বাভ্যুপগমাত্"

প্রথমতঃ "রথান্ রথ যোগান্ পথঃ সৃজতে"[৬] প্রভৃতি শ্রুতিতে বলা হয়েছে "রথ অশ্ব ও পথ সকল সৃজন করেন"। অর্থাৎ স্বপ্নকালে রথাদি সকল পদার্থ সৃষ্ট পদার্থ। "সঃ হি কর্তা"[৭] প্রভৃতি শ্রুতি বলে থাকেন তিনিই কর্তা। যা কর্তা দ্বারা সৃষ্ট তাই সত্তাযুক্ত। যেমন- ঘট, পট ইত্যাদি। একইভাবে স্বাপ্নপদার্থ কর্তা কর্তৃক সৃষ্ট হওয়ায় তারও ব্যাবহারিক সত্তা, স্বীকার করতে হবে। আবার শ্রুতিতে বলা হয়েছে, "ন তত্র রথাঃ ন রথযোগাঃ ন পন্থানঃ ভবন্তি"[৮] অর্থাৎ স্বপ্নকালে যে রথ, অশ্ব, পথ দৃষ্ট হয় তা সেখানে থাকে না। তাই সংশয় হয়, একইসাথে রথাদির সৃষ্টির কথাও বলা হয়েছে আবার তৎকালে রথাদি সেখানে থাকে না এও বলা হয়েছে। সুতরাং প্রশ্ন হল, স্বপ্নকালীন পদার্থ সৃষ্টি সত্য নাকি মিথ্যা?[৯]

দ্বিতীয়তঃ পূর্বপক্ষী অনুমান প্রয়োগ করেছেন- স্বপ্নার্থঃ সত্যঃ প্রজ্ঞানির্মিত্বাৎ আকাশাদিবৎ"। অর্থাৎ স্বাপ্নপদার্থ সত্য কারণ তা প্রজ্ঞারূপ ঈশ্বর

---

[৬] ।বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৪/৩/১০

[৭]। তত্রৈব

[৮] ।তত্রৈব

[৯] ।শারীরকমীমাংসাভাষ্য,৩/২/১,পৃ-৮৬-৮৭

ইদম্ আমনন্তি- "সঃ যত্র প্রস্বপিতি" ইতি উপক্রম্য " ন তত্র রথাঃ ন রথযোগাঃ ন পন্থানঃ ভবন্তি, অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে" ইত্যাদি। তত্র সংশয়ঃ – কিং প্রবোধে ইব স্বপ্নেঽপি পারমার্থিকী সৃষ্টিঃ, আহোস্বিৎ মায়াময়ী ইতি।

কর্তৃক সৃষ্ট। যেমন- আকাশাদি। "যঃ এষঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষঃ নির্ম্মিমাণঃ"[১০] প্রভৃতি প্রকরণ প্রমাণে বলা হয়েছে কাম্য বস্তুর নির্মাতা প্রজ্ঞারূপ ঈশ্বর।[১১] এই স্থলে 'কাম' শব্দের অর্থ ইচ্ছা বিশেষ।[১২] সুতরাং তিনি সমস্ত লোকে আশ্রিত এবং তাকে কেউ অতিক্রম করতে না পারায় আকাশাদি প্রাজ্ঞ ঈশ্বর সৃষ্টই বলতে হবে। একই ভাবে তিনি স্বপ্নেরও আশ্রয় হওয়ায় স্বাপ্ন বস্তুও প্রাজ্ঞরূপ ঈশ্বর সৃষ্ট বলতে হয়।[১৩] বিভিন্ন শ্রুতিতে বলা হয়েছে, "অথো খলু আহুঃ জাগরিতদেশঃ এব অস্য এষঃ ইতি যানি হ্যেব জাগ্রৎ পশ্যতি তানি সুপ্ত"[১৪] অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থা আত্মার জাগরিত দেশ। কারণ জাগ্রদকালে যে সকল বস্তু তিনি দর্শন করেন, নিদ্রিত হয়েও সেই সকল বস্তুই তিনি দর্শন করেন, সুতরাং স্বপ্ন ও

---

[১০] ।কঠোপনিষৎ ২/২/৮

[১১] । শারীরকমীমাংসাভাষ্য, ৩/২/২, পৃ- ৮৮

প্রাজ্ঞং চ এনং নির্ম্মাতারং প্রকরণবাক্যশেষাভ্যং প্রতীমঃ।

[১২] । তত্রৈব

কামশব্দেন ইচ্ছাবিশেষাঃ এব উচ্যেরন্।

[১৩] ।শারীরকমীমাংসাভাষ্য, ৩/২/২ পৃ-৮৯

"... তস্মিংল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদুনাত্যেতি কশ্চন" ইতি। প্রাজ্ঞকর্ত্তৃকা চ সৃষ্টিঃ তথ্যরূপা সমাধিগতা জগরিতাশ্রয়া। তথা স্বপ্নাশ্রয়াপি সৃষ্টিঃ ভবিতুম অর্হতি"।

[১৪] । বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৪/৩/১৪

জাগরণ-এর কর্তা এক হওয়ায় জাগ্রদকালের বিষয় সত্যসৃষ্টি হলে স্বাপ্নপ্রপঞ্চকেও সত্যসৃষ্টি বলতে হয়।[১৫]

উত্তরে সিদ্ধান্তীগণ বলেছেন, প্রথমতঃ স্বপ্নে আমরা যে বিশালাকার পর্বত, দীর্ঘকায় বৃক্ষ ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করি তা দেহের অভ্যন্তরে অবস্থান করতে পারে না। তাই বৃহদারণ্যকোপনিষৎ-এ বলা হয়েছে- "ন তত্র রথাঃ ন রথযোগাঃ ন পন্থানঃ ভবন্তি"। অর্থাৎ স্বপ্নকালে রথ, অশ্ব, পথ সকল সেখানে থাকে না, কারণ দেহের স্থান অতিক্ষুদ্র। সেখানে নদী, সমুদ্র, পর্বত অবস্থানের যোগ্য স্থান নেই,[১৬] তাই বলা হয়েছে স্বপ্নকালে দেশকালের অনৌচিত্যবশতঃ যে বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয় তার বাধও স্বপ্নকালেই পরিলক্ষিত হয়, ফলে স্বপ্নে আকাশাদির মত দেশ, কাল ও নিমিত্তসকল এবং 'বাধিত না হওয়া' সম্ভব না হওয়ায়, স্বাপ্নপ্রপঞ্চ আকাশাদির মত সত্য হতে পারে না।[১৭] যেমন- স্বপ্নে একই পদার্থ একবার পর্বত-রূপে প্রতীয়মান হয়, আবার সাথে সাথেই বৃক্ষ-রূপেও প্রতীয়মান হয়,

---

[১৫]। শারীরকমীমাংসাভাষ্য, ৩/২/২ পৃ- ৮৯
ইতি স্বপ্নজগরিতয়োঃ সমানন্যায়তাং শ্রাবয়তি। তস্মাৎ তথ্যরূপা এব সন্ধ্যে সৃষ্টিঃ ইতি।

[১৬] ।শারীরকমীমাংসাভাষ্য, ৩/২/৩, পৃ-৯১
ন তাবৎ স্বপ্নে রথাদীনাম্ উচিতঃ দেশ সম্ভবতি।

[১৭] ।শারীরকমীমাংসাভাষ্য, ৩/২/৩ পৃ- ৯১
দেশকালনিমিত্তসম্পত্তিঃ অবাধশ্চ। নহি পরমার্থবস্তুবিয়াণি দেশকালনিমিত্তানি অবাধশ্চ স্বপ্নে সম্ভাব্যন্তে।

ফলে স্বাপ্নপদার্থ স্বাপ্নকালেই বাধিত হয়ে পড়ে। অদ্বৈতমতে, যা বাধিত হয় তা মিথ্যা হওয়ায়। তাই স্বপ্নকালেই স্বাপ্নপদার্থের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদিত হয়ে যায়।[১৮]

পূর্বপক্ষী স্বাপ্নপদার্থের ব্যাবহারিকত্ব প্রতিপাদনে স্বপ্নার্থাঃ সত্যাঃ প্রাজ্ঞনির্মিতত্বাৎ আকাশাদিবৎ- এইরূপে যে অনুমানটির উপন্যাস করেছিলেন, সেই অনুমানেও নানাবিধ হেত্বাভাস প্রদর্শন সম্ভব। প্রথমতঃ তদ্বিবিরুদ্ধে দুই রকম উপাধির প্রদর্শন করা যেতে পারে। যা বা যে ধর্মটি দৃষ্টান্তে সাধ্যের ব্যাপক হয়ে পক্ষের সাধন বা হেতুর অব্যাপক, তারাই উপাধি। পূর্বে উক্ত হয়েছে যে, স্বপ্নে দেশ-কাল বিরোধ হয়ে থাকে। এই উচিতদেশকালাদিজন্যত্বই হল উপাধি। সাধ্য সত্যত্ব যেরূপ দৃষ্টান্ত আকাশাদিতে রয়েছে, সেরূপ উচিতদেশ-কালাদিজন্যত্বও আকাশাদিতে রয়েছে। এইরূপে উক্ত ধর্মটি উপাধি সাধ্যের ব্যাপক হল। পুনরায় হেতু প্রাজ্ঞনির্মিতত্ব পক্ষ স্বপ্নার্থে থাকলেও উপাধিটি না থাকায় তা সাধনের অব্যাপক হল এইভাবে উচিতদেশকালজন্যত্ব উপাধি হল। সিদ্ধান্তী আরো বলেছেন যে, কেবল স্বপ্নোত্তর অর্থাৎ জাগ্রদকালেই নয়, স্বপ্নকালেও কদাচিৎ স্বাপ্নপদার্থের বাধ হতে দেখা যায়। অর্থাৎ অবাধযোগ্যত্বও

---

[১৮] ।শারীরকমীমাংসাভাষ্য, ৩/২/৩ পৃ- ৯৩-৯৪

"স্বপ্নে এব চ এতে সুলভবাধাঃ ভবন্তি, অদ্যন্তয়োঃ ব্যভিচারদর্শনাৎ। রথঃ অয়ম্ ইতি হি কদাচিৎ স্বপ্নে নির্ধারিতঃ ক্ষণেন মনুষ্যঃ সম্পদ্যতে, মনুষ্যঃ অয়ম্ ইতি নির্ধারিতঃ ক্ষণেন বৃক্ষঃ"।

এইস্থলে উপাধি হতে পারে, কারণ আকাশরূপ দৃষ্টান্তে সাধ্য সত্যত্ব ও উপাধি অবাধযোগ্যত্ব উভয়ই থাকে। ফলে উপাধিটি সাধ্যের ব্যাপক হল। কিন্তু হেতু প্রাজ্ঞনির্মিতত্ব পক্ষ স্বপ্নার্থে থাকলেও অবাধিতত্ব ধর্মটি সেখানে থাকেনা ফলে, তা হেতুর অব্যাপক হয়ে, উপাধিরূপে অনুমানের দূষক হল।

কেবল ব্যাপ্যত্বসিদ্ধি-ই নয়, উক্ত অনুমানের স্বরূপাসিদ্ধিও প্রদর্শন করা যেতে পারে। কারণ, "সঃ হি কর্তা" প্রভৃতি শ্রুতিতে বলেছেন যে, জীবই স্বপ্ন সৃষ্টির কর্তা। ফলে পূর্বপক্ষী প্রদত্ত উক্ত অনুমানের স্বপ্নপদার্থরূপ পক্ষে প্রাজ্ঞনির্মিতত্বরূপ হেতুটি না থাকায়, সেই অনুমান স্বরূপাসিদ্ধি দোষদুষ্ট হল পড়ল।

শারিরকমীমাংসাভাষ্য-এ বলা হয়েছে, "প্রাজ্ঞং চ এনং নির্ম্মতারং প্রকরণবাক্যশেষাভ্যাং প্রতীমঃ"[১৯]- অর্থাৎ পূর্বপক্ষী বলছেন প্রকরণ প্রমাণ এবং বাক্যশেষের দ্বারা সিদ্ধ হয় যে এই স্বাপ্ননির্মাতা হলেন প্রাজ্ঞরূপ ঈশ্বর। কিন্ত তা যথাযথ নয়। কারণ অন্যশ্রুতিতে বলা হয়েছে স্বাপ্নকালে তিনি নিজেই নিজের দেহকে বিরতব্যাপার করে অভ্যন্তরীণ জ্যোতির দ্বারা নিজে স্বপ্নদর্শন করেন।

[১৯]। শারীরকমীমাংসাভাষ্য, ৩/২/২ পৃ-৮৮

অর্থাৎ স্বপ্নের কর্তা ঈশ্বর হতে পারে না, জীবই হলেন স্বপ্নের কর্তা।[২০] কিন্তু জীবকে স্বপ্নের কর্তা রূপে স্বীকার করলে, ঈশ্বরের সর্বকর্তৃত্ব ব্যহত হয়।[২১] এর উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেছেন, ঈশ্বর সকল বস্তুর অধিষ্ঠান। সকল কিছুর মধ্যে অনুস্যূত চেতন পরমেশ্বর সাধারণ কারণ হওয়ায়, স্বাপ্ন বস্তুর ক্ষেত্রেও তাঁর কর্তৃত্বাদি সম্ভব। কারণ, অবিদ্যা বশতঃ জীব নিজেকে পরমেশ্বরের থেকে পৃথক মনে করেন, কিন্তু এই সর্বব্যাপি পরমেশ্বর ব্যতীত জীবের কোন পৃথক সত্তা নেই। যেমন কুম্ভকার ঘটের প্রযোজক কর্তা হলেও ঈশ্বর সাধারণ কারণ হওয়ায় তিনি হলেন ঘটের প্রযোজ্য কর্তা। এইভাবে ঈশ্বরের সর্বকর্তৃত্ব বজায় থাকে। একইভাবে নিদ্রা ও অদৃষ্ট হল স্বপ্নের সহকারী কারণ। জীবের অবিদ্যা স্বাপ্নপ্রপঞ্চাকারে পরিণামপ্রাপ্ত হওয়ায় জীবই স্বপ্নের সাক্ষাৎ কর্তা। কিন্তু ঈশ্বর হলেন সাধারণকারণরূপে পরোক্ষ কর্তা। ফলে তাঁর সর্বকর্তৃত্ব খর্ব হয় না।

পূর্বে পূর্বপক্ষী বলেছেন, "সঃ হি কর্তা" ইত্যাদি শ্রুতি বলছেন তিনিই কর্তা। অতএব যা কোন কর্তা কর্তৃক সৃষ্ট তা সত্তাযুক্ত। যেমন- ঘট। সুতরাং

---

[২০] ।শারীরকমীমাংসাভাষ্য, ৩/২/৪ পৃ- ৯৭

"যদপি উক্তম্- ' প্রাজ্ঞম্ এনং নির্ম্মাতারম্ অমনন্তি' ইতি। তদপি অসৎ, শ্রুত্যন্তরে " স্বয়ং বিহত্য স্বয়ং নির্ম্মায় স্বেন ভাসা স্বেন জ্যোতিষা প্রস্বপিতি" ইতি জীবব্যাপারশ্রবণাৎ"।

[২১] ।শারীরকমীমাংসাভাষ্য, ৩/২/৪ পৃ- ৯৮

"ন চ অস্মাভিঃ স্বপ্নে অপি প্রাজ্ঞব্যবহারঃ প্রতিষিধ্যতে, তস্য সর্ব্বেশ্বরত্বাৎ সর্ব্বাসু অবস্থাসু অধিষ্ঠাতৃত্বোপপত্তেঃ"।

স্বাপ্নরথাদি নিদ্রিতব্যক্তির দ্বারা সৃষ্ট হওয়ায় সেই হবে স্বাপ্নরথাদির সাক্ষাৎ কর্তা। উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেছেন, পূর্বপক্ষী যেরূপে শ্রুতির অর্থ বুঝেছেন, সেই অর্থে সিদ্ধান্তী "সঃ হি কর্তা" শ্রুতির অর্থ করেননি। অর্থাৎ সিদ্ধান্তী বলেন, কুম্ভকার যেরূপে ঘট নির্মাণ করে থাকেন নিদ্রিত ব্যক্তি সেইরূপে বা প্রত্যক্ষরূপে রথ, গজ নির্মাণ করেন –এটি উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য নয়। সিদ্ধান্তী শ্রুতির অন্যভাবে ব্যাখ্যা করে বলেছেন- যখন বলা হয় 'লাঙ্গলং গবাদীন্ উদ্বহতি' অর্থাৎ লাঙ্গল গো পালন করে, সেই স্থলে লাঙ্গল কৃষকের মত প্রত্যক্ষরূপে গবাদিকে পালন করছে-এমন বলা হয় না, কিন্তু লাঙ্গল কৃষিকাজের প্রতি নিমিত্ত কারণ তা বোঝান হয়। একইভাবে উক্ত শ্রুতিতে জীবকে কর্তা বলা হলেও তিনি সাক্ষাৎ কর্তা নন, বরং তিনি হলেন স্বপ্নপ্রপঞ্চের নিমিত্ত কর্তা।[২২]

পূর্বপক্ষী পুনরায় আপত্তি করেছেন, ঈশ্বর যদি স্বাপ্নপ্রপঞ্চের সৃষ্টি কর্তা হন, তবে স্বাপ্নপ্রপঞ্চ আকাশাদির মত সত্য হোক্, উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেছেন পূর্বপক্ষী যে স্বাপ্নপদার্থের সত্যতার কথা বলেছেন, তাতে প্রশ্ন হয়, সত্য বলতে তারা পারমার্থিক সত্য বুঝেছেন, নাকি ব্যাবহারিক সত্য বুঝেছেন? স্বাপ্নবস্তু

---

[২২] । শারীরকমীমাংসাভাষ্য, ৩/২/৪ পৃ-৯৬

"যদুক্তং "আহ হি" ইতি, তৎ এবং সতি ভাক্তং ব্যাখ্যাতব্যম্। যথা 'লাঙ্গলং গবাদীন্ উদ্বহতি' ইতি নিমিত্তমাত্রত্বাৎ এবম্ উচ্যতে, ন তু প্রত্যক্ষম্ এব লাঙ্গলং গবাদীন্ উদ্বহতি। এবং নিমিত্তমাত্রত্বাৎ 'সুপ্তঃ রথাদীন্ সৃজতে', 'সঃ হি কর্তা' ইতি চ উচ্যতে"।

পারমার্থিক সত্য হতে পারে না। কারণ তা বাধিত হয়। জাগ্রদকালের দ্বারা স্বাপ্নকালের বাধ হলে স্বাপ্নপদার্থের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হয়ে যায়। যেমন স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্নে স্বর্ণ রথাদি দেখলেও জাগরিত হলেই সেই স্বর্ণ রথাদি আর থাকে না। আবার স্বাপ্নপদার্থ ব্যাবহারিক সত্যও হতে পারে না। কারণ, ব্যাবহারিক বিষয়াদি একটি নির্দিষ্ট দেশকালে অবস্থিত কিন্তু স্বাপ্নপদার্থ কোন দেশকালে অবস্থিত নয়,[২৩] অর্থাৎ আকাশাদি পদার্থ থেকে স্বাপ্নপ্রপঞ্চের প্রভেদ হল আকাশাদি প্রপঞ্চ নির্দিষ্ট দেশকালে অবস্থিত তাদের ব্যাবহারিক সত্তা স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু স্বাপ্ন রথাদিপ্রপঞ্চ প্রতিনিয়ত বাধিত হওয়ায় তা প্রাতিভাসিক সৎ। সুতরাং ব্যাবহারিক কালের দ্বারা স্বাপ্নপ্রপঞ্চ বাধিত হওয়ায় তা মায়ামাত্র এটাই সিদ্ধ হয়।[২৪]

পুনরায় পূর্বপক্ষী আপত্তি তুলেছেন, দেহের স্থান স্বল্প হওয়ায় দেহের অভ্যন্তরে স্বাপ্নপদার্থের অবস্থান করা সম্ভব হয় না,তাহলে কি স্বপ্ন কর্তা দেহের

---

[২৩] ।শারীরকমীমাংসাভাষ্য, ৩/২/৪ পৃ- ৯৮

"পারমার্থিকস্তু ন অয়ং সন্ধ্যাশ্রয়ঃ সর্গঃ বিয়দাদিসর্গবৎ ইতি এতাবৎ প্রতিপাদ্যতে। ন চ বিয়দাদি সর্গস্য অপি আত্যন্তিকং সত্যত্বম্ অস্তি। প্রতিপাদিতং হি "তদনন্যত্বম্ আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" ইত্যত্র সমস্তস্য প্রপঞ্চস্য মায়ামাত্রম্"।

[২৪] ।শারীরকমীমাংসাভাষ্য, ৩/২/৪ পৃ- ৯৯

"প্রাকতু ব্রহ্মাত্মত্বদর্শনাৎ বিয়দাদিপ্রপঞ্চঃ ব্যবস্থিতরূপঃ ভবতি, সন্ধ্যাশ্রয়স্তু প্রপঞ্চঃ প্রতিদিনং বাধ্যতে ইতি। অতঃ বৈশেষিকম্ ইদং সন্ধ্যস্য মায়ামাত্রত্বম্ উদিতম্"।

বাইরে বেরিয়ে স্বপ্ন দর্শন করেন?[২৫] কিন্তু তাও বলা যায় না। কারণ নিদ্রিত ব্যক্তির পক্ষে স্বপ্নকালে বহুদূরে গমন করে পুনরায় যথাস্থানে প্রত্যাবর্তন করা সম্ভব নয়।[২৬]

পূর্বপক্ষী বলেছেন, কোন ব্যক্তি যখন কাউকে তাঁর স্বপ্নের কথা বলেন, যথা- 'কুরুষ অহম্ অদ্য শয়ানঃ নিদ্রায়া অভিপ্লুতঃ স্বপ্নে পঞ্চালান্ অভিগতশ্চ অস্মিন্ প্রতিবুদ্ধশ্চ' ইতি[২৭] অর্থাৎ 'আমি আজ কুরুদেশে শয়ন করে নিদ্রার দ্বারা অভিভূত হয়ে স্বপ্নে পঞ্চালদেশ সকলে গমন করে ছিলাম এখন এখানে অর্থাৎ কুরুদেশে জাগরিত হচ্ছি', যখন স্বপ্ন কর্তা দেখছে সে কুরুদেশে গমন করছে, বাস্তবে সে তৎস্থানে আদতেও গমন করছে না। কারণ, যদি সে গমন করত তবে তাঁর পঞ্চ ইন্দ্রিয়ও তৎস্থানে গমন করত, তাহলে তার ইন্দ্রিয়গুলি আবার কুরুদেশে জাগরিত হতে পারত না।[২৮] 'সঃ যত্র এতৎ স্বপ্ন্যয়া চরতি'[২৯] ইত্যাদি

---

[২৫] ।শারীরকমীমাংসাভাষ্য, ৩/২/৩ পৃ-৯১

" স্যাদেতৎ, বহিঃ দেহাৎ স্বপ্নং দ্রক্ষ্যতি, দেশান্তরিতদ্রব্যগ্রহণাৎ"।

[২৬] । তত্রৈব

"নহি সুপ্তস্য জন্তোঃ ক্ষণমাত্রেণ যোজনশত্রান্তরিতং দেশংপর্য্যেতুং বিপর্য্যেতুং চ ততঃ সামর্থ্যং সম্ভাব্যতে"।

[২৭] ।শারীরকমীমাংসাভাষ্য, ৩/২/৩, পৃ- ৯২

[২৮] ।শারীরকমীমাংসাভাষ্য, ৩/২/৩ পৃ- ৯১-৯২

"দেহাৎ চেৎ আপেয়াৎ পঞ্চালেষু প্রতিবুধ্যেত; ন তান্ অসৌ অভিগতঃ ইতি কুরুষু এব তু প্রতিবুধ্যতে"।

শ্রুতিতে বলা হয়েছে তিনি যখন স্বাপ্নবৃত্তি অবলম্বনে এইভাবে বিচরণ করেন, এবং 'স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্ততে'[৩০] অর্থাৎ 'নিজ শরীরের মধ্যে যথেচ্ছ বিচরণ করেন' এখন যদি বলা হয় যে, স্বপ্নকালে স্বপ্নকালে দেহের বাইরে গিয়ে স্বপ্নদর্শ্ন করেন, তবে এই শ্রুতির সঙ্গে বিরোধ হয়। তাছাড়া ব্যক্তি স্বপ্নে যে পদার্থকে যে প্রকারে দেখে বাস্তবে সেই পদার্থ সেই প্রকারের নাও হতে পারে।[৩১] সুতরাং স্বাপ্ন পদার্থ মিথ্যা।

কিন্তু পূর্বপক্ষী শঙ্কা প্রকাশ করেছেন, স্বাপ্নপ্রপঞ্চ মায়ামাত্র হলে স্বপ্নে পরমার্থতার বা সত্যতার লেশমাত্র নেই,[৩২] একথাই বলতে হয়। উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেছেন- শ্রুতিতে বলা হয়েছে " যদা কর্ম্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি। সমৃদ্ধিং তত্র জনীয়াত্তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে"।[৩৩] অর্থাৎ কাম্য কর্মসকলের অনুষ্ঠান কালে যজমান যদি স্বপ্নে স্ত্রী দর্শন করেন তবে তাঁর সেই কার্য সফল হবে এবং সমৃদ্ধি লাভ হবে। আবার স্বপ্নাধ্যায়বিদগণ বলেন স্বপ্নে হস্তিতে আরোহণ

---

[২৯] ।বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ২/১/১৮

[৩০] ।তত্রৈব

[৩১] ।শারীরকমীমাংসাভাষ্য, ৩/২/৩, পৃ-৯২

"যথাভূতানি চ অয়ং দেশান্তরাণি স্বপ্নে পশ্যতি, ন তানি তথাভূতানি এব ভবন্তি"।

[৩২] ।শারীরকমীমাংসাভাষ্য, ৩/২/৪ পৃ-৯৫

"মায়ামাত্রত্বাৎ তর্হি ন কশ্চিৎ স্বপ্নে পারমার্থগন্ধঃ অস্তি ইতি"।

[৩৩] ।ছন্দোগ্যোপনিষৎ, ৫/২/৯

শুভসূচক, স্বপ্নে গাধার পিঠে আরহণ অশুভসূচক।[৩৪] আবার মন্ত্র দেবতা ও ঔষধাদি দ্রব্য বিশেষ থেকে উৎপন্ন স্বপ্ন বিশেষ সত্য অর্থের সূচক হয়ে থাকে।[৩৫] অর্থাৎ স্বপ্নে সত্যতার লেশমাত্র থাকে না তা বলা সংগত নয়। এই শঙ্কা হতে পারে, স্বপ্নে সূচিত সকল বস্তুই সত্য হোক্। তার উত্তরে সিদ্ধান্তীগণ বলেছেন, স্বপ্নে সূচিত স্ত্রী, হস্তি ইত্যাদি যেহেতু জাগ্রতকালের দ্বারা বাধিত হয়ে যায়, তাই উক্ত স্বাপ্নপ্রপঞ্চ মিথ্যাই।[৩৬]

পূর্বপক্ষী আপত্তি করেছেন, যেমন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অগ্নির অংশ তেমন জীব পরমাত্মার অংশ ফলতঃ তাহলে ঈশ্বরের জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যরূপ শক্তিদ্বয় জীবেও বিদ্যমান থাকবে। ঈশ্বর যেমন তাঁর সংকল্পের দ্বারা আকাশাদি সত্য বিষয়ের সৃষ্টি করেছেন, জীবও সেই রকম জ্ঞান ও ঐশ্বর্য বলে যে স্বাপ্নরথাদির সৃষ্টি করে , তাও সত্য হোক্।[৩৭] উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেছেন, না। স্বাপ্নরথাদি সত্য নয়। কারণ

---

[৩৪] ।শারীরকমীমাংসাভাষ্য, ৩/২/৪ পৃ-৯৫

"আচক্ষতে চ স্বপ্নাধ্যায়বিদঃ "কুঞ্জরারোহণাদীনি স্বপ্নে ধন্যানি, খরষানাদীনি অধন্যানি" ইতি"।

[৩৫] ।শারীরকমীমাংসাভাষ্য, তত্রৈব

"মন্ত্রদেবতাদ্রব্যবিশেষনিমিত্তাশ্চ কেবিৎ স্বপ্নাঃ সত্যার্থগন্ধিনঃ ভবন্তি ইতি মন্যন্তে"।

[৩৬] ।শারীরকমীমাংসাভাষ্য, ৩/২/৪ পৃ-৯৫-৯৬

"তত্রাপি ভবতু নাম সূচ্যমানস্য বস্তুনঃ সত্যত্বং, সূচকস্য তু স্ত্রীদর্শনাদেঃ ভবতি এব বৈতথ্যং বাধ্যমানত্বাৎ ইতি অভিপ্রায়ঃ"।

[৩৭] ।শারীরকমীমাংসাভাষ্য, ৩/২/৫ পৃ- ১০০

জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে ঔপাধিক অংশ-অংশীভাব থাকলেও জীব ঈশ্বরের বিপরীত ধর্ম যুক্ত।[৩৮] যেমন ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, জীব অল্পজ্ঞ। এই ভেদ সর্বজন প্রসিদ্ধ। ফলে জীব অল্পজ্ঞ হওয়ায়, তাঁর দ্বারা সৃষ্ট বিষয় মিথ্যাই হবে। তাই প্রশ্ন হয়, তাহলে কী জীবে ঈশ্বর সমান ধর্মতা নেই? [৩৯] উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেছেন, জীবে ঈশ্বরের সমানধর্মতা আছে। কিন্তু জীব অবিদ্যার কার্যরূপ অন্তঃকরণ দ্বারা অবচ্ছিন্ন হওয়ায় তাঁর নিজের প্রকৃত স্বরূপ আবৃত হয়ে থাকে ফলে, ঈশ্বরসমানধর্মতা থাকলেও তা তিরোহিত হয়ে যায়।[৪০]

প্রশ্ন হল, যা কখন উপলব্ধ হয় না, জীবে সেই ঈশ্বরসমানধর্মতা যে সত্য তা কীভাবে বোঝা যাবে? উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেছেন, যেমন কামলরোগগ্রস্থ ব্যক্তি শ্বেত শঙ্খকে, পীত শঙ্খ বলে দেখে, কিন্তু ঔষধ খাওয়ার পর সে কমলরোগ

"অথাপি স্যাৎ পরস্যৈব তাবৎ আত্মনঃ অংশঃ জীবঃ অগ্নেঃ ইব বিস্ফুলিঙ্গঃ। তত্র এবং সতি যথা অগ্নিবিস্ফুলিঙ্গয়োঃ সমানে দহনপ্রকাশনশক্তী ভবতঃ, এবং জীবেশ্বরয়োঃ অপি জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তী। ততশ্চ জীবস্য জ্ঞানৈশ্বর্য্যবশাৎ সাঙ্কল্পিকী স্বপ্নে রথাদিসৃষ্টিঃ ভবিষ্যতি ইতি"।

[৩৮] ।শারীরকমীমাংসাভাষ্য, তত্রৈব
"অত্র উচ্যতে- সত্যপি জীবেশ্বরয়োঃ অংশাংশিভাবে প্রত্যক্ষম্ এব জীবস্য ঈশ্বরবিপরীতধর্ম্মত্বম্"।

[৩৯] ।শারীরকমীমাংসাভাষ্য, তত্রৈব
"কিং পুনঃ জীবস্য ঈশ্বরসমানধর্ম্মত্বং নাস্তি এব?"

[৪০] ।শারীরকমীমাংসাভাষ্য, তত্রৈব
"ন নাস্তি এব, বিদ্যমানম্ অপি তৎ তিরোহিতম্ অবিদ্যাদিব্যবধানাৎ"।

মুক্ত হলে পুনরায় সে শ্বেত শঙ্খকে শ্বেত শঙ্খ রূপেই দেখেন। একইভাবে যখন শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের দ্বারা জীবের সমস্ত পাপরূপ অন্ধকার দূরীভূত হয় এবং জীব ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করে তখন তাঁর মধ্যে ঈশ্বরসমানধর্ম জেগে ওঠে।[৪১]

কিন্তু প্রশ্ন হয়, এই ভাব সকল জীবের মধ্যে কেন আর্বিভূত হয় না?[৪২] উত্তরে সিদ্ধান্তী বলেছেন, এই ভাব জীবের বন্ধন থেকে মুক্তির একটি কারণ। ঈশ্বর সম্পর্কে অজ্ঞানত্বই হল বন্ধন এবং তাঁর স্বরূপ জানলেই মুক্তি লাভ হবে, তাই যতক্ষণ সে ঈশ্বরের স্বরূপ সঠিকভাবে জানতে না পারে ততক্ষণ তাঁর মধ্যে ঐ ভাব আর্বিভূত হয় না। যেমন "অহং ব্রহ্মাস্মি"[৪৩] বা "আমি ব্রহ্ম" ইত্যাদি মহাবাক্য শ্রবণের দ্বারা রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ-রূপ অবিদ্যাকৃত সকল প্রকার বন্ধন দূরীভূত হয়, ক্লেশ ক্ষয় হয়, জন্ম-মৃত্যু চক্রের উচ্ছেদ হয়। তখন সেই সাধকের ঈশ্বরের অনুগ্রহে স্থূলদেহর পতন ঘটে। তখন সে বিরাট বা সূত্রাত্মাপেক্ষা তৃতীয়স্থানবর্তী ব্রহ্মের সাথে সাযুজ্য প্রাপ্ত হন। তার আগে জীব

---

৪১ ।শারীরকমীমাংসাভাষ্য, ৩/২/৫ পৃ-১০১

"তৎ পুনঃ তিরোহিতং সৎ পরমেশ্বরম্ অভিধ্যায়তঃ যতমানস্য জন্তোঃ বিধূতধ্বান্তস্য তিমিরতিরস্কৃতা ইব দৃকশক্তিঃ ঔষধবীর্য্যাৎঈশ্বরপ্রসাদাৎ সংসিদ্ধস্য কস্যচিৎ এব আবির্ভবতি"।

৪২ ।শারীরকমীমাংসাভাষ্য,তত্রৈব

"ন স্বভাবতঃ এব সর্ব্বেষাং জন্তূনাম্। কুতঃ?"

৪৩ ।বৃহদারণ্যকোপনিৎ, ১/৪/১০

স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হলেও অবিদ্যাবশতঃ সে ব্রহ্ম থেকে নিজেকে পৃথক বা নিজেকে ঈশ্বরের অংশ মনে করে, ফলে তাঁর মধ্যে ঈশ্বরসমানধর্মভাব থাকলেও তা তিরোহিত থাকায় তার সংকল্পিত স্বাপ্নপ্রপঞ্চ মিথ্যা সৃষ্টিতেই পর্যবশিত হয়।[৪৪]

পূর্বপক্ষী আশঙ্কা করেছেন, জীব যদি ঈশ্বরের অংশ বিশেষ হয় তবে জীবের ঈশ্বর ভাবের তিরোধানের কারণ কী? যেমন অগ্নিস্ফুলিংগ অগ্নির অংশ হওয়ায় তার অগ্নির মত সমান প্রকাশমানতা এবং দহন শক্তি বিদ্যমান সেরূপ জীব ঈশ্বরের অংশ হলে জীবের ঈশ্বরের মত জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য ধর্মদ্বয় বিদ্যমান থাকে- একথা বলাই বেশি যুক্তিসঙ্গত হয়।[৪৫] কিন্তু সিদ্ধান্তী বলেছেন, জীবের জ্ঞানৈশ্বর্য্যের যে তিরোভাব ঘটে তার কারণ হল দেহযোগ। এই কথা প্রকাশ করতেই ভগবান ভাষ্যকার বললেন, "সোঽপি তু জীবস্য জ্ঞানৈশ্বর্য্যতিরোভাবঃ দেহযোগাৎ দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিষয়বেদনাদিযোগাৎ ভবন্তি"[৪৬]। আলোচ্য সন্দর্ভে

---

[৪৪] ।শারীরকমীমাংসাভাষ্য, ৩/২/৫, পৃ-১০১

"ততঃ হি ঈশ্বরাৎ হেতোঃ 'অস্য' জীবস্য বন্ধমোক্ষৌ ভবতঃ। ঈশ্বরস্বরূপাপরিজ্ঞানাৎ বন্ধঃ, তৎ স্বরূপাপরিজ্ঞানাৎ তু মোক্ষঃ, তথাচ শ্রুতিঃ – "জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ, ক্ষীনৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ। তস্যাভি ধ্যানাত্তৃতীয়ং দেহভেদ, বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবল আপ্তকামঃ ইতি এবমাদ্যা"।

[৪৫] ।শারীরকমীমাংসাভাষ্য, ৩/২/৬ পৃ- ১০২

"কস্মাৎ পুনঃ জীবঃ পরমাত্মাংশঃ এব সন্ তিরস্কৃতজ্ঞানৈশ্বর্য্যঃ ভবতি? যুক্তং তু জ্ঞানৈশ্বর্য্যয়োঃ অতিরস্কৃতত্বং বিস্ফুলিঙ্গস্য ইব দহনপ্রকাশনয়োঃ ইতি"।

[৪৬] ।শারীরকমীমাংসাভাষ্য,, ৩/২/৬, পৃ- ১০২

যে ‘আদি’ পদের অর্থ হল অবিদ্যা, ‘বেদনা’ পদের অর্থ হল সুখ ইত্যাদি, ‘দেহ’ শব্দে স্থূলশরীরই বধ্য। ‘ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি’ বলতে সুক্ষশরীর, এবং আদি পদ সূচিত অবিদ্যা শব্দের দ্বারা কারণশরীরকে বুঝতয়ে হবে। এই শরীরত্রয় হল জীবের উপাধি। বিষয়েরজ্ঞান এই ত্রিবিধ শরীরের প্রতিটির দ্বারাই হয়ে থাকে। যেমন- স্থূলশরীরে ঘটবিসয়ক জ্ঞান, সুক্ষশরীরে স্বাপ্নরথাদি বিষয়ক জ্ঞান এবং সুষুপ্তিকালে কারণশরীর বিদ্যমান থাকায় সেই কালেও বিষয় জ্ঞান হয়, যথা- ‘আমি সুখে নিদ্রা গেছিলাম, তখন কিছুই জানতে পারিনি’ ইত্যাদি। এই অবস্থায় কারণশরীর অবলম্বনে জীবের সুখাকার, সাক্ষাৎকার, অবস্থাজ্ঞানাকার বৃত্তি হয়। আর জাগ্রদকালে তার স্মৃতি হয়। এইভাবে দেহ ও বিষয়ের সাথে সম্বন্ধ বশতঃ জীবের জ্ঞানৈশ্বর্য্য তিরোহিত হয়ে যায়।

পূর্বপক্ষী আবার বলেছেন, যদি জীবের জ্ঞানৈশ্বর্য্য তিরোহিত থাকে তবে জীবকে ঈশ্বর থেকে ভিন্ন বলা হোক্।[৪৭] কিন্তু তাও বলা যায় না। কারণ “তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতু”[৪৮] প্রভৃতি শ্রুতিতে জীবেকে তার ঈশ্বরস্বরূপতার উপদেশের দ্বারা জীব ও পরম ঈশ্বরের অভিন্নত্ব প্রতিপাদন করা

---

[৪৭] ।শারীরকমীমাংসাভাষ্য,, ৩/২/৬, পৃ-১০৩

“ ননু অন্যঃ এব জীবঃ ঈশ্বরাৎ অস্তু তিরস্কৃতজ্ঞানৈশ্বর্য্যত্বাৎ, কিং দেহযোগকল্পনয়া?”

[৪৮] ।ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৬/৯/৪

হয়েছে। ফলে জীবকে ঈশ্বর থেকে ভিন্ন বললে শ্রুতিবিরোধ ঘটে। সুতরাং জীব পরমেশ্বরের সাথে অভিন্ন হলেও দেহাদি উপাধিবশতঃ তাঁর ঈশ্বরসমানজ্ঞানৈশ্বর্য্যের ধর্মের তিরোভাব ঘটে। অতএব বলা যায় স্বাপ্নরথাদির সৃষ্টি জীবের সংকল্পের প্রভাবে ঘটে না। যদি তা ঘটত তবে কোন ব্যক্তি অশুভ স্বপ্ন দেখতেন না। কারণ কোন ব্যাক্তি তার নিজের জন্য অনিষ্ট সংকল্প করে না।[৪৯] সুতরাং স্বাপ্নদৃষ্ট বস্তু জীবের নিদ্রা ইত্যাদি দোষ বশতঃ সৃষ্টি হওয়ায় তাকে মিথ্যা বলায় সংগত হবে।

৩

স্বাপ্নাধ্যাসে অধ্যাসলক্ষণের সঙ্গতি

ভগবান ভাষ্যকার অদ্বৈত সম্মত অধ্যাস লক্ষণ প্রতিপাদন করতে বলেছেন, অধ্যাস শব্দটি নিস্পন্ন হয়েছে অধি-অস্+ঘঞ্ প্রত্যয়ের যোগে। এই 'ঘঞ্' প্রত্যয়

---

[৪৯] ।শারীরকমীমাংসাভাষ্য, ৩/২/৬ পৃ- ১০৩-১০৪

"ন ইতি উচ্যতে। নহি অন্যত্বং জীবস্য ঈশ্বরাৎ উপপদ্যতে, "সা ইয়ং দেবতা ঐক্ষত", ইতি উপক্রম্য "অনেন জীবেন আত্মানা অনুপ্রবিশ্য", ইতি আত্মাশব্দেন জীবস্য পরামর্শাৎ। ..... ইতি চ জীবায় উপদশতি ঈশ্বরাত্মত্বম্। অতঃ আনন্যঃ এব ঈশ্বরাৎ জীবঃ সন্ দেহযোগাৎ তিরোহিতজ্ঞানৈশ্বর্য্যঃ ভবতি। অতশ্চ ন সাঙ্কল্পিকী জীবস্য স্বপ্নে রথাদিসৃষ্টিঃ ঘটতে। যদি চ সাঙ্কল্পিকী স্বপ্নে রথাদিসৃষ্টিঃ স্যাৎ, নৈব অনিষ্টং কশ্চিৎ স্বপ্নং পশ্যেৎ। নহি কশ্চিৎ অনিষ্টং সঙ্কল্পয়তে"।

ভাববাচ্যে ও কর্মবাচ্যে উভয় বাচ্যেই গৃহিত হওয়ার জন্য অধ্যাস শব্দেরও দ্বিবিধ অর্থ হবে। 'ভাব' শব্দের অর্থ ক্রিয়া। সুতরাং ভাববাচ্যে বিহিত ঘঞ্ প্রত্যয় নিস্পন্ন অধ্যাস শব্দের অর্থ অধ্যাস ক্রিয়া। কর্মবাচ্যে বিহিত ঘঞ্ প্রত্যয় দ্বারা নিস্পন্ন অধ্যাস শব্দের অর্থ হবে অধ্যাসকর্ম। অস্ ধাতুটি এখানে 'অসু ক্ষেপণে' এই দিবাদিগণীয় ধাতু হওয়ায় এর অর্থ ক্ষপণ অর্থাৎ ছুঁড়ে দেওয়া। অধি উপসর্গের অর্থ 'উপরে'। সুতরাং ভাববাচ্যে ঘঞন্ত অধ্যাস শব্দের সামগ্রিক অর্থ হল – কোন কিছুর উপরে (অধি) অন্য কিছুকে ছুঁড়ে দেওয়া বা চাপিয়ে দেওয়ার (অস্) ক্রিয়াটি (ঘঞ্)। আর কর্মবাচ্যে ঘঞন্ত অধ্যাস শব্দের অর্থ হবে- কোন কিছুর উপরে (অধি) অন্য কোন কিছু যাকে চাপানো হয় সেই বস্তুটি (অস্-ঘঞ্)। একটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে। রজ্জুতে যখন সর্পকে চাপানো হয় বা আরোপ করা হয় সেই আরোপ ক্রিয়া যেমন অধ্যাসশব্দের অর্থ তেমনই রজ্জুতে চাপানো সর্পটিও অধ্যাস শব্দের অর্থ বলে বুঝতে হবে। আরও স্পষ্টভাবে বলা যায়- রজ্জুতে যে সর্পজ্ঞান হয় সেই জ্ঞেয় সর্পটিও অধ্যাস। প্রথম স্থলে জ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে বলে এটিকে বলে জ্ঞানাধ্যাস এবং দ্বিতীয় স্থলে জ্ঞেয়কে বোঝা হয়েছে বলে এটিকে বলা হয় জ্ঞেয়াধ্যাস বা অর্থাধ্যাস। আচার্য এই অধ্যাসের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেছেন, "স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্বদৃষ্টাবভাসঃ"[৫০]

[৫০] ।শারীরকমীমাংসাভাষ্য, পৃ- ২৯

বিবরণপ্রস্থানের আচার্যগণ এই লক্ষণটিকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। পূজ্যপাদ নৃসিংহাশ্রম বলেছেন, 'পরত্রাবভাস' হল অধ্যাস মাত্রের লক্ষণ। অর্থাৎ তা স্বরূপ লক্ষণ এবং "স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্বদৃষ্টাবভাসঃ" হল তার তটস্থ লক্ষণ।[৫১] এই তটস্থ লক্ষণের অন্তর্গত 'স্মৃতিরূপ' পদের অর্থ না জানলে লক্ষণটি কেন তটস্থ তাও জানা যাবে না। স্মৃতিরূপ পদটি বহুব্রীহি সমাস নিস্পন্ন। এর ব্যাসবাক্যটি হল স্মৃতির রূপের মতো রূপ যার। এখন প্রশ্ন হল, স্মৃতির রূপ বা স্বরূপটি কী রকম? এর উত্তরে বিবরণাচার্য বলেছেন-"স্মৃতিরূপপদেন কারণত্রিতয়জন্যত্বমুক্তম্, তত্র কারণত্রিতয়জন্যঽন্যস্যান্যাত্মনাবভাসৌ লক্ষণম্"।[৫২] অর্থাৎ স্মৃতিরূপ পদের দ্বারা 'কারণত্রিতয়জন্যত্ব-ই' বুঝতে হবে। অতএব দাঁড়াল এই যে, কারণত্রিতয়জন্য অন্যের অন্যরূপ অবভাসই অধ্যাস। কিন্তু প্রশ্ন হল এই কারণ ত্রিতয় কী কী? এর উত্তরে নৃসিংহাশ্রম বলেছেন- "..... দোষঃ সংস্কারঃ সম্প্রয়োগশ্চেতি কারণত্রিতয়মন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধমধ্যাসে দর্শিতমিত্যার্থঃ"[৫৩] অর্থাৎ দোষ, সংস্কার এবং সম্প্রয়োগ এই তিনটিকেই কারণত্রিতয় বলা হয়েছে।

---

[৫১] ।ভাবপ্রকাশিকা, পৃ-১১৯

"পরত্রাবভাস ইত্যধ্যাসমাত্রস্য স্বরূপলক্ষণম্। স্মৃতিরূপঃ পূর্বদৃষ্ট ইতি প্রাতিভাসিকাধ্যাসস্য লক্ষণমভিধত্তে।"

[৫২] ।পঞ্চপাদিকাবিবরণ, পৃ-১৭৮-১৭৯

[৫৩] ।ভাবপ্রকাশিকা, পৃ- ১৭৮

কালব্যবধান, অমনযোগ, ইত্যাদি হল দোষ, সংস্কার হল যা পূর্বজ্ঞানজন্য, এবং সম্প্রয়োগ হল ইন্দ্রিয়ের সাথে বিষয়ের সন্নিকর্ষবিশেষ।

স্বপ্নাবস্থায় আমাদের যেসব জ্ঞান হয়ে থাকে তা কারত্রিতয়জন্যত্বরূপ ভ্রমের তটস্থ লক্ষণে সঙ্গত হয় না। কারণ স্বপ্নে নিদ্রারূপ দোষ ও অদৃষ্ট বশতঃ উদ্বুদ্ধ সংস্কার এই দুটি কারণ থাকলেও তৃতীয় যে কারণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ, তা থাকে না। এখন সম্পূর্ণ লক্ষণটি তটস্থ হওয়ায় তা স্বপ্নাধ্যাসে না গেলেও কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু অন্য বস্তুতে অন্যের অবভাসরূপ স্বরূপ লক্ষণটি অবশ্যই স্বপ্নে যায়। বস্তুতঃ যে বস্তু যা নয় তার সেই রূপে প্রকাশই ভ্রম এই যে ভ্রমের স্বরূপলক্ষণ তা সর্ববাদি সম্মত।[৫৪] যিনি স্বপ্ন দেখেন তাঁর অন্তঃকরণ হল সেই স্বপ্নাধ্যাসের নিমিত্তকারণ, সেই সেই অন্তঃকরণদ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্যে অবিদ্যা অধিষ্ঠিত থাকায় চৈতন্যই অবিদ্যাকে অবলম্বন করে বিবর্তিত হয়ে স্বপ্নদৃষ্ট গজাদি বস্তুর সৃষ্টি করে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা প্রদর্শন করেছি যে চৈতন্যই স্বপ্নপ্রতীতির অধিষ্ঠান। সুতরাং 'পরত্র' অর্থাৎ চৈতন্য 'পরস্য' অর্থাৎ স্বপ্নদৃষ্টের 'অবভাসঃ' অর্থাৎ জ্ঞানই হল অধ্যাস। এই কথায় বিবরণে 'চৈতন্যমেব

---

[৫৪] ।বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ-২ পৃ- ১৩,
"পরত্র পরাত্মতাবভাস ইত্যেবংরূপতায়াং তু ন কস্যচিদপি বিবাদঃ"।

স্বাবিদ্যয়া বিবতর্তে....."[৫৫] প্রভৃতি সন্দর্ভে উক্ত হয়েছে। স্বপ্নাধ্যাসের অধিষ্ঠান নিরূপণাবসরে আমরা এই সকল কথা বিস্তৃত রূপে আলোচনা করেছি।

অধ্যাসের স্বরূপলক্ষণ যে স্বপ্নে গমন করবে তা এযাবৎ দেখান গেল। তটস্থ লক্ষণটিও বা সম্পূর্ণ লক্ষণটিও যে সুসঙ্গত তা এখন দেখান হচ্ছে।

'পরত্র পরাবভাস' অংশ তো সর্ববিধ অধ্যাসে সঙ্গত হয়। সুতরাং সংশয় শুধু 'স্মৃতিরূপ' অংশে। তার অর্থ হল 'কারণত্রিতয়জন্যত্ব'। তা এখন দেখানো যাক্। প্রথম কারণ হল দোষ। এখানে নিদ্রাদিই দোষ। দ্বিতীয় কারণ সম্প্রয়োগও রয়েছে যেহেতু পূর্বানুভব কালে অর্থাৎ জাগ্রদবস্থায় পিতাকে দেখার সময় সম্প্রয়োগ ছিল। তৃতীয় কারণ সংস্কারও আছে। যেহেতু পিতার অনুভবজন্য সংস্কার থাকায় সেই সংস্কার আজ অদৃষ্টবশতঃ উদ্বুদ্ধ হওয়ায় স্বপ্নে পিতাকে দেখা গেল।[৫৬] এখানেও মনে রাখা উচিত যে, স্বপ্নে যে পিতাকে দেখছি তার

---

[৫৫] ।পঞ্চপাদিকাববরণ, পৃ-১৮০

[৫৬] ।পঞ্চপাদিকা, পৃ- ২১৭-১৮, কলকাতা সংস্করণ, পৃ- ৫৬, মাদ্রাজ সং
"পূর্বপ্রমাণবিষয়াবভাসিত্বমাত্রং স্মৃতেঃ স্বরূপমিতি। তদিহ নিদ্রাদিদোষোপপ্লুতং মনোঽদৃষ্টাদিসমুদ্বোধিতসংস্কারবিশেষং সহকার্যনুরূপং মিথ্যার্থবিষয়ং জ্ঞানমুৎপাদয়তি। তস্য চ তদবচ্ছিন্নাপরোক্ষচৈতন্যস্থাবিদ্যাশক্তিরালম্বনতয়া বিবর্ততে"।
পঞ্চপাদিকাবিবরণ, পৃ-২১৮, কলকাতা সং, পৃ- ১৭৯-১৮০, মাদ্রাজ সং,

সঙ্গে সম্প্রয়োগ হয় নি এবং এজন্যই এটি তটস্থলক্ষণই বটে। তবে পূর্বে পিতাকে দেখার প্রয়োজন ছিল এবং তদ্বিষয়ে সম্প্রয়োগেরও প্রয়োজন ছিল। কারণ আমাদের মতে যে পদার্থটির জ্ঞান পূর্বে কোনও ভাবে হয়নি, তার অধ্যাসও কোনদিন হবেনা। যিনি কোনদিন সাপ দেখেননি, তিনি ভূমিতে পতীত রজ্জুকে মালা বা জলধারা বা ভূদলন- নানারূপে ভ্রম করতে পারেন, কিন্তু সর্পরূপে ভ্রম করবেন না। যার সর্পের সঙ্গে ইন্দ্রিয়সম্প্রয়োগ আগে হয়েছে, তাঁরই রজ্জুতে সর্পভ্রম হওয়া সম্ভব। স্বপ্নের খেত্রেও একই কথা। যাঁর হস্তির জ্ঞান নেই, স্বপ্নে হাতি দেখবেন না। বস্তুতঃ সমস্ত সাদি অধ্যাসবিষয়েই এই নিয়ম। তবে এখানে মনে রাখতে হবে যে, ভ্রম বা স্বাপ্নদৃষ্ট সর্প বা গজাদির সঙ্গে কিন্তু ভ্রমকর্তা বা স্বপ্নদ্রষ্টার সম্প্রয়োগ হয়নি। এই কারণেই লক্ষণটি তটিস্থ। ভ্রমে দৃষ্ট সমস্ত বিষয়ই তৎকালোৎপন্ন, অভিনব, আবিদ্যক।

"কারণত্রিতজন্যত্বমন্যস্যান্যাত্মনাবভাসং চ সম্পাদয়ামীত্যাহ...স্বপ্নপ্রপঞ্চবিপরীত-প্রমাত্রাদিবি-জ্ঞানসাধনস্যান্তঃকরণস্য নিদ্রাদিদোষ-পূর্বানুভবসংস্কারসহিতস্য সম্প্রতিপন্নকারণত্রিতয়ত্বাৎ যুক্তং স্মৃতিরূপং ভ্রান্তিজ্ঞানম্"।

উপসংহার

আলোচ্য নিবন্ধে আমরা অদ্বৈতমত অবলম্বনে স্বপ্নাবস্থার লক্ষণ-স্বরূপাদি বিচার করেছি। স্বপ্ন যে জীবের একটি বিশেষ অবস্থা, তা আলোচ্য নিবন্ধের ভূমিকায় বিস্তৃতভাবে কথিত হয়েছে। মূল উপনিষৎ গুলি অবলম্বন করে স্বপ্নাবস্থ জীবের স্বরূপ নিরূপণ-ই ছিল ভূমিকাংশের উদ্দেশ্য।

নিবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদে স্বপ্নের লক্ষণ আলোচিত হয়েছে। ভগবান ভাষ্যকার স্বয়ং পঞ্চীকরণ গ্রন্থে স্বপ্নাবস্থার লক্ষণ বলেছন। পরবর্ত্তীকালে সেই পথ অনুসরণ করেই শ্রী সরস্বতীপাদ তাঁর সিদ্ধান্তবিন্দুতে এবং ধর্মরাজ তাঁর বেদান্তপরিভাষায় স্বপ্নের লক্ষণ আলোচনা করেছেন।

নিবন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্বপ্নের স্বরূপ আলোচিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে স্বপ্নপ্রতীতি যে কেবলসাক্ষীবেদ্য, তা উপস্থাপিত হয়েছে। অদ্বৈতমতে স্বাপ্নদৃষ্ট বস্তু স্মর্য্যমান নাকি স্মর্য্যমানসসদৃশ, সেই বিচারও আমরা এই অধ্যায়ে করেছি।

নিবন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে স্বাপ্নপ্রতীতির অধিষ্ঠানত্ব নিরূপিত হয়েছে। অদ্বৈতশাস্ত্রে স্বাপ্নগজাদির অধিষ্ঠান বিষয়ে দুটি বা মতান্তরে তিনটি মত দৃষ্ট হয়। আমরা পঞ্চপাদিকা, পঞ্চপাদিকাবিবরণাদি গ্রন্থ অবলম্বন করে স্বপ্নের অধিষ্ঠান

বিষয়ে অদ্বৈতবাদীর সাম্প্রদায়িক মতগুলি প্রদর্শন করেছি। সরস্বতীপাদ যে তিনপক্ষই সম্ভব বলেছেন , তাও আমরা সিদ্ধান্তবিন্দু অবলম্বনে প্রর্দশন করেছি।

নিবন্ধের চতুর্থ অথা অন্তিম অধ্যায়ে স্বপ্নের উপাদান যে অজ্ঞান, তা স্থাপন করা হয়েছে। ব্রহ্মসূত্রে পূর্বপক্ষী বলেছিলেন স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ সত্যও হতে পারে। অর্থাৎ স্বপ্ন সত্যের সূচকও হয়। শ্রুতিও কোন কোন স্থানে তা বলেছেন। এই সব পূর্বপক্ষ খণ্ডন করে সেই অধ্যায়ে আমরা স্বপ্নের মিথ্যাত্ব স্থাপন করেছি। কারণ উপাদান মিথ্যা হলে, তার কার্য সত্য হতে পারেনা। এই স্বপ্ন অধ্যাসলক্ষণেরও লক্ষ্য হওয়ায় প্রকারান্তরেও তার মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয়।

স্বপ্ন থেকে উত্থানের অনন্তর প্রমাতা নিজেই বুঝে থাকেন যে স্বপ্ন মিথ্যা। সুতরাং একথা বলা যেতে পারে যে, প্রমাতার সত্ত্বদশায় বিরোধী জ্ঞানের অধিন মিথ্যাত্ব নিশ্চয়ের যোগ্যত্বই মিথ্যাত্ব। এই সব কথাও আমরা স্বপ্নের মিথ্যাত্ব সিদ্ধির আলোচনাকালে বলেছি।

ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের আগে অবধি জাগ্রদদশাকেই সত্য বলে স্বীকার করা হয়। তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য শ্রবণাদির পর ব্রহ্মবিষয়ক অখণ্ডাকারা বৃত্তি উদিত হলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়। কিন্তু ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের অনন্তর জগতের বাধের সঙ্গে সঙ্গে প্রমাতাও বাধিত হয়ে যান। এখানেই জাগ্রদপ্রপঞ্চের সাথে স্বাপ্নপ্রপঞ্চের

মূল ভেদ । আর স্বপ্নে স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের বাধ হলেও প্রমাতার বাধ হয় না বলে জীবের পক্ষে পুনরায় স্বপ্ন দর্শন সম্ভব হয়।

এখন প্রশ্ন হল, মহাবাক্যার্থ শ্রবণের পয় অখণ্ডাকারা বৃত্তির দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হলে তা অজ্ঞান ও অজ্ঞানকার্যকে সমূলে নাশ করে। কিন্তু বৃত্তি তো জড় পদার্থ এবং তা অজ্ঞানেরই কার্য তাই অজ্ঞানকার্যটি কীভাবে অজ্ঞান বিরোধী হয়? এর উত্তরে সংক্ষেপশারিরককার বলেছেন, যেমন কালরূপ ভগবান আগে থেকেই কৌরব বংশকে ধ্বংশ করেই রেখেছিলেন, পরবর্তীকালে সেই ভগবানের বলেই বলীয়ান হয়ে অর্জুন পুনরায় কৌরব বংশের নিধন করেন। এইভাবে অধিষ্ঠানরূপ চৈতন্য আগে থেকেই এই প্রপঞ্চকে নিস্তত্ত্ব করেই রেখেছেন, মহাবাক্য শ্রবণের পর অজ্ঞানকার্য বৃত্তি চৈতন্যের দ্বারা আভাসিত হয়ে এই নিস্তত্ত্ব প্রপঞ্চকে ভস্মস্যাৎ করে মাত্র।

"নিত্যবোধপরিপীড়িতং জাগদ্বিভ্রমং নুদতি বাক্যজা মতিঃ।
বাসুদেবনিহতং ধনঞ্জয়ো হন্তি কৌরবকুলং যথা পুনঃ"।।

কৃষ্ণায় নমঃ

গ্রন্থপঞ্জী

মূলগ্রন্থ

অপ্পয়দীক্ষিত, সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ, প. মূলশঙ্করব্যাস (সম্পাদক) , সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহঃ , চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, কাশী, ২০০৭ খ্রীঃ।

আচার্য শঙ্কর, ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ভাষ্য, আনন্দগিরি, টীকা, দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ (সম্পাদক), দেবসাহিত্য কুঠির, কলিকাতা, ২০০২ খ্রীঃ।

আচার্য শঙ্কর, প্রশ্নোপনিষৎ, ভাষ্য, আনন্দগির, টীকা, দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ (সম্পাদক), দেবসাহিত্য কুঠির, কলিকাতা, ২০০০ খ্রীঃ।

আচার্য শঙ্কর, পঞ্চীকরণ, সুরেশ্বরাচার্য, পঞ্চীকরণবার্ত্তিক, নারায়নেন্দ্রসরস্বতী, বার্ত্তিকাভরণ, আনন্দগিরি, পঞ্চীকরণবিবরণ, রামতীর্থ, তত্ত্বচন্দ্রিকা, অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী (অনুবাদ), রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ (সংকলন), অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক) শাঙ্করগ্রন্থাবলী, সদেশ, কলিকাতা, ২০১৩ খ্রীঃ।

আচার্য শঙ্কর, বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ভাষ্য, আনন্দগিরি , টীকা, দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ (সম্পাদক),বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, তৃতীয়ভাগ, দেবসাহিত্য কুঠির, কলিকাতা, ২০০০ খ্রীঃ।

আচার্য শঙ্কর, মাণ্ডূক্যোপনিষৎ, ভাষ্য, আচার্য গৌরপাদ, মাণ্ডূক্য কারিকা, আচার্য শঙ্কর, কারিকা ভাষ্য, দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ (সম্পাদক), দেবসাহিত্য কুঠির, কলিকাতা, ২০০০ খ্রীঃ।

আচার্য শঙ্কর , শ্বেতাশ্বেতরোপনিষৎ, ভাষ্য, দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ (সম্পাদক), দেবসাহিত্য কুঠির, কলিকাতা, ১৩৬১ সন।

ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র, বেদান্তপরিভাষা, রামকৃষ্ণাধ্বরী, শিখামণি, অমরদাস, মণিপ্রভা, সুব্রহ্মণাশাস্ত্রী (সম্পাদক) , বেদান্তপরিভাষাঃ, চৌখাম্বা অমরভারতী প্রকাশন, কাশী, ১৯৮৫ খ্রীঃ।

নৃসিংহাশ্রম, অদ্বৈতদীপিকা, নারায়ণাশ্রম, অদ্বৈতদীপিকাবিবরণ, এস. সুব্রহ্মণাশাস্ত্রী (সম্পাদক) অদ্বৈতদীপিকা দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, কাশী, ১৯৮৭ খ্রীঃ।

বিমুক্তাত্মা, ইষ্টসিদ্ধি, এম. হিরিয়ানা (সম্পাদক) ইষ্টসিদ্ধিঃ, ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট, বরোদা, ১৯৩৩ খ্রীঃ।

বিদ্যারণ্য, বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ, প্রমথনাথ তর্কভূষণ (সম্পাদক) ,বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহঃ দ্বিতীয় ভাগ, বসুমতি সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা, ১৯৬১ খ্রীঃ।

ব্যাস, ব্রহ্মসূত্র, শঙ্করাচার্য, শারীরকমীমাংসাভাষ্য, স্বামী বিশ্বরূপানন্দ (সম্পাদক) বেদান্তদর্শনম্ প্রথম অধ্যায়, তৃতীয় অধ্যায়, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ১৯৯৯, ১৯৮৯ খ্রীঃ।

মধুসূদন সরস্বতী, সিদ্ধান্তবিন্দু, ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী, ন্যায়রত্নাবলী, নারায়ণতীর্থ, নারায়নী (লঘু ব্যাখ্যা), ত্রম্বকরাম শাস্ত্রী (সম্পাদক) সিদ্ধান্তবিন্দুঃ, চৌখাম্বা সংস্কৃত সংস্থান, কাশী, ২০০৭ খ্রীঃ।

রামানন্দসরস্বতী, বিবরণোপন্যাস, মহেশানন্দগিরি (সম্পাদক) , বিবণোপন্যাসঃ, শ্রী দক্ষিণামূর্তি মঠ প্রকাশন, কাশী, ২০৫৫ বিক্রমাব্দ।

সদানন্দযোগীন্দ্র, বেদান্তসার, নিসৃংহ সরস্বতী, সুবোধিনী, আপোদেব, বালবোধিনী, রামতীর্থ, বিদ্বন্মনোরঞ্জনী, ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য (সম্পাদক) , বেদান্তসারঃ, স্বামী সদ্রূপানন্দ (প্রকাশক), কলিকাতা, ১৯৬৮ খ্রীঃ।

সর্বজ্ঞাত্মমুনি, সংক্ষেপশারীরক, মধুসূদন সরস্বতী, সারসংগ্রহটীকা, মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী দিব্যানন্দগিরি (সম্পাদক) সংক্ষেপশারীরকম্, চৌখাম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, দিল্লী, ২০০৭ খ্রীঃ।

সহায়ক গ্রন্থ

গোস্বামী সীতানাথ, ব্রহ্মসূত্রের অধ্যাসভাষ্য, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১২ খ্রীঃ।

বাগচী, যোগেন্দ্রনাথ, অদ্বৈতবাদে অবিদ্যা, গুপ্ত প্রস, কলকাতা, ১৯৬৫ খ্রীঃ।

বন্দ্যোপাধ্যায়, রূপা, বিবরণপ্রস্থানে অজ্ঞানসিদ্ধি সুষুপ্তি, অর্থাপত্তি ও শ্রুতিবিচার, মিত্রম্, কলকাতা, ২০০৮ খ্রীঃ।

ভট্টাচার্য, অমরনাথ এবং ভট্টাচার্য , মৃদুলা, গৌরপাদের দর্শন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১২ খ্রীঃ।

ভট্টাচার্য, (শাস্ত্রী) শ্রী দীনেশ চন্দ্র, প্রাচীন ভারতীয় মনোবিদ্যা, সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা, ১৯৭৩ খ্রীঃ।

Jadunath, Sinha, Indian Psychology, vol. 1 (cognition), Motilal Banarasidass, Delhi, 1986.

প্রবন্ধ

গোস্বামী, সীতানাথ, 'মাণ্ডুক্যোপনিষৎ-গ্রন্থপরিচয় ও তাৎপর্য', ম.ম সীতানাথ গোস্বামী (সম্পাদক) অন্বীক্ষা, খণ্ড-৫, পর্ব-১, সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭১ খ্রীঃ।

ঘোষাল, প্রীতম, 'স্বপ্ন সমীক্ষা', মধু কাপুর, অদিতি দাস, কাকলী ঘোষাল (সম্পাদক), ড্রীম্স্ ইয়ণ্ডার, বুক্ বাজার, কলকাতা, ২০১৫ খ্রীঃ।

ঘোষ, সংকলিকা, 'অধ্যাস : তার লক্ষণ ও ব্যবহার', দর্শন বীক্ষা, মধুমিতা চট্টপাধ্যায় (সম্পাদক), দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০১৭-২০১৮ খ্রীঃ।

Ghoshal, kakali, 'The Dreams – self in the stream of consciousness', Madhu Kapoor, Aditi Das, Kakali Ghoshal, [edited], Dreams yonder, Book Bazar, Kolkata, 2015

Two Day National Seminar

on

Mind, Reality and Society :
Philosophical Reflections

Organised by

Department of Philosophy
Centre of Advanced Study
Jadavpur University

This is to certify that Dr./Sri/Smt. Sharmistha Chakraborty
of the Department of Philosophy, J.U. (M.Phil.)
has ~~actively participated~~/ presented a paper on "The Upanisadic Concept
Of Dream"
at a National Seminar on "Mind, Reality and Society: Philosophical Reflections" organized by the Department of Philosophy, Centre of Advanced Study, Jadavpur University, Kolkata, held on 23rd & 24th March, 2018.

L. Chaudhury
Dr. Lopamudra Choudhury
Professor of Philosophy

Samar Kr. Mondal
Dr. Samar Kumar Mondal
Associate Professor
of Philosophy

Dr. Preetam Ghoshal
Associate Professor
of Philosophy

(Jt. Co-ordinators of the Seminar)

Chatterjee
Professor Atashee
Chatterjee Sinha
H.O.D. Philosophy

P. Sarkar
Professor Proyash Sarkar
Deputy Coordinator, CAS